দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২০৫ ॥ ১২ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৭ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৯ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

তিন দিনের মধ্যে জবি শিক্ষার্থীদের সব দাবি পূরণ করা হবে: নাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : কেরানীগঞ্জে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীকে হস্তান্তরসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের সব দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। সোমবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ের সামনে অবস্থানরত জবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করতে নিজ অফিস থেকে নেমে এসে এ প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, এগুলো যৌক্তিক দাবি। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থাকবে না, হল থাকবে না এটা হতে পারে না। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দ্রুত এসব পালন করা হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানে প্রবাসীরা বড় ভূমিকা রেখেছেন: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, প্রবাসীরা কষ্ট করে টাকা রোজগার করে আনেন, দুর্ভাগ্য হলো দেশের এই টাকা তারা পাচার করেছে। সোমবার (নভেম্বর ১১) সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ লাউঞ্জ উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। ড. ইউনূস বলেন, আপনাদের দিয়ে তো দেশ চলে। আপনাদের মাথায় করে রাখা উচিত। অপরাধী করে রাখবে কেন? এইরকম ভাবখানা যে, তোমরা টাকা রোজগার করতেছ আমাদের কী? তোমাদের ব্যাপার, আমাদের কী? প্রবাসীরা টাকা যেটা রোজগার করছে, সেটা তো বাংলাদেশের জন্য রোজগার করছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা কষ্ট করে টাকাটাও রোজগার করে আনেন, দুর্ভাগ্য হলো দেশের এই টাকা একজন পাচার করছে। এটাই হলো আমাদের দুর্ভাগ্য। সেখান থেকে তো আমাদের ফিরে আসতে হবে, আমাদের দেশের টাকা যেন দেশের কাজে লাগে। এর আগে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি বিশেষ লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। উদ্বোধন শেষে তিনি বলেন, আমাদের প্রবাসী শ্রমিকরা দেশ গড়ার কারিগর। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে তারা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা তাদের কাছে সবসময় কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি, এই লাউঞ্জ তাদের ভ্রমণকে সহজ

২-এর পাতায় দেখুন

আজারবাইজানের পথে প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলন কপ-২৯-এ যোগ দিতে আজারবাইজানের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট আজ গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যায়। শফিকুল আলম বলেন, জলবায়ু সম্মেলন উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা ১১-১৪ নভেম্বর আজারবাইজানে সরকারি সফরে থাকবেন। এই সফরে প্রধান উপদেষ্টা অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাবেন। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ বাকুতে নিজেদের দাবি-দাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে-এসব বিষয় তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবেন। তিনি আরও বলেন, অধ্যাপক ইউনূস কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনের বিভিন্ন ফোরামে বক্তব্য রাখবেন এবং সেখানে অংশগ্রহণকারী

২-এর পাতায় দেখুন

আমদানিসহ তিন নির্ভরতা কমিয়ে দুধের ঘাটতি পূরণ করতে চায় সরকার : প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশি কোম্পানি, টেকনোলজি এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে সরকার দুধের ঘাটতি পূরণ করতে চায় বলে জানিয়েছে প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। সোমবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক জার্নালিস্টস ফোরাম (এফএলজেএফ) আয়োজিত ?'দেশের ডেইরি খাতের সমস্যা-সম্ভবনা ও করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। আমদানি নির্ভরতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে ফরিদা আখতার বলেন, 'দুধ উৎপাদনে যে ঘাটতি আছে, সেটা পূরণ করতে গিয়ে যেভাবে আমদানি নির্ভরতা হচ্ছে এটা আমরা বদলাতে চাই। এভাবে আমদানি নির্ভরতা থাকলে আমাদের প্রান্তিক খামারিদের গরু, ছাগল পালনের মধ্য দিয়ে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটা শেষ হয়ে যাবে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে দুধের যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করতে হবে। এজন্য সরকার কাজ করছে।' তিনি বলেন, 'বিদেশি কোম্পানি নির্ভর, টেকনোলজি নির্ভর ও আমদানি নির্ভর, বলতে গেলে মৎস ও প্রাণি সম্পদ খাতে তিন নির্ভরতা আমরা কমাতে চাই। আমরা মনে করি,

২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়ার ১০ বছরের সাজা স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে দেওয়া হাইকোর্টের ১০ বছরের সাজা স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। সোমবার (১১ নভেম্বর) আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারপতির বেঞ্চে এ আদেশ দেন। একইসঙ্গে এই মামলায় সাজার বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে করা আবেদন) মঞ্জুর করেছেন আপিল বিভাগ। ২০০৮ সালের জুলাই মাসে খালেদা জিয়াসহ মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে ঢাকার রমনা থানায় মামলাটি করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন। মামলায় অরফানেজ ট্রাস্টের নামে সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়। তদন্ত শেষে ২০০৯ সালে মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হলেও ২০১৪ সালের মার্চে মামলার অভিযোগ গঠন করা হয়। এরপর ২০১৮

২-এর পাতায় দেখুন

এখতিয়ারের বাইরে অফিসের গাড়ি ব্যবহার করতে মানা ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : এখতিয়ারের বাইরে কোনো কর্মকর্তাকে অফিসের গাড়ি ব্যবহার না করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আসা এক নির্দেশনার আলোকে এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছে সংস্থাটি। ইসির সাধারণ সেবা শাখার সিনিয়র সহকারি সচিব সৈয়দ আফজাল আহাম্মেদ এরই মধ্যে নির্দেশনাটি সব কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছেন। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে সরকারি কর্মচারীদের প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার বারিতকরণের লক্ষ্যে পত্র জারি করা হয়েছে। ওই পত্রের বর্ণিত নির্দেশনাগুলো নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায় কার্যালয়গুলোর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিপালন করা আবশ্যক। তাই নির্দেশনাগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও এর আওতাধীন মাঠ পর্যায় কার্যালয়গুলোর সব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুরোধ করা হলো। এদিকে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের দেওয়া নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের বেশ কিছু কর্মচারী প্রচলিত বিধি ও প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করছেন। এমনকি, কোনো কোনো মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই বিভিন্ন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ ব্যাংক-বীমা/ কোম্পানী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হতে অধিযাচন করে গাড়ি আনা হচ্ছে। এছাড়াও, 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা-২০২০' এর আওতায় গাড়ির ঋণ সুবিধাপ্রাপ্ত কোনো কোনো কর্মকর্তা গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ সমুদয় অর্থ (পঞ্চাশ হাজার টাকা) গ্রহণ করার পরও অনৈতিক ও বিধি বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের গাড়ি

২-এর পাতায় দেখুন

রিজভীর স্বাক্ষর জাল করে বিএনপির কমিটি বিলুপ্তি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষর জাল করে চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার বিএনপির প্যাডে রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষর জাল করে এমন তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো হয়। একটি কুচক্রী মহল, ফ্যাসিস্টের দোসর অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ওই ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির দপ্তর থেকে একপত্রে রুহুল কবির রিজভী পাঠানো বক্তব্যে বলেন, কোনো স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল আমার স্বাক্ষর জাল

২-এর পাতায় দেখুন

যোগ্য সিইসি ও কমিশনার না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না : সাবেক সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) মোহাম্মদ আবু হেনা বলেছেন, যোগ্য সিইসি ও নির্বাচন কমিশনার দরকার। তা না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নও দরকার। বর্তমান সিস্টেম পরিবর্তন না করেও কার্যকর নির্বাচন করা সম্ভব বলে জানান তিনি। সোমবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মোহাম্মদ আবু হেনা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। কী মতামত দিয়েছেন এমন প্রশ্নে সাবেক এই সিইসি বলেন, কমিশনের আমন্ত্রণে এসেছি। আমার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি। আমি ১৯৯২ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করেছি। এই সুযোগে অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি। আমাদের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যারা আহত,

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে ট্রাম্প সমর্থকদের গ্রেপ্তার-দমনের ঘটনা ঘটেনি

— প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের কোনো গ্রেপ্তার বা দমন অভিযানের ঘটনা ঘটেনি। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে এ ধরনের প্রকাশিত সংবাদকে জাল বলে দাবি করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং ফ্যাক্টস গত রোববার দিবাগত রাতে সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টস-এর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এমন দাবি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাজধানীতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার অভিযোগে গত রোববার দেশে গণহত্যা, দুর্নীতি ও কোটি কোটি ডলার পাচারের অভিযোগে আওয়ামী লীগের কয়েক ডজন নেতাকর্মী, কর্মকর্তা ও সদস্যদের ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ বিষয়ে

২-এর পাতায় দেখুন

সোমবার রাজধানীর কারওয়ান বাজার পান্থপথ, ইউটিসি বিল্ডিংয়ের সামনে ইডকলের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

ফের মহাসড়কে শ্রমিকরা, বেতন হাতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত চলবে অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের মালেকের বাড়ি এলাকায় আবারও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন টিএনজেড গ্রুপের শ্রমিকরা। প্রায় ৫৩ ঘণ্টা পর দুপুর ২টার দিকে অবরোধ তুলে নিয়েছিলেন তারা। তবে ঘণ্টাখানেক পর ফের রাস্তায় নেমে পড়েন শ্রমিকরা। এখন তারা বলছেন বকেয়া বেতনের টাকা হাতে দিতে হবে, তারপর সড়ক ছাড়বেন।
এর আগে টানা ৫৩ ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধের পর সোমবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে শ্রমসচিবের আশ্বাসে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এরপর দুদিনের বেশি সময় অচল থাকা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (ট্রাফিক) ইব্রাহিম খান বলেন, অবরোধ তুলে নেওয়ার

২-এর পাতায় দেখুন

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনাতেই সড়কে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে প্রাণহানি

স্টাফ রিপোর্টার : মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সড়কে আশঙ্কাজনকভাবে প্রাণহানি বাড়ছে। গত সেপ্টেম্বরে সারা দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৬১ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায়ই ১০৫ জন প্রাণ হারিয়েছে। তাছাড়া ওই মাসে ঘটা ৫৮৩টি দুর্ঘটনার ১৩২টিই হয়েছে মোটরসাইকেলে। দুর্ঘটনা ও প্রাণহানিতে দুই চাকার বাহনটির শীর্ষে রয়েছে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, একক যানবাহন হিসেবে মোটরসাইকেলই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির জন্য দায়ী। শুধু দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি নয়, সড়কে বিদ্যমান বিশৃঙ্খলার পেছনেও মোটরসাইকেল মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। পরিবহন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো মোটরসাইকেলের মতো বাহনের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। দেশের সড়ক-মহাসড়কগুলোর মান খারাপ। ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতায় বিশৃঙ্খলা নিত্যদিনের ঘটনা। ওসব সড়কে মিশ্র যানবাহন চলে। পথচারীর আধিক্য রয়েছে। সড়কের এমন পরিবেশের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে চার চাকার যানবাহন কিছুটা হলেও সামাল দিতে পারে। কিন্তু দুই চাকার মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে এ চাপ সামলানো কঠিন। সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত ৬১ লাখ ৭৫ হাজার মোটরযান রয়েছে। এর মধ্যে মোটরসাইকেলের সংখ্যাই ৪৫ লাখের বেশি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১ লাখ ৮৯ হাজারের বেশি মোটরসাইকেলের নিবন্ধন দিয়েছে বিআরটিএ। যা একই সময়ে নিবন্ধিত মোট মোটরযানের ৮৫ শতাংশ। তাছাড়া বিগত ২০২৩ সালের অক্টোবরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে ৩৫০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন সক্ষমতার মোটরসাইকেল চলাচলের

২-এর পাতায় দেখুন

JOIN OUR VOLUNTEER TEAM

Manabik Foundation is a voluntary organization engaged in the service of humanity. It's working for the welfare of the poor and helpless people of the country.

MANABIK FOUNDATION

Let's join us

+8801887454562

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১২ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৭ কার্তিক ১৪৩১ বাংলা

১০ দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত সাড়ে ১০ হাজার, ৫৮ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মাসে ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। প্রথম দশ দিনে আক্রান্ত ও মৃত্যু চলতি মৌসুমের যেকোনো মাসের প্রথম দশ দিনের রেকর্ড ছাড়িয়েছে। জনস্বাস্থ্যবিদদের আশঙ্কা, এভাবে বাড়তে থাকলে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ডেঙ্গুজ্বরের সংক্রমণ চলতে পারে। জানা গেছে, চলতি মাসের প্রথম দশ দিনে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন সাড়ে ১০ হাজারের বেশি মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ৫৮ জনের। অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ও মৃত্যু নতুন করে বাড়তে থাকে। জ্বরে আক্রান্তরা ডেঙ্গু আতঙ্কে ছুটছেন হাসপাতালে। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, বৃষ্টি কমে এডিস মশার প্রজনন অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজমান থাকায় ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ কমতে দেড় থেকে দুই মাস লাগবে। তাছাড়া মশানিধন কার্যক্রমও জোরালো নয় বলছেন তারা। তাই এডিস মশার প্রজনন প্রবণ স্থানগুলো চিহ্নিত করে একযোগে মশানিধনে জোর কার্যক্রম চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ গণমাধ্যমকে বলেন, ডেঙ্গু জ্বর এখন আর সিজনাল রোগ নয়, এটি এখন বছর জুড়েই থাকবে বলে মনে হচ্ছে। তিনি বলেন, ডেঙ্গু আগে বলা হতো সিজনাল রোগ, এপ্রিল-মে মাসে শুরু হয়ে শেষ হতো সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, কম-বেশি ডেঙ্গু সারা বছরই থাকছে। যদিও শীতে ডেঙ্গু কমার কথা, তবে গত বছর কিন্তু শীতেও ডেঙ্গু ছিল। ফলে আমাদের ভয়ড়এবারও কমবে কি না; কারণ ডেঙ্গু তো বাড়ছেই। এ বছরও শীতে কমবে কি না তা বলা যাচ্ছে না। এই মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বলেন, শীতে ডেঙ্গু না বাড়লেও কম-বেশি থাকবে। তবে সচেতন থাকতে হবে। সময়মতো চিকিৎসা নিতে হবে। জ্বর হলেই সেটি ডেঙ্গু জ্বর কি না, তা নিশ্চিত হতে জ্বরের প্রথম ৭-এর পাতায় দেখুন

আমদানি সামান্য অথচ জুয়েলারিতে টন টন সোনা: এনবিআর চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান জানিয়েছেন, আমদানির তথ্যে স্বর্ণের পরিমাণ কম। খুব সামান্য আমদানি হয়। অথচ জুয়েলারিতে স্বর্ণে ভরপুর। টন টন সোনা রয়েছে। এ নিয়ে প্রশ্ন করলেও এর উত্তর আমাদের কাছে নেই। গতকাল সোমবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ বণিক বার্তা আয়োজিত তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন 'বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, পলিসি তৈরিতে এনবিআর জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। এ কারণে গত তিন মাসে নিত্যপণ্যের কর ও শুল্কে অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে। কোনো পলিসির কারণে এনবিআরের স্বার্থ (রাজস্ব সংগ্রহ) ক্ষুণ্ণ হলেও রাষ্ট্রীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেই আমরা। তবে দেশের মানুষের মাঝে এখনও মিথ্যা হলফ-নামা তৈরির প্রবণতা রয়েছে, এটা দূর করতে হবে। এটা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। তিনি বলেন, জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে মিথ্যা হলফনামা দিতে হয়। সত্যিকার লেনদেনের রেকর্ড আসে না, এটা জাতীয় লজ্জা। আমরা চাই সত্যিকার লেনদেনের ফিগারই রেকর্ড থাকুক, রেকর্ড হোক। আবার দেখি আমদানির তথ্যে স্বর্ণের পরিমাণ কম। আবার জুয়েলারি স্বর্ণে ভরপুর। টন টন স্বর্ণ জুয়েলারিতে থাকে, যেখানে সত্য তথ্যটা আসা দরকার। জাতি এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আমার কাছে কোনো উত্তর নেই। বৈষম্যমূলক সব আইনের সংস্কার করবো। খাতির করে কর অব্যাহতি পাওয়া আমরা চাই না। ৭-এর পাতায় দেখুন

কক্সবাজারে জনপ্রশাসন অ্যাকাডেমির ৭০০ একর বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিল

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অ্যাকাডেমি অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্দোবস্ত দেওয়া ৭০০ একর বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিল করেছে সরকার। সোমবার(১১ নভেম্বর) সচিবালয়ে এক অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এ তথ্য জানিয়েছেন ? তিনি বলেন, আমাদের (পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের) অনুরোধের প্রেক্ষিতে বনভূমির এ বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটা ভালো খবর দিতে চাই ভালো খবরটা হলো, ৭০০ একর রক্ষিত বনভূমি এটা কক্সবাজারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অ্যাকাডেমি অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্থাপনের জন্য বন বিভাগের আপত্তি উপেক্ষা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এটা কিন্তু বেশ সমৃদ্ধ একটা বন এবং এখানে ভালো রকমের বন্য প্রাণী আছে। এটার বিরুদ্ধে (বরাদ্দের বিরুদ্ধে) আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল কেউ। আমরা পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে ভূমি মন্ত্রণালয় একটা চিঠি দিয়েছিলাম ২৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে। যে এটা বাতিল করে দেওয়া হোক বন বিভাগের আপত্তি উপেক্ষা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ অনেক কম। জীববৈচিত্র্যও বন্যপ্রাণী হুমকির মুখে। আশেপাশের দেশে এমনকি আমাদের দেশেও সংসদ ভবন, বিমানবন্দরও ৭০০ একর জমির ওপরে না। তাহলে প্রশাসন ক্যাডারের একটা অ্যাকাডেমির জন্য আমাদের ৭০০ একর জমি কেন লাগবে এবং যেখানে ভালো বন এবং বন্যপ্রাণীও রয়েছে। সেটার প্রেক্ষিতে গত ১০ নভেম্বর ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এ বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। তার মানে হল বন বিভাগ থেকে চলে যাওয়া জমি আমরা ফেরত আনতে সক্ষম হলাম। ২০২১ সালে এ জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।

স্ত্রী-সন্তানসহ বাহাউদ্দিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোটার : কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন, স্ত্রী মেহেরুন্নেছা, মেয়ে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র তাহসীন বাহার সূচনা ও ছেলে আয়মান বাহারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। সোমবার (১১ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেনের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম এ তথ্য জানান। এদিন দুদকের পক্ষে কমিশনের উপ-পরিচালক রেজাউল করিম তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, আ ক ম বাহাউদ্দিন, তার মেয়ে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র তাহসীন বাহার সূচনা ৭-এর পাতায় দেখুন

আমাদের এজেন্ডা ব্যক্তিগত নয় দেশের স্বার্থ : অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সরকার পরিচালনায় অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো এজেন্ডা নেই। কোনো ব্যক্তিগত এজেন্ডা নেই, আমাদের এজেন্ডা হলো দেশের স্বার্থ। আমরা চেষ্টা করছি এটা নিয়ে। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বললেও দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা সেভাবে ডিজিটালাইজড হতে পারিনি। এখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না এলে কোনোকিছুই সম্ভব নয়। সোমবার (১১ নভেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ বণিক বার্তা আয়োজিত তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন 'বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। ড. সালাহউদ্দিন বলেন, আমাদের অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা তিনটা পরিকল্পনা নিয়েছি যেটার মধ্যে রয়েছে মধ্য, শর্ট ও লং-টার্ম। এর মধ্যে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারবো। দীর্ঘমেয়াদিগুলো নির্বাচিত সরকার এসে বাস্তবায়ন করবে। আমরা মধ্য ও শর্ট টাম এমন কিছু করবো, অন্য সরকার এসে যেন সেটা পারসু করে, সেভাবে কাজ করে যায়।

এখন আয় বৈষম্য থেকে সম্পদের বৈষম্য বেশি। অধিকাংশ সেবা আমরা অটোমেটেড করার চেষ্টা করছি। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ বললেও দুঃখজনক হলেও সত্যি আমরা সেভাবে ডিজিটালাইজড হতে পারিনি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না এলে কোনোকিছুই সম্ভব নয়। অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমাদের সিদ্ধান্তগুলো এখন দ্রুত হয়। আমাদের এ সিদ্ধান্ত দ্রুত হওয়া মানে স্লিপশট ডিসিশন না। ভাবনা-চিন্তা করে অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমরা। দ্রুত আমরা খাদ্য দ্রব্যের দাম, শুল্ক কমানোর চেষ্টা করি। এসবের সিদ্ধান্ত নিতে এর ৭-এর পাতায় দেখুন

বঙ্গভবন থেকে সরানো হলো শেখ মুজিবের ছবি

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন তিন উপদেষ্টার শপথ গ্রহণের সময় ছবি রাষ্ট্রপতির বাসভবন বঙ্গভবনের দরবার হলে থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ১২টার দিকে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এ তথ্য জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নতুন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। তিনি লিখেছেন, ৭১ পরবর্তী ফ্যাসিস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দরবার হল থেকে সরানো হয়েছে। ৫ আগস্টের পর বঙ্গভবন থেকে তার ছবি সরাতে পারিনি, এটা আমাদের জন্য লজ্জার। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, মানুষের জুলাইয়ের চেতনা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তার ছবি কোথাও দেখা যাবে না। গত রোববার অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন তিন উপদেষ্টা দরবার হলে শপথ পাঠ করেন। এ ৭-এর পাতায় দেখুন

জীবনযাত্রাকে সহজ করতে কাজ করার অঙ্গীকার বাণিজ্য উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের জনগণের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন নতুন বাণিজ্য উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন। সোমবার (১১ নভেম্বর) সকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কাজী মোজাম্মেল হক অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ, বাণিজ্য সংগঠন অনুবিভাগের মহাপরিচালক মো. আব্দুর রহিম খান, অতিরিক্ত সচিব ডাব্লিউটিও অনুবিভাগ ড. নাজনীন কাওসার চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। রোববার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন এর কাছে শপথ নেন সেখ বশির উদ্দিন। পরে তাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

আমুর আইনজীবীকে মারধর দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুর আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরীকে রিমান্ড শুনানিতে মারধরের ঘটনায় তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) মোস্তাফিজুর রহমান ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে এ নির্দেশ দেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে এ প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নাজির রেজোয়ান খন্দকার এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রতিবেদন চাওয়া ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, গত ৭ নভেম্বর ঢাকার ৭-এর পাতায় দেখুন

সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

সিংড়া (নাটোর)প্রতিনিধিঃ- নাটোরের সিংড়ায় সততার সাথে, সত্যের পথে এই শ্লোগান সামনে রেখে সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। আজ১১ নভেম্বর (সোমবার) সকাল ১১ ঘটিকায় সিংড়া উপজেলা প্রশাসনিক ভবনে আলোচনা সভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়। সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের সভাপতি এসএম রাজু আহমেদ এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, ডিবিসি নিউজের নাটোর প্রতিনিধি পরিতোষ অধিকারী, উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার মাশফিকুল ইসলাম, নন্দীগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হুদা সরকার, সাবেক সেনা সদস্য মোস্তাক আহমেদ, গণঅধিকার পরিষদের সিংড়া উপজেলা সমন্বয়ক মেহেদী হাসান মামুন, সিংড়া মডেল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন আরিফ, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক জুলহাস কায়েম, রনজু আহমেদ রাহাত, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিন খান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তারা রাষ্ট্রের ৪র্থ স্তম্ভ হিসেবে সমাজ গঠনে সাংবাদিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং মাদক, সন্ত্রাস সহ সামাজিক অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

গণঅভ্যুত্থানে আহত-শহীদদের স্মরণে জেলা-উপজেলায় সভার সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : গণঅভ্যুত্থানে আহত-শহীদদের স্মরণে তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে আগামী ১৫ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলা ও উপজেলায় একটি করে স্মরণসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এতে বলা হয়, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে তাদের পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে আগামী ১৫ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সুবিধাজনক কোনো দিনে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করে স্মরণসভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। জেলা প্রশাসকরা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা যথাক্রমে নিজ জেলা সদরে বা ক্ষেত্রমতো সিটি করপোরেশন এলাকায় এবং নিজ উপজেলায় স্ব স্ব ব্যবস্থাপনায় উক্ত স্মরণসভা আয়োজন করবেন। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৭১ সালেও আ. লীগ কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল : মঈন খান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. মঈন খান বলেছেন, এ আন্দোলনের প্রথম ধাপ হচ্ছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গঠন। আর দ্বিতীয় ধাপ হলো-একটি সুষ্ঠু নির্বাচন। যা এখনো আমরা অর্জন করতে পারিনি। শেষ ধাপ হলো- সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতিনিধি দল যখন দেশের দায়িত্ব

নেবে, তখন আমাদের আন্দোলন সফল হবে। সোমবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে আহত ছাত্রজনতাকে আর্থিক সহযোগিতা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। ডক্টরস অ্যাসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার, ড্যাব সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ ও মহাসচিব ডা. মো. আব্দুস সালাম। ড. আবদুল মঈন খান বলেন, গত ৫ আগস্টের পর জনগণ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে। স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছে। এখন অন্তর্বর্তী সরকারকে জনগণের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই। তাদের মুখোশ উন্মোচন হয়েছে। ভবিষ্যতেও যেন তাদের মুখোশ উন্মোচন থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে। আওয়ামী লীগের দোসররা যেন এ সরকারকে কবজা করতে না পারে। তারা যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে, এজন্য মুক্তিকামী ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা প্রতিরোধ ৭-এর পাতায় দেখুন

শাজাহান খানসহ ৭ জন নতুন মামলায় গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর ৩ থানার পৃথক ৪ হত্যা মামলায় সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খান ও রাশেদ খান মেননসহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। অন্যরা হলেন সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আহম্মদ হোসেন, সাবেক এমপি আব্দুস সোবহান গোলাপ, ডিজিএফআইয়ের রেজাউল করিম, যুবলীগ নেতা কবির হোসেন। গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত এ আদেশ দেন। এর আগে কারাগার থেকে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তারা। আদালত তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। পল্টন থানার শামীম হত্যা মামলায় শাজাহান খান, রাশেদ খান মেনন, চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, রেজাউল করিম ও কবির হোসেন, আব্দুস সোবহান গোলাপকে গ্রেপ্তার ৭-এর পাতায় দেখুন

চুলা জ্বালাতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৫

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মির-পুর কাফরুল কালভার্ট স্টিল ব্রিজের পাশে একটি বাসায় গ্যাস সিলেন্ডার বিস্ফোরণে পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। গ্যাসের চুলা জ্বালাতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে। গত রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এঘটনা ঘটে। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে জাতীয় ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে ভর্তি করা হয়। দগ্ধরা হলেনড় রাজিব মিয়া (২১), মোসাম্মৎ সুমি আক্তার (১৮), মোসাম্মৎ সাহানা আক্তার (২২), সুমন মিয়া (২৫) ও মোছাম্মৎ সুবর্ণা আক্তার (২২)। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির আবাসিক চিকিৎসক ডা. তরিকুল ইসলাম। তিনি জানান, গত রাতে মিরপুরের কাফরুল এলাকা থেকে রাজিব দগ্ধ ৬ শতাংশ, সুমি দগ্ধ ২ শতাংশ, শাহানা দগ্ধ ৫ শতাংশ, সুমন দগ্ধ ৩ শতাংশ ও ও সুবর্ণা ৫ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় আমাদের জরুরি বিভাগে আসে। বর্তমানে দগ্ধদের জরুরি বিভাগের অবজারভেশনে রাখা হয়েছে। তারা সবাই আশঙ্কামুক্ত আছে। দগ্ধদের ৭-এর পাতায় দেখুন

তিন বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের তিন বিভাগে বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে বৃষ্টির হতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার (১১ নভেম্বর) আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মো. মনোয়ার হোসেনের দেওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়া অফিস জানায়, সোমবার (১১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু'এক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আগামী ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর পরবর্তী দু'দিনে এটি তামিলনাড়ু/শ্রীলঙ্কা উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে রাতের তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেতে পারে।

সরকারি খাতে সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি বড় সমস্যা : আউয়াল মিন্টু

স্টাফ রিপোর্টার : ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, দেশে বেসরকারি খাতে সংকোচিত মুদ্রানীতি নেওয়া হয়, কিন্তু সরকারি খাতে খরচের সময় সম্প্রসারিত নীতি চলেছে। এ বৈষম্যের কারণে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এ সংকোচিত মুদ্রানীতি বেসরকারি খাতকে গলা টিপে ধরছে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। গতকাল সোমবার রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ বণিক বার্তা আয়োজিত তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন 'বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি। বিএনপির এ ভাইস চেয়ারম্যান আরও বলেন, আমাদের সমাজে অনেক বৈষম্য। যা কমাতে সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু যারা বা যে ব্যবসায়ীরা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করে, সেটা বিলি বণ্টনের ক্ষমতা তাদের নেই। আবার একশ্রেণি এটা বিলি বণ্টন করছেন,তারা আবার সেটা লুণ্ঠন ৭-এর পাতায় দেখুন

শস্যবীজের ঊর্ধ্বমুখী দামে বিপাকে কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার : বাজারে শীতকালীন শস্যবীজের চাহিদা বাড়লেও সাম্প্রতিক বন্যা ও নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতায় ঊর্ধ্বমুখী প্রায় সব ধরনের শস্যজাতীয় বীজপণ্যের দাম। এতে বিপাকে পড়েছে কৃষকরা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আসন্ন শীতকালীন মৌসুমে শাক-সবজির আবাদ কমে যাওয়ার পাশাপাশি দেশের সার্বিক উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে। বর্ষা মৌসুমের শেষে এখন শীতকালীন মৌসুমের মসলাসহ বিভিন্ন শস্যের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু বিগত সময়ের দেশের বাজারে আমদানি সংকটে শস্যবীজের সরবরাহ কম। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় ভয়াবহ বন্যা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলের বন্যায় কৃষকের নিজস্ব বীজভাণ্ডার নষ্ট হয়েছে। ফলে রবি মৌসুমের শুরুর প্রথম থেকেই প্রায় সব ধরনের শস্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী। এর মধ্যে ধান, সরিষা, ধনিয়া, কালিজিরা, মরিচ, বাদামসহ ডালজাতীয় শস্যবীজের দাম সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে। কৃষি বিভাগ এবং বাজার সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে শস্যবীজের দাম। পাইকারি পর্যায়ে ১০ দিন আগেও প্রতি কেজি সরিষাবীজ ৮০-৮২ টাকা বিক্রি হলেও এখন প্রতি কেজি সরিষাবীজ বিক্রি হচ্ছে ৯৬-৯৭ টাকা কেজি দরে। আর সপ্তাহের ব্যবধানে বাদামের দাম কেজিপ্রতি ৩-৫ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১৩৮-১৪০ টাকায়, মরিচ ৩০-৪০ টাকা বেড়ে ১৮০-১৮৫ টাকায়, ধনিয়া প্রায় ৩৫ টাকা বেড়ে ৯৫ টাকায়, কালিজিরা ১৫-২০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৩৬৫ টাকায়। আগাম শস্য রোপণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকারি বাজারে বাড়তি চাহিদা তৈরি হওয়ায় বাজারে ওসব শস্যের দাম বেড়ে গেছে। সূত্র জানায়, কৃষকরা রবি মৌসুমে সরিষা, মরিচ, বাদাম, ধনিয়া, হলুদ, ভুট্টা, গম, সয়াবিন, তিল, তিসি, সূর্যমুখী, মসুর, ছোলা, বার্লি, মাষকলাই, মুগ, খেসারি, ফেলন, মটর, অড়হরসহ বিভিন্ন শস্য রোপণ করেন। ওসব শস্যের বীজের অধিকাংশই কৃষক পর্যায়ে মজুদ থাকে। তবে পাইকারি বাজারে বেশি চাষ হওয়া শস্যগুলো বীজের লেনদেন হয়। রবি মৌসুমে সবচেয়ে বেশি সরিষা, ধনিয়া, মরিচজাতীয় শস্য চাষাবাদ হওয়ায় ওসব পণ্যের দাম বাড়ছে।

উৎপাদন মৌসুমে বীজের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষকের খরচ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি চাষের পরিমাণ কমার শঙ্কা রয়েছে। তবে রবি মৌসুমে দেশে বিভিন্ন শস্য আবাদ হলেও দেশীয় চাহিদার কারণে বিশ্ববাজার থেকে প্রায় শতভাগ শস্যই আমদানি করতে হয়।

তার মধ্যে ভারত থেকেই দেশে সবচেয়ে বেশি শস্য আমদানি করা হয়।

এবার বন্যা, দেশীয় রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ পূজার বন্ধের কারণে আমদানি প্রক্রিয়ায় ধীরগতি থাকায় দেশে সাময়িক সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে মসলাপণ্যের দাম বাড়ছে। তবে বর্তমানে আমদানি প্রক্রিয়া ৭-এর পাতায় দেখুন

গুলশানে ডিজে পার্টিতে হঠাৎ অভিযান, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর গুলশানে ডিজে পার্টিতে অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্যসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। গতকাল সোমবার গুলশান-২ এর ৫০ নম্বর রোডের 'কোয়ালিটি ইন প্রাইভেট লিমিটেড' নামের একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. কামাল উদ্দিন (৪৮) ও মো. আরিফুল ইসলাম (৩২)।এ সময় তাদের কাছ থেকে ১১ বোতল বিভিন্ন ব্রান্ডের বিদেশি মদ ও ১৭ ক্যান বিয়ার উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উত্তর কার্যালয়ের উপ-পরিচালক শামীম আহম্মেদ। তিনি জানান, মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোরে ওই হোটেলে অভিযান পরিচালনা করে ডিএনসির ঢাকা মেট্রো উত্তর কার্যালয় ও ঢাকা গোয়েন্দা সমন্বয়ে গঠিত একটি চৌকশ টিম। এতে নেতৃত্ব দেন ডিএনসির অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ বদরুদ্দিন। পরে সেখানে ১১ বোতল বিদেশি মদ ও ১৭ ক্যান ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

স্বাস্থ্য উপদেষ্টার সঙ্গে রেড ক্রিসেন্টে

বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্বন্ধে। উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি সোসাইটির চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতিও তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকালে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সদস্য ডা. শেখ আবু জাফর, অধ্যাপক ডা. ইমরান বিন ইউসুফ, ড. মো. আমিনুল ইসলাম, ডা. মো. আবিদুর রহমান, ডা. সাইফুল আলম, মুহাম্মদ তুহিন ফারাবী, এয়ার কমোডর (অব.) শাহে আলম, ড. আহমেদ জামিল ইব্রাহীম, নুরুল ইসলাম (সাজু) ও মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কার নির্দেশে বিমানবন্দরে

মার্শাল মঞ্জুর কবীর ভুঁইয়া। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সৈয়দ আলী বিন হাসান স্বাক্ষরিত চিঠিতে প্রথমেই জানতে চাওয়া হয়েছে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ১৪৫০ জন সদস্যদের ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার অ্যাক্টের এর আওতাভুক্ত হওয়ার বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রাপ্ত উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টা-এর সম্মতি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? বেবিচক-এর বিধিমালা বা প্রবিধানমালা অনুযায়ী ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার অ্যাক্টে বিমান বাহিনীর সদস্যদের নিয়োজিত করার সুযোগ আছে কিনা? ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার অ্যাক্টে নিয়োজিত বিমান বাহিনীর সদস্যদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বেবিচকের সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি কী রয়েছে? এবং বেবিচকের নিজস্ব তহবিল থেকে ভাতা দিতে কী পরিমাণ আর্থিক সংশ্লেষ হবে, এ পরিমাণ অর্থ বেবিচকের অর্থ বছরভিত্তিক আয়-ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তার তথ্যচিত্র। অন্যদিকে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (রুটিন দায়িত্বে) রুমান ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত চিঠিতে বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তায় নিয়োজিত জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে বেবিচক চেয়ারম্যানকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়, বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় নিয়োজিত বিমানবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ২০২১ সালের অনুমোদিত সংখ্যা হতে ধাপে ধাপে কোন প্রক্রিয়ায় এবং কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে বৃদ্ধি করা হয়েছে তার তথ্যসহ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। এই দুই চিঠির বিষয় ফাঁস হওয়া পর শাহজালাল জুড়ে চলছে নানা আলোচনা। বেবিচকের কর্মকর্তাদের সাম্প্রতিক সময়ের কিছু সিদ্ধান্তের কারণে মন্ত্রণালয়ের এমন সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন অনেকেই। অভিযোগ আছে, সিভিল এভিয়েশনের নিয়ন্ত্রণাধীন এভিয়েশন সিকিউরিটি ফোর্সের (এভসেক) যে জনবল রয়েছে তা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের বাইরে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই বিমান বাহিনী থেকে ৫০০ এর বেশি জনবল নিয়োগ দিয়েছে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ। অনুসন্ধানে জানা যায়, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) এক আবেদনের পর মন্ত্রণালয় জানায়, সরকারি চাকরিরত কোনো ডিসিপ্লিনড ফোর্সের সদস্যদের আইনসম্মতভাবে বছরের পর বছর অন্য কোথাও সংযুক্ত রাখা সম্ভব নয়। বেবিচকের অনুমোদিত জনবল কাঠামোভুক্ত পদগুলোর মধ্যে এভিয়েশন সিকিউরিটি বিভাগের ৪৮৯টি শূন্যপদে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে শাহজালাল বিমানবন্দরে পদায়নের সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের তাদের নির্ধারিত দায়িত্বে ফিরে যাবে বিমানবন্দরে আর আবশ্যকতা থাকবে না। ২০২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ১৮০ জন, বাংলাদেশ পুলিশের ৭৮ জন শাহজালালে কর্মরত আছেন। তাদের মধ্যে বিমানবাহিনীর সদস্যদের দৈনিক ভাতা ও পোশাকভাতা প্রদানে সরকার স্বীকৃত কোনো আইন বা বিধি বা নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি, জানায় মন্ত্রণালয়। এরপর চলতি বছরের গত ৩ অক্টোবর আবারও মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে বেবিচক। সেখানে ৩২৮ জনসহ আরও প্রায় ১ হাজার জনের নিয়োগের অনুমোদন চাওয়া হয়। এই অনুমোদন হওয়ার আগেই বর্তমানে প্রায় ৮৫০ জন বিমান বাহিনীর সদস্য কাজ শুরু করেছে। সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মঞ্জুর কবীর ভুঁইয়া এই দুই চিঠির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এটা রুটিন ওয়ার্ক। আমাদের কাছে যে বিষয়গুলো জানতে চাওয়া হয়েছে তার উত্তর দিয়েছি।

ফ্যাসিস্ট বিরোধের পুরস্কার হিসেবে

সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে আমার অবস্থান ছিল কিনা- সেটার পুরস্কার হিসেবে তো আমি মন্ত্রিত্ব করতে আসিনি। আমি কাজটি করতে পারব কিনা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। যারা আমাকে বিশ্বাস করেছে আমি কাজটি করতে পারব। তখন আমি চিন্তা করলাম, আমি পারবো কিনা। আমি যখন ভাবলাম হ্যাঁ, হয়তো পারব। তখনই এসেছি। তিনি বলেন, আমি মনে করি আমাদের টিম ইজ গ্রেট। আমরা সামনে একটা মিটিংয়ে যাব। সেখানে আমরা ব্রেইন স্টর্মিং করব- আমরা কী কী কাজ করতে পারি। আমরা চলে যাওয়ার পর যাতে বলতে পারি- দৃশ্যমান কিছু করেছি। সেটা রেডি হওয়ার পর আমরা প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করব। তিনি আরও বলেন, সেটা অনুমোদন পাওয়ার পর আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আপনারাও জানবেন। আমরা রোড ম্যাপ কী দিয়েছি, আমরা কী কী করতে চাই। আমরা চলে যাওয়ার দিন আপনারা বিচার করতে পারবেন আমরা কতটায় সফল হয়েছি, কতটায় ব্যর্থ হয়েছি। যেগুলোতে ব্যর্থ হয়েছি সেগুলোর জন্য আমরা ক্ষমা চেয়ে নেব।

সাবেক আইজিপি শহীদুল হকসহ ৩

নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা করে তৎকালীন পুলিশ। তবে ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পর ১১ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা আদালতে একই ঘটনায় পাল্টা মামলা দায়ের করেন নাশকতাকবলিত ওই বাসটির তত্ত্বাবধায়ক পরিচয়দানকারী আবুল খায়ের। বর্তমান মামলাটিতে সাবেক রেলপথমন্ত্রী মুজিবুল হক, সাবেক আইজিপি শহীদুল হক, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ, কুমিল্লার সাবেক পুলিশ সুপার টুটুল চক্রবর্তীসহ ১৩০ জনের নামোল্লেখসহ অন্তত ১৯০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

জিএম কাদের, চুন্নু, আনিসসহ ৬৫

ঘটনায় গত ৩১ অক্টোবর আদালতে নালিশি মামলা হয়। আদালত মামলার অভিযোগ এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার জন্য হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেন।' মামলার বাদী হলেন, বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান মো. বাবুল সরদার চাখারী। সোমবার জিএম কাদেরসহ ৬৫ জনকে আসামি করে মামলার কথা নিশ্চিত করেছেন তিনি। বাদী দ্রুত এসব আসামিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। বাবুল সরদার চাখারী মামলার আরজিতে বলেন, ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সকালে খালেদা জিয়া পুরান ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত আদালতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে গুলশানের বাসা থেকে রওনা দেন। এ সময় তিনিও (বাদী) ওই গাড়িবহরের সঙ্গে ছিলেন। গাড়িবহরটি মগবাজারে পৌঁছালে জিএম কাদেরসহ অন্য আসামিদের হুকুমে হামলা হয়। বহরের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। মামলায় বলা হয়, মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা দেব কুন্ডু, সিরাজুল হক ও কুদ্দুস খালেদা জিয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করেন। অজ্ঞাতনামা আসামিরা গাড়ি ভাঙচুর করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। সিএনজিচালিত তিন-চারটি অটোরিকশা, একটি মোটরসাইকেল ও একটি প্রাইভেট কারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিএনপির কর্মীদের ওপরও হামলা হয়। সে সময় এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে আসামিরা ১৪ দলের প্রভাবশালী নেতা-কর্মী হওয়ায় তখন অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। মামলার আসামি আসামিদের মধ্যে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের ছাড়াও তাঁর স্ত্রী শেরীফা কাদের, কো-চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মুজিবুল হক (চুন্নু), সাবেক মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার রয়েছেন। রওশন এরশাদ গ্রুপের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ, জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্যের ১২ জনও রয়েছেন আসামিদের তালিকায়। তাঁরা হলেন এ কে এম সেলিম ওসমান, খায়রুল ইসলাম, আহসান আদেলুর রহমান, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, লিয়াকত হোসেন খোকা, আতিকুর রহমান, সোলায়মান আলম শেঠ, রেজাউল ইসলাম ভূঁইয়া, রাজা আমিন ও এটিইউ তাজ রহমান।

এ ছাড়া জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শেখ সালু, দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য মাহামুদুল হক আক্কাস, আনিচুর রহমান, এনপিপি ন্যাশনাল পার্টির সাবেক মহাসচিব আবদুল হাই মণ্ডল, ইসলামী ঐক্যজোটের সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারী, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মহাসচিব এয়ারুলকেও আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী ও মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার রয়েছেন। শমসের মবিন চৌধুরী বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। তিনি ২০১৫ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেন। আর তৈমুর আলম খন্দকার বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ছিলেন। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম ও আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান ওমরকে আসামি করা হয়েছে। খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলার সময় মুহাম্মদ ইবরাহিমের দল ২০ দলীয় জোটের সদস্য ছিল। অন্যদিকে শাজাহান ওমর ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুহাম্মদ ইবরাহিম ও শাজাহান ওমর নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে সংসদ সদস্য হন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মোকাম- বিজ্ঞ আমলী আদালত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

পলাতক আসামীর বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, নিম্ন বর্ণিত মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রহিয়াছে, সেইহেতু ফৌজদারী কার্য বিধি আইনের ৩৩৯ (বি)(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। অন্যথায় তাহাদের অনুপস্থিতিতে বিধি মোতাবেক মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন করা হইবে।

আসামীর নাম ও ঠিকানা	মামলা নম্বর ও ধারা
মোহাঃ আমিনুল ইসলাম, পিতা- মোঃ গোলাম মোস্তফা, সাং- ঘোড়াপাখিয়া, ডাকঘরঃ রামচন্দ্রপুরহাট, থানা ও জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ। মোবাইল নং-০১৭৩৩১১১৫১৫।	মামলা নম্বর- সি আর ২৪৯/২০২৪ (নবাব) আইনের ধারাঃ ১৮৮১ সালের দি নেগোসিয়েবুল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা।

জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মোকাম- বিজ্ঞ আমলী আদালত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরাঞ্চলে আমন ধান নিরাপদে

চাইলে আলী ইমাম মজুমদার বলেন, আপনার পকেটে ১০ হাজার টাকা থাকতে পারে কিন্তু খাদ্য না থাকলে আপনি দুই দিনও বাঁচবেন না, মরে যাবেন। কৃষক ফসল ফলায়, তাদের সবচেয়ে বড় অবদান। বেসরকারি খাত খাদ্যশস্য আমদানি করে, এটাকেও আমরা উৎসাহিত করি। কিছু ঘাটতি মোকাবিলায় সরকারিভাবে আমদানি করে মজুত রাখা হয়। পরে যেন আমরা মার্কেটে ইনজেক্ট করতে পারি। বেসরকারিভাবে খাদ্য আমদানিতে সব ট্যাক্স উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারিভাবেও আমদানির জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিছু শিপমেন্টও আছে।

যোগ্য সিইসি ও কমিশনার না হলে

নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আগামী নির্বাচন নিয়ে আমার কিছু সুপারিশ আছে। আমি তাদের বলেছি, আশা করি তারা বিবেচনা করবেন। আমার সবচেয়ে বড় কথা হলো আমি চাই দেশে আগামীতে যে নির্বাচন হবে, সেগুলো সাধারণ বা অন্য নির্বাচন যাই হোক, সেগুলো যেন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয় এবং দেশের কল্যাণ যেন হয়। আবু হেনা বলেন, আইন যত ভালোই হোক না কেন, প্রয়োগ না হলে সুফল আসে না। যত রিফর্ম করেন না কেন, নির্বাচন কমিশনে যোগ্য মানুষ দরকার, যোগ্য কমিশন দরকার। যোগ্য সিইসি ও অন্য নির্বাচন কমিশনার দরকার। তারা যদি যোগ্য না হন তবে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। আর আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়ন দরকার। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থী নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার দরকার। ওপর থেকে আরোপ করা নয়। নিচে থেকে উঠে আসতে হবে। ভোটের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী দিতে হবে। এটা যদি সবগুলো দল বাস্তবায়ন করে তবে দেশের জন্য কল্যাণ হবে। তিনি বলেন, আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। এই সিস্টেমই কার্যকর হতে পারে। নতুন কোনো সিস্টেম দরকার আছে বলে মনে করি না। যেসব দেশে সংখ্যানুপাতিক সিস্টেম আছে, সেই সব দেশে যে এটা ভালোভাবে চলছে, এটা মনে করবেন না। এটা আমি জানি। আমাদের যে সিস্টেম আছে, যেটা মানুষের কাছে পরীক্ষিত, এই সিস্টেমই কার্যকর করে তোলা দরকার। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। সংসদ কয় কক্ষের হবে, এটা দলগুলোর ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো। সাবেক এই সিইসি বলেন, আইন খালি সংশোধন করলেই হয় না। আইনের প্রয়োগ দরকার যোগ্য লোককে দিয়ে। কোনো দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নেই, সুনাম আছে এরকম লোক দরকার। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কমিটমেন্ট থাকলে সেটা করা যায়। এ বিষয়ে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, উনি যা বলেছেন আমরা এতে উৎসাহিত হয়েছি। উনি বলেছেন আমরা সঠিক পথেই আছি। উনার অভিজ্ঞতার আলোকে সঠিক আছে। আমরা আইনকানুন গভীরভাবে পর্যালোচনা করছি। আমাদের অগ্রগতি নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। দলগুলোর কিছু মতামত পেয়েছি। গণমাধ্যমের সঙ্গেও বসব। তিনি বলেন, অনেক ধরনের মতামত আছে। এক্ষেত্রে অনেক মতামত বাস্তবায়নে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট কমিশনের সঙ্গেও বসব।

বাংলাদেশে ট্রাম্প সমর্থকদের গ্রেপ্তার

একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনা তার সমর্থকদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্টার বহন করার এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়ার কারণে তারা সেগুলো বহন করছিল। আটকরা পুলিশকে বলেছে যে, তারা মার্কিন রাজনীতি অনুসরণ করে না, শুধু হাসিনার নির্দেশে ট্রাম্পের পোস্টার বহন করেছিল। প্রেস উইং আরও জানায়, আগস্টে অভূতপূর্ব বিপ্লবে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে কিছু ভারতীয় সংবাদপত্র ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আক্রমণাত্মকভাবে ভুল তথ্য প্রচার করছে। তারা বিপ্লবোত্তর দিনগুলোতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাগুলোকে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত করেছে। আজকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের গ্রেপ্তারের ঘটনায়ও তারা একইভাবে অতিরঞ্জিত করেছে।

ফের মহাসড়কে শ্রমিকরা, বেতন

ঘোষণা দেওয়ার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বিকেল ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে ফের মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকরা। শ্রমিকরা বলছেন, তাদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস আগেও দেওয়া হয়েছিল। এখন তারা আর আশ্বাস মানছেন না। অধিকাংশ শ্রমিক বলছেন, বকেয়া বেতনের টাকা যতক্ষণ না হাতে পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ থাকবে।

রিজভীর স্বাক্ষর জাল করে বিএনপির

করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে। ফেসবুকে পোস্টকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, বানোয়াট ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তি আমার স্বাক্ষরে বিএনপির দফতর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো হয়নি। এটি সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও ভুয়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে আমার স্বাক্ষর জাল করে প্রচারিত ভুয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তিটির বিষয়ে দলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীকে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক বলেন, কচুয়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করা হয়নি। রিজভী সাহেবের স্বাক্ষর জাল করে ফ্যাসিস্টের দোসর, স্বার্থন্বেষী মহল ফেসবুকে কমিটি বিলুপ্তির ঘটনা প্রচার করে। এ ব্যাপারে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এক পত্র মারফত বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

মোটরসাইকেল দুর্ঘটনাতেই সড়কে

অনুমোদন দেয়। উচ্চ ক্ষমতার ওই যানটি বাজারজাত ও রাস্তায় চলাচলের অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। কারণ উচ্চ ক্ষমতার মোটরসাইকেলের মধ্যে এক ধরনের নস্টালজিয়া রয়েছে, একটা আভিজাত্যের ভাব আছে। এই ভাব মানুষকে গতির ঝড় তোলার জন্য উন্মাদ করে তোলে। ওই উন্মাদনা মোটরসাইকেল চালক বা আরোহীকে তো ঝুঁকিতে ফেলেই, পথচারী বা অন্যান্য যানবাহনের আরোহীদেরও বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। সূত্র আরো জানায়, যানজট এড়াতে বিকল্প বাহন হিসেবে মোটরসাইকেল ব্যবহারের যৌক্তিকতা অনেক সময় তুলে ধরা হয়। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতার মোটরসাইকেল যানজট এড়ানোর বিকল্প নয়, এগুলো হলো মৃত্যুফাঁদ। সংঘটিত দুর্ঘটনাগুলোতে ৩৫ শতাংশই মোটরসাইকেলের আরোহী মারা গেছে। আর মোটরসাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে যে কত দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটছে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। এদিকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্যানুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ হাজার ৫২৪ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২ হাজার ৪৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা দুর্ঘটনায় মোট মৃত্যুর ৩৮ দশমিক ১২ শতাংশ। দেশে মোট মোটরযানের ৭১ শতাংশ মোটরসাইকেল। আর এ বাহনের চালকদের বিরাট অংশ কিশোর ও যুবক। এদের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা এবং না মানার প্রবণতার কারণে দেশে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। এমন বাস্তবতায় মোটরসাইকেল ব্যবহারে উৎসাহী করে তোলে এমন কোনো পদক্ষেপ সরকারের গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ যেকোনো চার চাকার যানবাহনের তুলনায় মোটরসাইকেল ৩০ গুণ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে মোটরসাইকেল কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করে, সেগুলো খুবই উত্তেজনাকর। এগুলোর মধ্য দিয়ে কিশোর-তরুণরা বেপরোভাবে মোটরসাইকেল চালাতে উৎসাহী হয়। মোটরসাইকেল প্রসার ঘটানোর চেয়ে সরকারের গণপরিবহনের দিকে নজর দেয়া জরুরি। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বুয়েটের দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান জানান, মোটরসাইকেলের সংখ্যা যত বেশি হবে, বাহনটিতে দুর্ঘটনার সংখ্যাও তত বাড়বে, এটা দেশে দেশে পরীক্ষিত। বাংলাদেশেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। দুর্ঘটনা কমাতে জাপান মোটরসাইকেলের সংখ্যা কমিয়ে এনেছে। গত এক দশকে দেশটিতে মোটরসাইকেল কমনো হয়েছে কমবেশি ২৫ লাখ। এর ফলও হাতেনাতে পেয়েছে জাপান, দুর্ঘটনা কমে অর্ধেক হয়েছে। আর বাংলাদেশ হাঁটছে ঠিক এর উল্টোপথে। এখানে মোটরসাইকেলের সংখ্যা অনেক আগেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এখনই এ সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব না হলে পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে।

এখতিয়ারের বাইরে অফিসের গাড়ি

ব্যবহার করছেন। অথচ, ওই নীতিমালার ১৭ অনুচ্ছেদে এরূপ অনিয়মের বিষয়টি বারিত করার পাশাপাশি সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কিছু কর্মচারীর প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহারের এরূপ প্রবণতার ফলে একদিকে যেমন জনপ্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অপচয়ের কারণ ঘটছে, অন্যদিকে তেমনি নৈতিকতার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে সমাজে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এতে সরকারের দায়িত্ব সচেতনা সম্পর্কেও জনমনে প্রশ্নবিদ্ধ ধারণা তৈরি হচ্ছে। সরকার এ ধরনের বিষয়ে অনমনীয় নীতি গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধিকার বহির্ভূত গাড়ি ব্যবহার কঠোরভাবে বারিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। নির্বাচন কমিশনের উপ-সচিব থেকে ঊর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তারা সরকারি এবং বিভিন্ন প্রকল্প থেকে গাড়ি ব্যবহার করেন।

খালেদা জিয়ার ১০ বছরের সাজা

সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মামলায় খালেদা জিয়াকে ৫ বছরের সাজা ও অর্থদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। এই আপিলের ওপর শুনানি শেষে হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর করেন। হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর ২০১৯ সালে আপিল বিভাগে পৃথক দুটি লিভ টু আপিল করেন খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন পর গতকাল (রোববার) এ বিষয়ে শুনানি হয়। শুনানিতে দুদক আইনজীবী আসিফ হাসান বলেন, ট্রাস্টের টাকা খালেদা জিয়া আত্মসাৎ করেননি। টাকা ট্রাস্টের ফান্ডেই আছে। শুনানি শেষে এ বিষয়ে আদেশের জন্য সোমবার (১১ নভেম্বর) দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ। এদিকে আওয়ামী সরকারের পতনের পর দুই মামলায় (অরফানেজ ট্রাস্ট এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্ট) খালেদা জিয়ার দণ্ড মওকুফ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি। তবে দণ্ড মওকুফের পরেও আপিল শুনানি কেন? এমন প্রশ্নে খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা জানান, খালেদা জিয়া আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাষ্ট্রপতি মওকুফ করেছেন। সেখানে ক্ষমার কথা আছে। খালেদা জিয়া ক্ষমার প্রতি বিশ্বাসী নন। তিনি অপরাধ করেননি। তাই আইনগতভাবে আদালতের মাধ্যমে মামলা দুটি নিষ্পত্তি করতে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন।

আমদানিসহ তিন নির্ভরতা কমিয়ে

বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে কৃষক যে গবাদি পশু লালন-পালন করেন, তারা পরিবারের সদস্য হিসেবে দরদ দিয়ে এটি করেন। ফলে তারা বিক্রির সময় গরুর রশি ধরে কান্নাকাটি করেন। চরাঞ্চলে যাদের কিছুই নাই, এমনকি স্বামী পরিত্যক্ত তারাও গবাদি পশু পালন করে বেঁচে থাকেন।' ফিড নির্ভর খাবারের পরিবর্তে ঘাসের ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে উপদেষ্টা বলেন, 'দেশি জাতের গরুর দুধের নির্ভরশীলতা বিদেশি গরুর চেয়ে কম হলেও বেশি দুধের আশায় ফিড নির্ভর না হয়ে খামারিদের গোচারণ ভূমি নির্ভর হতে হবে। কারণ ৭০ শতাংশ উৎপাদন খরচ ফিডের উপর চলে যায়। আমি মনে করি, একেবারে বিশ লিটার, পঞ্চাশ লিটার দুধ উৎপাদন করতে গিয়ে ফিড নির্ভর খাবারের সংখ্যা বাড়াবো কিনা এটা আমাদের ভাবতে হবে। দেশি ঘাস খাবার হিসেবে গ্রহণ করলে উৎপাদন খরচ কমে আসে। কাজেই গোচারণ ভূমি রক্ষা করা খুব জরুরি।'এ জন্য তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে জানিয়ে বলেন, 'কৃষিতে আগাছানাশক ঘাস মারতে হার্বিসাইড প্রয়োগ করার ফলে গরুর ঘাস নষ্ট হচ্ছে। মহিষের দুধও কিন্তু দুধ ঘাটতি মেটাতে একটা বড় উৎস। মহিষের দুধ দিয়ে দুগ্ধজাত অনেক প্রোডাক্ট করা যায়। কিন্তু আমরা 'দুধ' বলতে শুধু গরুর দুধ বুঝি। এটা একটা সমস্যা বলে আমি মনে করি।'তিনি আরো বলেন, 'ক্ষুদ্র খামারিরা গ্রামের ঘরে ঘরে আছে। তাদের সমস্যার সমাধান মন্ত্রণালয় করতে পারলে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।' এ ক্ষেত্রে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশে দুধের ঘাটতি মেটানো সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি। গবাদিপশু পালনসহ মৎস ও প্রাণিখাত নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানিয়ে ফরিদা আখতার বলেন, 'গবাদিপশু পালনসহ মৎস ও প্রাণিখাত নিয়ে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। আমি খুঁজে খুঁজে এসব প্রতিবেদন পড়ি। অনুরোধ করবো, সে প্রতিবেদনগুলো যেনো নির্ভরযোগ্য হয়। তথ্য যেনো সঠিক হয়। না হলে বিভ্রান্তিমুলক তথ্য ও সংবাদ প্রান্তিক খামারিদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।'

তিনি দুঃখ করে বলেন, 'পত্রপত্রিকা ও টেলিভিশনগুলোতে প্রান্তিক খামারিদের সংবাদ প্রকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বলতে গেলে গবাদিপশু পালন, মৎস ও প্রাণিসম্পদ খাত সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেকখানি বৈষম্যের শিকার। অথচ এই প্রান্তিক খামারিদের জন্যই আমরা বেঁচে আছি। আমিষ জাতীয় খাদ্যের যোগান আসে প্রাণি সম্পদ ও মৎস খাত থেকে। তাদের যদি বাঁচিয়ে রাখা না যায়, তাদের উন্নয়নের কথা যদি চিন্তা না করি, তাহলে আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে।' সচিব মোস্তফা কামাল বলেন, 'আমি নিজেই কৃষক পরিবারের সন্তান। এখনও আমার উৎপাদিত ধান থেকেই ভাত খাই। আমার ভাই খামারি। মূলত কৃষি প্রাইভেট সেক্টরেই গড়ে ওঠে। সেজন্য আমি বুঝি একজন কৃষক ও প্রান্তিক খামারির দুঃখ কষ্ট। তারা কত প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে উৎপাদন করেন।'

'আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় নিজেই এ সেক্টর নিয়ে কাজ করেছেন। তার লক্ষ্য হলো প্রান্তিক খামারিদের উপকার করা। খামারিদের কীভাবে উৎপাদন বাড়বে, তারা কীভাবে বাজার ব্যবস্থাপনা করবে এবং কীভাবে তাদের দোড়গোরায় চিকিৎসাসেবা পৌঁছানো যায় আমরা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'বন্যা ও দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সহযোগিতার কথাও তুলে ধরে মোস্তফা কামাল আরো বলেন, 'প্রান্তিক খামারিদের সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাপনার উপর আমরা জোর দিচ্ছি। ইতোমধ্যে ১১৬টি উপজেলায় সেটা শুরু হয়েছে। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামেও এই প্রকল্পের কাজ শুরু করবো। সমবায় বাজার পুরোদমে চালু করা গেলে উপজেলাভিত্তিক প্রান্তিক খামারিদের দুধ সেখানেই ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করা সম্ভব হবে।'প্রান্তিক খামারিদের জন্য ঘাসপ্রকল্প এবং ঢাকা শহরের মতো জেলা উপজেলাগুলোতে মাংস প্রসেস জোন করার কথাও বলেন তিনি। বিশেষ করে প্রান্তিক খামারিদের নিরাপত্তায় চুরি ডাকাতি বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হবে বলেও জানান সচিব। এর আগে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার'স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল শাহ এমরান বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রান্তিক খামারিরা নিরাপত্তাহীন। যখন তখন রাস্তাঘাটে তাদের গবাধিপশু ছিনতাই হচ্ছে। এ নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।' এ বিষয়ে সরকারিভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। এফএলজেএফ-এর সভাপতি এম এ জলিল মুন্না রায়হনের সভাপতিত্বে, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারে দেশের ডেইরিখাতের সমস্যা-সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক বায়েজিদ মুন্সী।

সেমিনারে অংশ নেন মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এটিএম মোস্তফা কামাল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, পানি সম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. মো. জসিম উদ্দিন, প্রাণি সম্পদের ডিপিডি ডা. হিরন্ময়, প্রান্তিক খামারিদের পক্ষে বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মার'স এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল শাহ এমরান, ফাওজিয়া সুলতানা, গাইবান্ধার জসিম শেখ, কুমিল্লার সজিব, মানিকগঞ্জের লুৎফা পারভিন, ফরিদপুরের শহিদুল ইসলাম, ফেনীর ইয়াসমিন আকতার প্রমুখ।

আজারবাইজানের পথে প্রধান

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ যে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সেটিও তুলে ধরা হবে এই সম্মেলনে। ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি ড. ইউনূসের দ্বিতীয় বিদেশ সফর। তার প্রথম সফর ছিল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশন। গতকাল সোমবার যাত্রা শুরুর আগে প্রধান উপদেষ্টা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেশের অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন।

প্রবাসীরা বিমানবন্দরে অতিথির সম্মান

করবে। ড. ইউনূস আরও বলেন, বহুদিন পরে আমরা নতুন যাত্রা শুরু করলাম। তিন মাস হয়ে গেছে আমাদের। আমাদের দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, আসিফ নজরুল ও আমার মধ্যে। কে এটা তাড়াতাড়ি করতে পারে। দুজন তাড়াতাড়ি করার জন্য আজকে এটা আমরা উদ্বোধন করতে পারলাম। এটার প্রধান কারণ, আমরা দুজনেই আসা-যাওয়ার পথে এটা অনুভব করেছি। বিমানবন্দর আমাদের সবাইকে ব্যবহার করতে হয়। আমাকেও প্রায় আসা-যাওয়া করতে হয়। খুব মনে কষ্ট হয় যখন দেখি প্রবাসীদের যাওয়া-আসা। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনাদের যে প্রাপ্য, যে সম্মান, সেই সম্মান যেন জাতি দিতে পারে। সেই সম্মান দেয়ার জন্য আজকের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে এটা। আমি আশা করি, আরও বহু রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে করে আপনারা এখানে এসে মনে করেন যে, আপনারা শান্তিতে আছেন, বাড়িতেই আছেন। পাসপোর্ট বিষয়ে তিনি বলেন, পাসপোর্ট ছাপানোর কথা বলছেন, পাসপোর্ট ছাপাতে হবে কেন? এখন ই-পাসপোর্ট হবে। ছাপার দরকার নেই। পাসপোর্ট আপনার টেলিফোনে চলে আসবে। অফিসে যেতে হবে না। আমরা এখন সরকারি অফিসে যেতে চাই না। আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে যাবে। সরকারি অফিস মানে হলো যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার মধ্যে আমি কেন যাব।

১৯ মাস পর হিলি দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : দীর্ঘ ১৯ মাস ১০ দিন পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আবারও ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। আমদানি শুরুর ফলে দেশের বাজারে দাম কমে আসবে দাবি আমদানিকারকদের। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টায় ভারত থেকে চাল বোঝাই ট্রাক প্রবেশ শুরু হয়। সাইরাম ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান চালগুলো আমদানি করছে। যা ভারতের মারুতি ইন্টারন্যাশনাল নামের রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান পাঠাচ্ছে। এখন পর্যন্ত দুটি ট্রাকে ৯০ টন চাল আমদানি হয়েছে। আরও আসার কথা রয়েছে। প্রতি টন চাল ৪১০ মার্কিন ডলার মূল্যে আমদানি করা হয়েছে। হিলি স্থলবন্দরের চাল আমদানিকারক সিরাজুল ইসলাম বলেন, চাল আমদানিতে শুল্ক আরোপ থাকার কারণে বন্দর দিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পণ্যটি আমদানি বন্ধ ছিল। সম্প্রতি শুল্ক প্রত্যাহার করে নিলে আমদানির উদ্যোগ নেন আমদানিকারকরা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার গত রোববারই চাল আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। আমরা আইপি হাতে পাওয়ার পরই এলসি খুলে ভারতে সেই কপি দেওয়ার পর আজ (গতকাল সোমবার) বন্দর দিয়ে চাল আসছে। আরও আসবে চাল। এতে দেশের বাজারে দাম কমে আসবে। হিলি স্থলবন্দর উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপসহকারী কর্মকর্তা, গত রোববার থেকে চাল আমদানির অনুমতি আইপি দেওয়া শুরু করে সংশ্লিষ্ট দফতর। ১০ আমদানিকারক সাড়ে ১২ হাজার টন চাল আমদানির আইপি পেয়েছিলেন। যার বিপরীতে এলসি খোলার পরে গতকাল সোমবার থেকে বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, হিলি স্থলবন্দর দিয়ে সর্বশেষ গত বছরের ৩০ মার্চ চাল আমদানি হয়েছিল। চাল আমদানিতে শুল্ক ৬২.৫ ভাগ থাকার পরে গত ২০ অক্টোবর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ২৫ ভাগ করে সরকার। পরে ৩১ অক্টোবর চাল আমদানিতে বিরাজমান শুল্ক সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয় সরকার।

পেটের ভেতর ইয়াবা ট্যাবলেট বহন, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারে কলার সঙ্গে ইয়াবা খেয়ে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে ধরা পড়েছেন এক ব্যক্তি। এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) জুয়েল মিয়াকে (৩৩) আটক করে। তার কাছ থেকে ৩ হাজার ৮০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। এপিবিএনের কমান্ডিং অফিসার (সিও) সিহাব কায়সার খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এপিবিএন সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ৮ নভেম্বর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে নতুন রাডার বিল্ডিংয়ের পূর্ব দিকে জুয়েল মিয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তার দেহ তল্লাশি করা হয়। সে অবৈধ মাদকদ্রব্য বহন করছে বলে তথ্য ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশির এক পর্যায়ে জুয়েল মিয়া জানায়, করছে সে। পরে হলি ল্যাব ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্সে এক্সরে করালে তার পেটের ভেতরে অস্বাভাবিক ডিম্বাকৃতি বেশকিছু বস্তুর অস্তিত্ব দেখা যায়। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে গতকাল সোমবার সকালে তার পেট থেকে বের হয়ে আসা ৭১টি ডিম্বাকৃতির পোটলা উদ্ধার করা হয়। কালো টেপ দিয়ে মোড়ানো পোটলাগুলো থেকে মোট ৩ হাজার ৮০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায়, যার ওজন ৩০৮ গ্রাম। এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) রাকিব বলেন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আসে জুয়েল। বিমানযাত্রার আগে ইয়াবাগুলো কয়েকভাগে ভাগ করে কালো টেপে মুড়িয়ে কলার সঙ্গে গিলে ফেলে। দীর্ঘদিন ধরেই জুয়েল মিয়া ঢাকা শহরের অজ্ঞাতনামা বিভিন্ন মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীর কাছে অবৈধ পন্থায় মাদকদ্রব্য বিক্রি করে আসছে বলেও জানা গেছে। তিনি বলেন, পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে অস্বাভাবিক ও ভারী বস্তু বহনের কারণে অভিযুক্ত আসামি অসুস্থ বোধ করলে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে তাকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সে ওই হাসপাতালেই ভর্তি আছেন। তার শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্বাভাবিক আছে। তার বিরুদ্ধে ২০১৮ সনের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও জেনারেল ম্যানেজারকে গ্রেপ্তারের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর এবং জেনারেল ম্যানেজার শাহ আলমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের আমানত লুটপাটে সহায়তা করার অভিযোগ এনে তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং কোম্পানিতে আমানত রাখা ব্যক্তিরা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ হলে 'ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ব্যক্তি আমানতকারী ফোরামের' ব্যানারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান তারা। ফোরামের কো-অর্ডিনেটর তাসদিক আহমেদ লিখিত বক্তব্যে বলেন, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স পাওয়া একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে জনসাধারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে আমানত নিতে বৈধতা দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের বর্তমান দুরবস্থা ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির জন্য না বরং সরাসরি লুটপাটের জন্য হয়েছে। এই লুটপাট পিকে হালদার সিন্ডিকেট করতে পেরেছে বিএসইসি এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এই দুটি রেগুলেটরি সংস্থার কারণে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর এবং জেনারেল ম্যানেজার শাহ আলম সরাসরি জনসাধারণের আমানত লুটপাটে এই সিন্ডিকেটকে সহায়তা করেছেন। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন করা দরকার। তিনি বলেন, ২০২০ সালে হাটকোর্ট থেকে অবসরপ্রাপ্ত আমলা নজরুল ইসলাম খানকে (এনআই খান) চেয়ারম্যান করে নতুন একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ চার বছর পার হলেও আমরা বলছি, একজন অবসরপ্রাপ্ত আমলার নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ আমাদের স্বার্থ রক্ষায় একেবারেই অক্ষম। তিনি এই ডুবন্ত প্রতিষ্ঠানে তার পরিবার ও পরিজন থেকে ৭-১০ জনকে চাকরি দিয়েছেন। এই কেম্পানির চেয়ারম্যান থেকে কোম্পানির কুমিরের খামার (ময়মনসিংহে অবস্থিত) 'উদ্দীপন' নামে একটি এনজিওকে দিয়েছেন, যার চেয়ারম্যানও তিনি। এখানে আমানতকারীদের স্বার্থ বেশ ভালভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এনআইখানকে অবিলম্বে চেয়ারম্যান পদ থেকে অব্যহতি দিয়ে এ সব কাজ স্বল্প সময়ের মধ্যে অনুসন্ধান করে দোষ পাওয়া গেলে তাকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। তাসদিক আহমেদ বলেন, 'ব্যক্তি আমানতকারীদের আজীবনের সঞ্চয় গত ছয় বছর ধরে আটকে আছে। এ সময় ১ হাজার ৪০০ ব্যক্তি আমানতকারী বাংলাদেশি নাগরিকের যে সঞ্চয় তার অন্তত ৭০ শতাংশ মূল্য হারিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের জন্য আমাদের আমানত গত ছয় বছর ধরে আমরা ফেরত পাচ্ছি না। এর দায়িত্ব অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের নেওয়া উচিত। কিন্তু তা তারা না নিয়ে টাকা উদ্ধারের পুরো দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। এ সময় ফোরামের পক্ষ থেকে তিনি চার দফা দাবি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো এনআইখানকে বরখাস্ত করে বর্তমান পর্ষদ এখনই ভেঙে দিতে হবে; এসকে সুর এবং শাহ আলমকে গ্রেপ্তার করে এখনই বিচারের আওতায় আনতে হবে; বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যাতে ব্যক্তি আমানতকারীদের বক্তব্য শোনেন সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং ব্যক্তি আমানতকারীদের টাকা এখনই ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দিতে হবে। সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ব্যক্তি আমানতকারী ফোরামের সভাপতি বাদল নন্দী, জেনারেল ডিপোজিটর সোহেল আহমেদ, নাসরাত হোসেন, জাওয়াদুল ইসলাম প্রমুখ।

বাংলাদেশে প্রবেশের সময় জনতার হাতে আটক ৮১ রোহিঙ্গা

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমার থেকে আলীকদম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় ৮১ রোহিঙ্গাকে আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছেন স্থানীয় জনতা। গতকাল সোমবার সকালে আলীকদমের বাস স্টেশন এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। স্থানীয়রা জানান, সকালে মিয়ানমার থেকে আলীকদম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশে করেন ৮১ রোহিঙ্গা। তারা আলীকদমের বাস স্টেশন এলাকা থেকে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনতা তাদের আটক করেন। পরে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় তাদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেন। আলীকদম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রূপায়ন দেব জানান, মিয়ানমার সীমান্ত থেকে আলীকদম দিয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশের সময় স্থানীয় জনতা তাদের আটক করেন। পরে তাদের স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে বিজিবির কাছে সোপর্দ করা হয়। এ ঘটনায় স্থানীয় কেউ জড়িত আছেন কি না তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।

সাবেক এমপি ফজলে করিম ৩ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীকে অস্ত্র মামলায় তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার চট্টগ্রাম চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাজী সহিদুল ইসলামের আদালত শুনানি শেষে এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন। চট্টগ্রাম জেলা কোর্ট পরিদর্শক জাকের হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, রাউজান থানায় অস্ত্র আইনে করা মামলায় এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়। আদালত শুনানি শেষে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ড শুনানিতে আদালতে উপস্থিত ছিলেন ফজলে করিম। পুলিশ ও মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর ফজলে করিম চৌধুরীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি পয়েন্ট ২২ বোর রাইফেল, একটি এলজি, একটি রিভলবার, একটি শটগান ও সাত রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। এসব অস্ত্রের মধ্যে রাইফেল ছাড়া বাকি সব অস্ত্র ছিল অবৈধ। এ ঘটনায় পুলিশ রাউজান থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করে। তার বিরুদ্ধে হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যাচেষ্টা, অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো, অস্ত্রের মুখে জমি লিখিয়ে নেওয়া, ভাঙচুর, দখলসহ বিভিন্ন অভিযোগে অন্তত এক ডজন মামলা হয়েছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায়। গত ১২ সেপ্টেম্বর সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্তের আবদুল্লাহপুর এলাকা থেকে এ বি এম ফজলে করিমসহ তিন জনকে আটক করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তিনি আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে বিজিবি জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে মামলা হয়েছে ১৪টি। এসব মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য হেলিকপ্টারে করে তাকে ১৯ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে আনা হয়।

এবার আমরা চায়ের উৎপাদন টার্গেটে যেতে পারবো না: চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ চা বোর্ডের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল শেখ মো. সরওয়ার হোসেন বলেছেন, এবার আমরা উৎপাদন টার্গেটে যেতে পারবো না।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

সরকারি খাতে সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি

করছে। সম্পদ সৃষ্টিকারী ও লুণ্ঠনকারী দুটি দল হয়েছে। আবার যারা লুণ্ঠন করে তারা সব সময় ব্যবসায়ীদের দোষারোপ করে যায়। এটা ঠিক নয়। এগুলো ঠিক করতে আমাদের সামাজিক মূলধন দরকার। আইনের সঠিক প্রয়োগ দরকার। এ সমাজে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। একে অপরকে শত্রু মনে করে। এ দেশে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অর্থনীতি নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের বিরোধী মনে করে। আবার অর্থনীতির লোকগুলোও সেটা করে। তিনি বলেন, কিন্তু দেশের অর্থনীতি ভালো করতে হলে ভালো রাজনীতির বিকল্প নেই। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সরকার ছাড়া কোনোভাবে ভালো অর্থনীতি সম্ভব না।

চুলা জ্বালাতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার

হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী আসাদুল মন্ডল জানান, আমরা সবাই গার্মেন্টস কর্মী। কাফরুলের ওই বাড়ির দ্বিতীয় তলায় আমরা সবাই ভাড়া থাকি। গতরাতে গ্যাসের সিলিন্ডার পরিবর্তন করে চুলায় সংযোগ দেওয়ার সময় চুলা জ্বালাতে গিয়ে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তখন আগুন নেভাতে গিয়ে অনেকেই দগ্ধ হয়। তবে আমরা দ্রুতই আগুন নিভিয়ে ফেলি। পরে দগ্ধদের হাসপাতালে নিয়ে যাই।

গুলশানে ডিজে পার্টিতে হঠাৎ

বিয়ারসহ দুইজনকে আটক করা হয়। তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তাররা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, তারা দীর্ঘ দিন ধরে ওই আবাসিক হোটেলে অশ্লীল সংস্কৃতির ডিজে পার্টির আয়োজন করে। অভিজাত শ্রেণি যুবক-যুবতিরা এতে অংশ নেয় এবং অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য সরবরাহ করতেন তারা। আটকদের বিরুদ্ধে ডিএনসির পরিদর্শক মো. রাসেল আলী বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন একটি মামলা করেছেন বলে জানান শামীম আহম্মেদ।

১০ দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত সাড়ে

বা দ্বিতীয় দিনেই এসএস-১ পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন এই বিশেষজ্ঞ।

৭১ সালেও আ. লীগ কাপুরুষের

করতে হবে। সাবেক এ মন্ত্রী বলেন, ছাত্রজনতার আগুনে শুধু স্বৈরাচাররা পরাজিত হয়নি, তারা কাপুরুষের মতো দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। ছাত্রজনতার আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ জীবন দিয়েছে, বহু মানুষ পঙ্গু হয়েছে। '৭১ সালেও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও আওয়ামী লীগ কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। মঈন খান বলেন, গত ১৫ বছর স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার বন্দুকের জোরে ১৮ কোটি মানুষকে বন্দি করে রেখেছিল। জনগণের গনতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো লড়াই সংগ্রাম করেছে। অনেক নেতাকর্মী প্রাণ দিয়েছে। এক লাখের বেশি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, কোনো জুলুমবাজ অন্যায়কারী ক্ষমতায় বেশিদিন টিকতে পারে না। এ সময় হাসপাতালের আহত রোগীদের খোঁজ খবর নেন এবং ৫১ জন আহত রোগীকে আর্থিক সহায়তা দেন মঈন খান। এ সময় বাংলাদেশের ডাক্তারদের চিকিৎসা সেবার সময় আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

শাজাহান খানসহ ৭ জন নতুন

দেখানো হয়েছে। রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকা মনোয়ারা হসপিটালের সামনে গুলিতে নিহত রফিকুল ইসলাম হত্যা মামলায় আহম্মদ হোসেনকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। এছাড়া মিরপুরের দুটি হত্যা মামলায় চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে সাবেক নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২২ আগস্ট রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে রাশেদ খান মেননকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর রাতে মামুনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। গত ২০ আগস্ট রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে আহমদ হোসেনকে এবং গত ২৫ আগস্ট রাজধানীর পশ্চিম নাখালপাড়া থেকে গোলাপকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-৯ এর এজলাস কক্ষে আমির হোসেন আমুর রিমান্ড ও জামিন সংক্রান্ত দরখাস্ত শুনানির সময় দুইপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় একজন আইনজীবী মেঝেতে পড়ে যায় বলে প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যা আদালতের গোচরীভূত হয়। ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচারকার্য প্রতিষ্ঠার জন্য এজলাস কক্ষে প্রত্যেকের শোভন আচারণ বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক। এর আগে ৭ নভেম্বর ঢাকার মহানগর হাকিম শাহিন রেজার আদালতে আমির হোসেন আমুর রিমান্ড মঞ্জুরের পক্ষে ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী শুনানি করেন। এরপর আসামিপক্ষ শুনানি শুরু করলে পাবলিক প্রসিকিউটরের বক্তব্যটি রাজনৈতিক বলে মন্তব্য করেন আমুর পক্ষের আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরী। তখন উত্তেজিত হয়ে আদালতে উপস্থিত একদল আইনজীবীরা তাকে মারধর শুরু করেন। মারধরের ঘটনায় তিনি আদালতের দরজার সামনে পড়ে যান। একপর্যায়ে তাকে লাথি মারা হয়। এরপর কয়েকজন আইনজীবী তাকে তুলে আদালত থেকে নিরাপদে বের করে দেন। পরে সাংবাদিকদের সামনে এ ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি। পরে গত ৮ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী দাবি করেন, আইনজীবীকে মেরে বের করে দেওয়ার ঘটনা সাজানো। আমির হোসেন আমুর আইনজীবীকে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো আইনজীবী মারধর করেনি। প্রকৃতপক্ষে আমির হোসেন আমুর পক্ষে আদালতে একাধিক ওকালতনামা জমা দেওয়া নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে আদালতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরপর একটি পক্ষে তাকে আদালত থেকে বের করে দেয়। ভুক্তভোগী আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরী বলেন, আদালতের মধ্যে আমার উপরে ১০ থেকে ২০ জন আইনজীবী হামলা করেছে। আদালতে পিপি সাহেব রাজনৈতিক কথা বলেছেন। সেজন্য আমি বলেছি, আপনি রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন। এরপর সরকার পক্ষের আইনজীবীরা আমার উপর হামলা চালায়। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, লাথি মারে। আমি কোনো নিরাপত্তা পায়নি। বাংলাদেশ একটা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আছে।

রিসিভার নিয়োগের বিরুদ্ধে

কয়েকটি বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান আবেদনকারী হয়ে গত ৪ সেপ্টেম্বর রিট দায়ের করেন। সে রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন। বেক্সিমকো গ্রুপ অব কোম্পানিজের অন্য সব ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কী পরিমাণ ঋণ অপরিশোধিত আছে, ঋণের বর্তমান অবস্থা ও পরিশোধের তথ্য দিতে এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে সে সব সম্পদের ব্যবস্থাপনায় রিসিভার নিয়োগ বিষয়ে রুলসহ আদেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এরপর গত ৫ সেপ্টেম্বর বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে তা ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বেক্সিমকো গ্রুপে 'রিসিভার' নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. রুহুল আমিনকে রিসিভার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পোশাক রফতানি ও ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বেক্সিমকো। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি এখন কারাবন্দি।

জীবনযাত্রাকে সহজ করতে কাজ

উপদেষ্টার দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পাওয়ার পর আজই ছিল উপদেষ্টা হিসেবে মন্ত্রণালয়ের তাঁর প্রথম কার্যদিবস। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়েনি। আমরা যদি একজন শ্রমিকের দিকে দেখি, তাহলে তার জীবনমানের মধ্যে কম্প্রোমাইজ চলে এসেছে। কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা বলেন, আমি আপনাদের কাছে কোনো ম্যাজিক প্রত্যাশা করছি না। আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করবো। আপনারা আমাকে সহযোগী হিসেবে পাবেন। আপনাদের কাজকে আরও কার্যকর করার জন্য আমার সক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করবো। তিনি বলেন, আমরা যদি ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে পারি, আমাদের সর্বোচ্চ দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাতে পারি তাহলে ভালো করা সম্ভব। আমি কর্মকর্তাদের কাছে অতিরিক্ত পরিশ্রম প্রত্যাশা করি। কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনিও পরিশ্রম করবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বঙ্গভবন থেকে সরানো হলো শেখ

সময় তাদের পেছনে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল। এ নিয়ে প্রতিবাদ করে পোস্ট করেন সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি লিখেন, 'আমরা সারাদিন লীগ তাড়াবো আর বলবো, 'মুজিববাদ, মুর্দাবাদ।' আর তারা মুজিবের ছবি পেছনে টানিয়ে করে শপথ পাঠ।' এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানান অনেকে।

আমাদের এজেন্ডা ব্যক্তিগত নয়

আগে সময় লাগতো। আবার কিছু রাজনৈতিক ইম্পেরেটিভ থাকে, সেটার জন্য করা সম্ভব হয় না। এসময় তিনি বলেন, একটা ফুটপ্রিন্ট আমরা রেখে যেতে চাই। যেটা স্বল্প সময়ে বা মধ্যবর্তী সময়ে রেখে যাবো, ভবিষ্যতে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তারা যাতে তা বাস্তবায়ন করে। ফুটপ্রিন্ট যেটা রেখে যাবো সেটাতে যেন জনগণ সন্তুষ্ট হয়। তখন রাজনৈতিক সরকারকে জনগণ প্রেশার দেবে, আপনারা এটা করছেন না কেন ইত্যাদি? বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী কালীন সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রী-সন্তানসহ বাহাউদ্দিনের দেশত্যাগে

ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক নিয়োগ বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সরকারি অর্থ আত্মসাতপূর্বক নিজ নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, আ ক ম বাহাউদ্দিন ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে ঢাকার উত্তরায় ফ্ল্যাট, কুমিল্লার হাউজিং এস্টেটে একাধিক প্লট, মার্কেটসহ আরও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে। বাহাউদ্দিন ও তার পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে পলায়ন করে তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর করার চেষ্টা করছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হতে পারে। এজন্য তাদের বিদেশে যাওয়া রোধ করা প্রয়োজন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৬ আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হন। কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি। কুমিল্লা পৌরসভায় দুই বার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আ ক ম বাহাউদ্দিন।

আমদানি সামান্য অথচ জুয়েলারিতে

বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। সেমিনারে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং উপস্থিত ছিলেন।

শস্যবীজের ঊর্ধ্বমুখী

শুরু হওয়ায় সরবরাহ বাড়ছে। সূত্র আরো জানায়, দেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলায় এবার অতিবৃষ্টি, বন্যা, পাহাড়ি ঢল ও উপকূলীয় এলাকায় ৪৬টি উপজেলায় কৃষকদের মধ্যে বসতবাড়িতে শীতকালীন সবজি উৎপাদনে দুই পর্বে প্রণোদনা ও বীজ সরবরাহ করছে কৃষি বিভাগ। এর মধ্যে বোরো উফশী জাতের সমলয়ে চাষাবাদ ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৩৭ হাজার টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বোরো বীজ (উফশী জাতের) ১০ কোটি ৮৭ লাখ ৫০ হাজার, বোরো বীজ ও সারের জন্য ১৫ কোটি ৬ লাখ ৭৫ হাজার এবং বসতবাড়িতে শীতকালীন সবজিবীজ ও নগদ সহায়তায় ১৪ কোটি ১ লাখ ১৬ হাজার টাকা দিচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তবে অধিদপ্তরের অনুমোদন পেলে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ছাড়াও দেশব্যাপী রবি মৌসুম সামনে রেখে বোরো ধানসহ শীতকালীন ফসলের বীজ, সার ও কৃষি প্রণোদনা বাড়ানো উচিত বলে কৃষি কর্মকর্তারা মনে করছেন। কারণ বিভিন্ন ফসলের বাজারদর বেশি থাকলে স্বাভাবিকভাবে বেশিরভাগ কৃষক উৎপাদনে ঝুঁকে। অর্থাৎ কৃষক নিজ উদ্যোগে বাড়তি চাষ ও চাষাধীন জমি পরিচর্যার মাধ্যমে বাড়তি ফসল উত্তোলনের চেষ্টা করে। কিন্তু শস্যবীজের দাম বেশি হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে সংশয় থাকে। ফলে বীজের দাম বাড়লে উৎপাদন খরচে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে দাম বেশি থাকলেও সরবরাহ সংকট ফসল উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। কারণ বাড়তি দাম সত্ত্বেও কৃষক সময়মতো বীজ না পেলে চাষের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। সর্বশেষ দেশীয় রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমদানি কম হওয়া, সরবরাহ সংকটে দাম বেড়ে যাওয়ার পর সর্বশেষ বন্যার কারণে কৃষকের নিজস্ব বীজভাণ্ডার বিনষ্ট হওয়ায় চলতি রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসল উৎপাদনে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এদিকে বাজার সংশ্লিষ্টদের মতে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে কয়েক মাস ধরে বেশকিছু মসলা, ডাল ও বাদামজাতীয় শস্য সরবরাহ কম হয়েছে। তাছাড়া আমদানির পরিমাণও ছিল কম। যে কারণে শীত মৌসুম চলে আসায় শস্যবীজের চাহিদা ও দাম দুটোই বেড়েছে। বীজের মূল্যবৃদ্ধিতে সদস্যরা বাজারও ঊর্ধ্বমুখী। তবে রোপণ মৌসুমের শুরুতে দাম বাড়লেও পুরোদমে শীত শুরু হলে বাজার স্থিতিশীল হতে পারে। অন্যদিকে কৃষি বিভাগ সংশ্লিষ্টদের মতে, সরকারি প্রণোদনার ওপর দেশের কৃষক শতভাগ নির্ভর করে না। কৃষক নিজ উদ্যোগে ভালো মানের বীজ সংগ্রহ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষক নিজে বীজ সংগ্রহ করে। দেশের দুটি কৃষি অঞ্চলে বন্যার কারণে এ বছর কৃষকের নিজস্ব বীজ সরবরাহ তুলনামূলক কম। তাছাড়া শস্যবীজের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাজার থেকে কম দামে ভোগ্যশস্যের মাধ্যমে চাষাবাদের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এ কারণে আগামী মৌসুমে রবিশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে বীজ সরবরাহ ও কৃষকদের আগের তুলনায় বাড়তি প্রণোদনা জরুরি। এ প্রসঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. নাসির উদ্দিন জানান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় এ বছর ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। বন্যায় অনেক জেলা-উপজেলায় পানি নেমে যেতে ত্রিশ দিন পর্যন্ত সময় লেগেছে। তাতে কৃষকের বীজের মজুদ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বিষয়টি অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। প্রতি বছর রবি মৌসুমে ১২টি ফসলের প্রণোদনা ও বীজসহায়তা দেয়া হয়। এ বছর প্রণোদনা ও বীজ সরবরাহ আগের বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে। সময়মতো কৃষক বীজ সরবরাহ না পেলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রবিশস্য উৎপাদন সংশয় দেখা দিতে পারে।

মাস্টার রোলের কর্মচারীদের অব্যাহতির প্রজ্ঞাপনটি ভুয়া

স্টাফ রিপোর্টার : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া মাস্টার রোলের কর্মচারীদের অব্যাহতির প্রজ্ঞাপনটি ভুয়া বলে জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুর হোসেনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-১ শাখার ২০২৪ সালের নভেম্বর ৭ তারিখে ১৪১ নং স্মারকে বিভিন্ন সংস্থার চাকরিতে মাস্টার রোলের কর্মচারীদের চাকরি/কর্মে সাময়িকভাবে অব্যাহতির প্রজ্ঞাপনটি ভুয়া। সুতরাং, এ বিষয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নওফেল-হাছান মাহমুদসহ ৬০ জনের নামে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে নগরের আমতল সাফিনা হোটেলের সামনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে হামলার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার খুলশীর পাহাড়িকা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান (ফাহিম) বিক্ষোভকারী বাদী হয়ে কোতয়ালী থানায় এ মামলা দায়ের করলেও গতকাল সোমবার এ বিষয়ে জানা গেছে। এতে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, সাবেক মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী, আ জ ম নাছির উদ্দীন, মহিউদ্দিন বাচ্চু, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, আবদুস সালাম সহ ৬০ জনের নামোল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা ১২০-১৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ৪ আগস্ট সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ছাত্র-জনতার একদফা আন্দোলন চলাকালে আসামিরা দা, ছুরি, পিস্তল, রিভলবার, হকিস্টিক, ইট, পাটকেল ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নির্যাতন করে। এতে আহত হয়ে অভিযোগকারী নিউ লাইফ হসপিটালে চিকিৎসা নেন। সেখানে অপারেশনের পর শরীর থেকে কয়েকটি স্প্লিন্টার ও রাবার বুলেট অপসারণ করা হয়। কোতয়ালী থানার ওসি মোহাম্মদ ফজলুল কাদের চৌধুরী জানান, বাদির এজাহার পেয়ে থানায় মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ফারুকীকে উপদেষ্টা করায় জাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে চলচ্চিত্র নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। গত রোববার রাত সোয়া ১০টায় মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বটতলা এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহীদ সালাম-বরকত হল ঘুরে পুনরায় বটতলায় এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাবি শাখার সমন্বয়ক তৌহিদ সিয়ামের সঞ্চালনায় শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুল হাসান লিমন বলেন, মুজিব এবং মুজিববাদকে পুঁজি করে ফ্যাসিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা ও গণহত্যা চালানো হয়েছে সেই ফ্যাসিস্ট আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল কাউকে অভ্যুত্থান পরবর্তী ছাত্র জনতার সরকারে অন্তর্ভুক্তি সরাসরি শহীদদের রক্তের সাথে বেঈমানী। মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান শাহরিয়ার বলেন, প্রায় দুই হাজার ভাইয়ের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছি। আপনারা দেশকে ফ্যাসিবাদ মুক্ত করার কাজ করবেন। যেভাবে আপনারা ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করেছেন, অনতিবিলম্বে আওয়ামী লীগকে এই বাংলার মাটিতে নিষিদ্ধ করতে হবে। যারা আমার ভাইদের আহত করেছে, শহীদ করেছে, তাদেরকে অতিদ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এর বদলে ফ্যাসিবাদের কোনো দোসরকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হলে আমরা এর কঠিন জবাব দেবো। সমাপনী বক্তব্যে ৪৯ ব্যাচের তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী আরিফ সোহেল বলেন, শহীদের রক্তস্রোতের বিনিময়ে আমরা যে সরকার পেয়েছি, তার মাধ্যমে দেশের একটি বৃহৎ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি। জাতীয় ঐক্যের এ সময়ে ফ্যাসিবাদের দোসর মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে উপদেষ্টা ঘোষণা করা হয়েছে। যারা বিগত ১৬ বছর ফ্যাসিবাদের গুণকীর্তন করেছে, তাদেরকে কোনোভাবেই ক্ষমতায় দেখতে চাই না। পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছাড়া কাউকে দায়িত্বে আনা যাবে না।

কাভার্ড ভ্যান চাপায় নারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অটোরিকশা থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়া যাত্রীদের একটি কাভার্ডভ্যান চাপা দেওয়ায় ঝরনা বেগম (৪০) নামে ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও তিন যাত্রী। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কে উপজেলার সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ঝরনা বেগম উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের বল্লালপাড়া গ্রামের আব্বাস আলীর স্ত্রী। আহতরা হলেন- একই গ্রামের আব্দুল খালেক (৪৫), দুলু মিয়া (৫০) ও জাহিদ মিয়া। তাদের গুরুতর অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, দুপুরে ব্যাটারি চালিত একটি অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে গোবিন্দগঞ্জ শহরের দিকে আসছিল। পথে সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার এলাকায় হঠাৎ অটোরিকশাটির এক্সেল ভেঙে গেলে যাত্রীরা ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। এসময় একটি কাভার্ডভ্যান তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ঝরনা বেগম নিহত হন। এতে আহত হন আরও তিনজন। দ্রুত পালিয়ে যাওয়ায় কাভার্ডভ্যানটি জব্দ করা সম্ভব হয়নি।

খুলনায় আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন শুরু ১ ডিসেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি থেকে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারী এবং খুলনা জেলায় বসবাসরত অন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি থেকে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারী ব্যক্তি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ডিলার এবং মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান ও সেফ কিপিংদের লাইসেন্স ২০২৫ সালের জন্য বার্ষিক নবায়ন আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে। আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স দেওয়া, নবায়ন ও ব্যবহার নীতিমালা-২০১৬ অনুযায়ী লাইসেন্সধারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ফি (ভ্যাটসহ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে চালানের মূল কপি, লাইসেন্সের মূল কপি, লাইসেন্সভুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদসহ নির্ধারিত তারিখ, সময় ও নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হয়ে নবায়ন সম্পন্ন করতে হবে। আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ থানায় বা সেফ কিপিংয়ে জমা থাকলে তার রশিদ প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া নবায়নের সময় আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীর মোবাইল নম্বর, ই-মেইল নম্বর, মূল লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ইত্যাদি আবেদনের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে জমা দিতে হবে। লাইসেন্সধারীর গত বছরের আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়নের আগের সব গোলাবারুদের হিসাব এবং থানায় দাখিলকৃত জিডির কপিসহ নবায়ন করার জন্য নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে। থানার জিডির কপি ও গোলাবারুদের হিসাব সঠিকভাবে দেওয়া না হলে লাইসেন্স নবায়ন করা হবে না। গণবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পাইকগাছা এবং কয়রা উপজেলার লাইসেন্সধারীরা ১ ডিসেম্বর তারিখ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাইকগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। সোনাডাঙ্গা ও হরিণটানা মেট্রোপলিটন থানা এলাকার নবায়ন ২ ও ৩ ডিসেম্বর; লবণচরা মেট্রোপলিটন থানা ৪ ডিসেম্বর; খুলনা সদর মেট্রোপলিটন থানা ৫ ও ৮ ডিসেম্বর; খালিশপুর মেট্রোপলিটন থানা এলাকার লাইসেন্সধারীরা ৯ ও ১০ ডিসেম্বর; দৌলতপুর মেট্রোপলিটন থানা ১১ ও ১২ ডিসেম্বর; আড়ংঘাটা ও খানজাহান আলী মেট্রোপলিটন থানা ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর করতে পারবেন। এছাড়া রূপসা উপজেলার লাইসেন্সধারীরা ১৮ ডিসেম্বর; তেরখাদা ১৯ ডিসেম্বর; দিঘলিয়া ২২ ডিসেম্বর; ফুলতলা ২৩ ডিসেম্বর; ডুমুরিয়া ২৪ ডিসেম্বর; বাটিয়াঘাটা ২৬ ডিসেম্বর ও দাকোপ উপজেলায় ২৯ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জুডিসিয়াল মুন্সিখানা রুম নম্বর-২২০ থেকে লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ডিলার এবং মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩০ ডিসেম্বর লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবে। নির্ধারিত তারিখে বাদ পড়া লাইসেন্সধারীরা এবং খুলনা জেলায় বসবাসরত অন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি থেকে ইস্যুকৃত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীরা ৩১ ডিসেম্বর তারিখ লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। খুলনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি মৃত্যুর ৮ ঘণ্টা পর ছোট বোনেরও মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমানের মৃত্যুর ৮ ঘণ্টা পর ছোট বোন রিজিয়া খাতুন ইন্তেকাল করেছেন। রিজিয়া খাতুন মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। গতকাল সোমবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর শহরের মহিলা কলেজপাড়ায় নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। তিনি দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এর আগে এদিন ভোর ৪টার দিকে তার বড় ভাই আব্দুর রহমানের মৃত্যু হয়। বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ছোট বোনের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বাদ আসর মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দুই ভাই বোনের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

মাদারীপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর জেলার শিবচরের দত্তপাড়া এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে দত্তপাড়া ইউনিয়নের আর্য্য দত্তপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাত লাগে ওই ব্যক্তির গলায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শিবচর থানার ওসি মোকতার হোসেন বলেন, দত্তপাড়া খাড়াকান্দি এলাকার দুই দল আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত রোববার রাতে সংঘর্ষে বাঁধে। এসময় আহত হয় কমপক্ষে আটজন। এরই জেরে গতকাল সোমবার দুপুরে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় একজনের মৃত্যু হয়। তিনি আরও বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে চাচিকে হত্যা: ছাত্রলীগ নেতার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় আপন চাচিকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় খুনি ইমরান খাঁন আকাশ ওরফে রাহুলের (১৯) ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র ও যুবসমাজ। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। পরে প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা দাবি করে বক্তব্য দেন- নিহতের মেয়ে ইসরাত জাহান ইসু, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নোবিপ্রবির সমন্বয়ক হাসিব আহমেদ আসিফ, নোয়াখালী জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ফরহাদুল ইসলাম, নোয়াখালী কলেজের ছাত্র আক্তারুজ্জামান তারেক। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, কিছুদিন আগে মামলার ২ নম্বর আসামি নিলুফা জাহান রত্না জামিনে এসে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের নানান রকম হুমকি ধমকি দিয়েছে। খুনি আকাশের জন্মনিবন্ধনে বয়স কমিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে একটি মহল। এর আগে, গত বুধবার ৩০ অক্টোবর রাতে উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবদুল্লাহপুর হাসপাতালের টেক এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। এরপর ২ নভেম্বর রাতে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভিকটিমের মৃত্যু হয়। অভিযুক্ত ইমরান খান আকাশ বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জাহাঙ্গীর আলম মানিকের ছেলে। তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের ওই ওয়ার্ডের বর্তমান কমিটির সহ-সভাপতি। জানা যায়, তিন কন্যার জননী নিহত তাজনাহার বেগম (৪৬) সম্পর্কে ইমরান খান আকাশের আপন চাচি হন। আট মাস আগে তার স্বামী আলমগীর খান মারা যান। গত ৩০ অক্টোবর রাতে অভিযুক্ত আকাশ তার সহযোগীদের নিয়ে চাচিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এতে ব্যর্থ হয়ে ওই নারীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করেন। পরে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। বেগমগঞ্জ থানার ওসি লিটন দেওয়ান জানান, এ ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সাভারে নারী নিয়ে দ্বন্দ্বে শ্রমিক হত্যা, গ্রেপ্তার ১

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভারে চাঞ্চল্যকর শ্রমিক দেলোয়ার (১৯) হত্যার হোতা সোহেলকে (২০) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৪। তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার দিকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিপিসি-২, র‍্যাব-৪ এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর জালিস মাহমুদ খান। এর আগে গত রোববার মধ্য রাতে রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার সোহেল নোয়াখালী জেলার মাইজদি থানার বান্দেরহাট গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে। তিনি দেলোয়ার হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী ও হোতা। র‍্যাব-৪ জানান, নিহত দেলোয়ার পেশায় একজন ভ্যানচালক। গত ৩১ অক্টোবর দুপুরের সাভারের ঝাউচর উত্তরপাড়া এলাকার স্বপনের কেমিকেল দোকানের পূর্ব পাশে বালুর মাঠে পৌঁছালে শত্রুতা ও নারীঘটিত বিষয় নিয়ে সোহেল তাকে মারধর করে। পরে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মীমাংসা হয়। একই দিনে বিকেলে দেলোয়ার বাসা থেকে বের হয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশে যায়। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। চারদিন পর গত ৪ নভেম্বর তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের উত্তর মেইটকা এলাকার এমবিএম ইট ভাটার উত্তর পাশে দেলোয়ারের অর্ধগলিত লাশটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে মামলা করলে ছায়াতদন্ত শুরু করে র‍্যাব-৪। এরই ধারাবাহিকতায় গত রোববার অভিযান চালিয়ে হোতা সোহেলকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। র‍্যাব-৪ নবীনগর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার জালিস মাহমুদ খান বলেন, আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় নারীঘটিত কারণে ভিকটিমকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে সোহেল। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেলোয়ারকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করে। পরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় সে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খাল পার হওয়ার সময় সোঁতি জালে জড়িয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নাটোরের সিংড়া উপজেলায় সাঁতরে খাল পার হওয়ার সময় সোঁতি জালে জড়িয়ে মো. আব্দুস সালাম মৃধা (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার পমবড়িয়া গ্রামের ইটালি খালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুস সালাম চৌগ্রাম ইউনিয়নের পমবড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। সিংড়া থানার ওসি মো. আসমাউল হক স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, সকালে আব্দুস সালাম বাড়ির পাশের মাঠে কাজ করতে যান। এসময় তিনি অসুস্থ বোধ করলে মাঠে উপস্থিত অন্য লোকজনকে বিষয়টি জানান। এ অবস্থায় তারা তাকে বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরে সেখান থেকে পাশের ইটালি খাল সাঁতরে পার হয়ে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। এসময় পানির স্রোতে ওই খালে বসানো সোঁতি জালে জড়িয়ে মারা যান তিনি। এসময় স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ওসি বলেন, মৃত্যুর আগে আব্দুস সালাম অসুস্থ বোধ করেছেন। তাই লাশ ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর তার মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নাটোরে মোটরসাইকেল-অটোরিকশার সংঘর্ষে কিশোরের মৃত্যু: নাটোরে অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. রাহুল ইসলাম (১৬) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। গত রোববার দিবাগত রাত পৌনে ৯টার দিকে শহরের শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সামনে নাটোর-বগুড়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাহুল ইসলাম শহরের দক্ষিণ পটুয়াপাড়া এলাকার হোটেল ব্যবসায়ী মো. বেলাল হোসেনের ছেলে। সে নাটোর কালেক্টরেট স্কুলের ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। নাটোর সদর থানার ওসি মো. মাহবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, গত রোববার রাতে দিঘাপতিয়া উত্তরা গণভবন এলাকা থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল রাহুল। এ সময় শহরের ভবানীগঞ্জ এলাকার শংকর গোবিন্দ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সামনে একটি অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে পড়ে গেলে মাথায় আঘাত পেয়ে গুরুতর আহত হয় রাহুল। পরে স্থানীয়রা তাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাতে তার মৃত্যু হয়। ওসি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অটোরিকশাটি জব্দ করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

মমেকের ছাত্রলীগের সভাপতি সম্পাদকসহ ২৩ শিক্ষার্থীকে শাস্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অপরাধে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাসহ ২৩ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারসহ বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মমেক অধ্যক্ষ ডা. নামজুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মুচলেকা দেওয়া সাপেক্ষে পাঁচ শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে অবস্থান, ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি, মাদক সেবন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডা. অনুপম সাহা ও সাধারণ সম্পাদক ডা. আব্দুল্লাহ আল হাসানসহ কয়েকজন কর্মীও রয়েছেন। এর আগে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেতাবেক উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. জিম্মা হোসেনকে সভাপতি এবং ডা. মো. বদরউদ্দীনকে সদস্য সচিব করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অভিযুক্ত ২৮জনের মধ্যে ২৩ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বহিষ্কারসহ ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে নিষিদ্ধ করা হয়। এর মধ্যে ৮ জন প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে (বর্তমানে চিকিৎসক) ৫ অক্টোবর থেকে আজীবন কলেজ ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে প্রবেশ, অবস্থান ও কোনো প্রকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। তারা হলেন- ম-৫২ ব্যাচের ডা. অনুপম সাহা ও ডা. মাশফিক আনোয়ার, ম-৫৩ ব্যাচের ডা. অনুপম দত্ত অর্ঘ্য ও ডা. আবদুল্লাহ আল হাসান, ম-৫৪ ব্যাচের ডা. মাহিদুল হক অয়ন, ম-৫৫ ব্যাচের ডা. জাহিদুল ইসলাম তুষার, বিডিএস-৫ ব্যাচের ডা. সানজীব সরকার বোনাস ও ডা. সাইফুল ইসলাম। এছাড়াও ১১ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা হলেন- ম-৫৩ ব্যাচের মেহেদী হাসান শিমুল, ম-৫৭ ব্যাচের রকিবুল হাসান রুকন, ম-৫৮ ব্যাচের রাইয়ান হাবিব ফাগুন, বিডিএস-১০ ব্যাচের মেরাজ হোসেন বাঁধনকে দুই বছর, ম-৫৮ ব্যাচের অর্ণব সাহা এক বছর এবং ম-৫৭ ব্যাচের আলমগীর হোসেন, ম-৫৮ ব্যাচের শামস আরেফিন, বিডিএস-০৭ ব্যাচের মুনতাসির রাতুল, সানজিদ আহমেদ, বিডিএস-০৮ ব্যাচের শাহরিয়ার ইফতেখার সৌমিক ও বিডিএস-১০ ব্যাচের আসিফ ইকবালকে ছয় মাস। একই সঙ্গে ৪ জন ছাত্রের হোস্টেলে প্রবেশ আজীবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা হলেন- ম-৫৬ ব্যাচের মঞ্জুরুল হক রাজিব, ম-৫৭ ব্যাচের আশিক উদ্দিন, ম-৫৯ ব্যাচের কুবের চক্রবর্তী ও বিডিএস-৮ ব্যাচের আশিক মাহমুদ রিয়াদ। তবে অভিযুক্ত ৫ জন ছাত্রের অপরাধের মাত্রা কম হওয়ায় হোস্টেল ও ক্যাম্পাসকে শিক্ষাবান্ধব ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মুচলেকা দেওয়া সাপেক্ষে তাদের ক্যাম্পাস ও হোস্টেলে অবস্থান, ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। তারা হলেন- ম-৫৭ ব্যাচের শিপন হাসান, সৈয়দ রায়হান আল আশরাফ মাহিন, ম-৫৮ ব্যাচের আসিফ রায়হান, ম-৫৯ ব্যাচের দিগন্ত সরকার ও সিয়াম জাওয়াদ পুষন। এই সিদ্ধান্ত অমান্যকারী ছাত্রকে ভবিষ্যতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে বর্ধিত শাস্তি দেওয়া হতে পারে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকদ্রব্য বহন ও সেবনের অপরাধে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত রোববার সকাল ছয়টা থেকে গতকাল সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা মাদকবিরোধী অভিযানে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় সময় তাদের কাছ থেকে ১৬৮টি ইয়াবা, ৪৯৫ গ্রাম গাঁজা ও ১০ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ৯টি মামলা হয়েছে।

ফরিদপুরে জেলা আ. লীগ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুরে ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় হত্যাচেষ্টা মামলায় মাঈনুদ্দিন আহমেদ মানু (৫৪) নামে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং ফরিদপুর পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ছিলেন। গতকাল সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোতোয়ালি থানার ওসি মো. আসাদউজ্জামান। এর আগে গত রোববার বিকেল ৩টার দিকে শহরের টেপাখোলা হরিসভা এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে গত ১৫ অক্টোবর কোতোয়ালি থানায় মামলাটি করেন শহরতলীর মামুদপুর এলাকার মুজাহিদ ইসলাম নামে এক ব্যক্তি। এতে শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শামীম হক ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মো. ইশতিয়াক আরিফসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ১২৫ জনের নামোল্লেখ করে অজ্ঞাত ৩০০-৪০০ জনকে আসামি করা হয়। মামলায় বাদী উল্লেখ করেন, গত ৪ আগস্ট বাদীর মেয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলে হামলার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ছুটে যান বাদীসহ কয়েকজন। সেসময় তার ওপরও হামলার চালায়। এতে আসামিরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যান। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জাফর ইকবাল জানান, ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনার মামলায় ১২৫ জন এজাহারনামীয় আসামির মধ্যে ৭৪ নম্বরে ছিলেন ওই আওয়ামী লীগ নেতা। তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বিকেলেই আদালতে পাঠানো হয়েছে।

হবিগঞ্জে দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে পুলিশে সোপর্দ

স্টাফ রিপোর্টার : হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে আটকের পর কান ধরে উঠবস করিয়ে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার ছাত্রদল ও যুবদল নেতাকর্মীরা নবীগঞ্জ শহর থেকে তাদের আটক করেন। আটকরা হলেন- নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ রিজভী আহমেদ খালেদ (৫০) এবং নবীগঞ্জ পৌরসভার জয়নগর এলাকার আওয়ামী লীগ নেতা গৌরমনি সরকার (৫৫)। স্থানীয়রা জানান, রাজধানীর নূর হোসেন চত্বরে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ডাক দেওয়ার খবর প্রচার হলে বিএনপি, ছাত্রদল ও যুবদল কর্মীরা তাদের প্রতিহত করতে নবীগঞ্জ শহরের নতুন বাজার মোড়ে অবস্থান নেন এবং শোডাউন দেন। দুপুরে গৌরমনি সরকার নতুন বাজার মোড়ে এলে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা তাকে আটক করেন। একইভাবে সন্ধ্যায় শাহ রিজভী আহমেদ খালেদকেও আটক করা হয়। আটকের পর তাদের কান ধরে উঠবস করিয়ে নবীগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়। ঘটনাস্থলে থাকা ছাত্রদল ও যুবদল নেতারা বলেন, বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের অবস্থান কর্মসূচিতে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে হামলার চেষ্টা করলে স্থানীয় জনগণ ও ছাত্রজনতা দুই আওয়ামী লীগ নেতাকে আটক করেছে। পরে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। তবে আটক দুই আওয়ামী লীগ নেতার পরিবারের দাবি, তারা হামলা করার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হননি। ব্যক্তিগত কাজে বাজারে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে নবীগঞ্জ থানার ওসি মো. কামাল হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগের দুই নেতাকে ছাত্রদল-যুবদল নেতাকর্মী ও সাধারণ লোকজন আটক করে থানায় দিয়েছেন। যোগাযোগ করা হলে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. রেজাউল হক খান জানান, নবীগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুই নেতার বিরুদ্ধে মামলা আছে। তাই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

খাদ্যশস্য ঘাটতির শঙ্কা

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন

দেশে খাদ্যশস্য ঘাটতির শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বর্তমান মজুত দিয়ে সরকার সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা সংশয় রয়েছেন। কারণ গত বছর এ সময়ে সরকারি গুদামে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত ছিল, চলতি বছর একই সময়ে তার চেয়ে প্রায় ৪ লাখ টন চাল-গম কম মজুত রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাই মনে করছেন, বর্তমান মজুত দিয়ে সংকট মোকাবিলা দুরূহ হয়ে পড়বে। তারা বলছেন, স্থানীয় হোক কিংবা আন্তর্জাতিক উৎসই হোক, চাল-গম সংগ্রহ করে এখনই খাদ্যশস্যের মজুত বাড়ানো জরুরি। অন্যথায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিগুলো চালিয়ে নেওয়া কঠিন হবে। জানা গেছে, পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সরকার গত শুক্রবার চালের আমদানির ওপর থেকে সব ধরনের শুল্ক প্রত্যাহার করেছে। সূত্র বলছে, বর্তমানে সরকারি গুদামে চাল ৯ লাখ টন এবং গম ৪ লাখ টন অর্থাৎ ১৩ লাখ টন মজুত রয়েছে। গেল বছর একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ লাখ টন। অবশ্য খাদ্য সচিব সংকট হবে না বলেই আশ্বস্ত করেছেন। জানিয়েছেন, সরকার ইতোমধ্যে আমদানির ওপর থেকে সব ধরনের শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করেছে। বেসরকারিভাবে ২ লাখ টন চাল আমদানির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৫০ হাজার করে পৃথক দুটি দরপত্রে এক লাখ টন গম আমদানির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ফলে দেশে গমেরও কোনো সংকট হবে না। সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখেই ক্রয় পরিকল্পনা করছে। সময়মতো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হলে যে সংকট এড়ানো সম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। সেক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে মজুত বাড়াতে হবে বলে মনে করি আমরা। কারণ মজুত না বাড়ালে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিগুলো চালানোও কঠিন হয়ে পড়বে। এমনিতেই বছরের এ সময়ে চালের কিছুটা সংকট থাকে; কিন্তু তা যেন ঘনীভূত হতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনে চাল আমদানির বিষয় তো আছেই, পরবর্তী বছরগুলোয় এমন পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেজন্য আগাম চিন্তা-গবেষণাতেও মনোযোগ দিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, খাদ্য একটি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল বিষয়। খাদ্য সংকট সাধারণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। এ সত্য এবং বাস্তবতা অনুধাবন করে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শৃঙ্খলা ফেরাতে উদ্যোগ জরুরি

এমন কোনো দিন নেই, যেদিন দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে না। মূলত, অব্যবস্থাপনার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের প্রধান সড়কগুলো মৃত্যুকূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। বস্তুত, চালক ও যাত্রী উভয়ের অসচেতনতা, নিয়ম পালনে অনীহার কারণে সড়কে যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছে, তারই বলি হতে হচ্ছে সবাইকে। এসব মৃত্যু আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সড়কে শৃঙ্খলা না ফেরাতে পারলে এ পরিণতি আমাদের যে কারও হতে পারে। পরিতাপের বিষয়, পরিবহণ মালিক-শ্রমিক, যাত্রী থেকে শুরু করে কর্তৃপক্ষের কেউ-ই বিষয়টিকে তেমন একটা আমলে নিচ্ছেন না। ফলে সড়কে মৃত্যু থামছে না। অমূল্য জীবন ঝরে যাচ্ছে, স্বজনরা হারাচ্ছেন তার প্রিয়জনকে। রাজধানীসহ দেশের সড়ক-মহাসড়কগুলোয় যানবাহন চলাচলে আদতে কোনো শৃঙ্খলা না থাকার কারণেই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি আমরা সবাই জানি; কিন্তু নিজেরাও মানি না, কর্তৃপক্ষকেও উদ্যোগী হতে দেখি না। এর ওপর সড়ক-মহাসড়কে নতুন সমস্যা হিসাবে যুক্ত হয়েছে ব্যাটারিচালিত রিকশা। বেপরোয়া গতির এ যানবাহনের কারণে সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও বেড়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ। মামলা হচ্ছে, জরিমানা করা হচ্ছে, চলছে ডাম্পিং, রেকারিং। কিন্তু সাধারণ চালক-যাত্রীর নিয়ম না মানার মনোভাব আর কর্তৃপক্ষের সার্বিক প্রচেষ্টার অভাবে কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। এ অবস্থা যে চলতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। বিগত সরকারের আমলে বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতির কথা আর নতুন করে বলার নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নানা খাতে সংস্কারকার্য শুরু করেছে। এমন অবস্থায় পরিবহণ খাতে নৈরাজ্য বন্ধ, সড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত যানবাহন তুলে দিয়ে মানসম্মত যানবাহন নামাতে পরিবহণ মালিকদের বাধ্য করা, চালকসহ সংশ্লিষ্টদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে কাজের অনুমতি প্রদান, যাত্রীসাধারণকে সড়কে সঠিকভাবে চলাচলে বাধ্য করা; ব্যত্যয় ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার মতো বিষয়গুলো এখন সময়ের দাবি। আমরা দেখার অপেক্ষায় আছি, রাজধানীসহ দেশের সড়কগুলোয় যে অব্যবস্থাপনা বিরাজমান, কত দ্রুত এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে।

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

মালয়েশিয়া থেকে সুসংবাদ এসেছে বাংলাদেশী শ্রমজীবীদের জন্য। দেশটির প্ল্যান্টেশন সেক্টরে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এসব কর্মীর কাজ হবে মূলত মালয়েশিয়ার সুবিস্তৃত সুবিশাল পাম গাছের (যা থেকে আহরিত হয় পাম তেল) ও রাবার বাগানের পরিচর্যা। মোটা দাগে বলা যায় কৃষি শ্রমিক। এ বিষয়ে বাংলাদেশী শ্রমজীবীদের সবিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই আশা করা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক কর্মীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বাংলাদেশের পক্ষে। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার প্ল্যান্টেশন সেক্টরে বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার সভাপতিত্বে ২৬ অক্টোবর একসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাংলাদেশী আগ্রহী শ্রমজীবীদের স্বার্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কর্মী পাঠানোর জন্য মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে চাহিদাপত্র সত্যায়নের শেষ তারিখ চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র নেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৫। নির্দেশনা মোতাবেক রিক্রুটিং এজেন্সি কর্মীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার বেশি অর্থ নিতে পারবে না। তদুপরি সব লেনদেন উপযুক্ত লিখিত দলিল, রসিদ বা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। রিক্রুটিং এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মীদের লেনদেন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এসব বিষয়ে নিয়মিত সরকারি পর্যায়ে মনিটরিং করা হলে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হতে পারে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম এক সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন। এদিন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত একান্ত বৈঠক করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে। তাঁরা পরস্পর চার দশকের বেশি সময় ধরে একে অপরকে চেনেন। পরে রাজধানীর একটি স্থানীয় হোটেলে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির বিষয়টি। সে দেশে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেছেন, তাঁর সরকার সব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ইতোপূর্বে যেতে না পারা ১৮ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিককে সে দেশে নেওয়ার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রায় ৮ লাখ বাংলাদেশী কাজ করেন মালয়েশিয়ায়। এর মধ্যে ২০২২ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত গিয়েছেন প্রায় সাড়ে ৪ লাখ অভিবাসী শ্রমিক। তখন সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় এবং বিমানের টিকিট না পাওয়ায় প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক যেতে পারেননি। এর পাশাপাশি নেওয়া হবে নতুন শ্রমজীবী। দুঃখজনক হলো, শ্রমিক পাঠাতে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য, ভুয়া ওয়ার্ক পারমিট এবং অধিকার লঙ্ঘনের মতো নানা অভিযোগের ভিত্তিতে নিকট অতীতে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল মালয়েশিয়া। ঢাকায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের ফলপ্রসূ সফরের প্রেক্ষাপটে সে দেশের শ্রমবাজার খুলেছে বাংলাদেশী শ্রমজীবীদের জন্য, যেটি নিঃসন্দেহে একটি সুসংবাদ। এখন কোনো অবস্থাতেই যাতে এর অপব্যবহার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে।

তোমরা শ্রেষ্ঠটা দেশকে দিয়েছো কিন্তু আমরা দিতে পারছি কি?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

কখনো কখনো মানুষের জীবনে এমন অর্জন যোগ হয়, যা তার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। সেই অর্জন এতটাই বড় হয়, যা পুরো জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনে। হ্যাঁ আমি আমাদের সাফজয়ী মেয়েদের কথা বলছি। তাদের সেই অর্জনের কথা বলছি, যা দেশকে সম্মানিত করেছে। একদম তৃণমূল থেকে উঠে আসা সেইসব মেয়ে জীবনের অসংখ্য প্রতিকূলতা ও দারিদ্রকে জয় করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন এবং স্ট্রাইকার ঋতুপর্ণা চাকমা ইউরোপের এমন একটি ক্লাবে খেলার জন্য ডাক পেয়েছেন, যেটি বর্তমানে উত্তর ম্যাসেডোনিয়ান নারী লীগের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। সেটাও বাংলাদেশের জন্য খুব গর্বের। আমরা তাদের স্যালুট জানাই। আমাদের নারী ফুটবলাররা শিরোপা জয়ের পর জানতে পারলাম মেয়েরা গত দুইমাস বেতন পাননি। কী অমানবিক আচরণ। এমনিতেই নানাধরনের অভাব ও বাধাবিঘ্ন রয়েছে, এর উপর যখন তাদের প্রাপ্য বেতনটাও পান না, তখন বুঝতে হবে এই মানুষগুলোর অবস্থান প্রান্তিক, এরা অবহেলিত। আজকে শিরোপা জয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আদতে তারা সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষ। এই মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ফুটবল খেলতে এসে নানাভাবে সামাজিক হেনস্তার শিকার হয়েছেন। এইতো সেদিন বাচ্চা হতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেলেন রাজিয়া। বিয়ের কথা গোপন করে পেটে সন্তান নিয়ে খেলেছেন সাফ জয়ী রাজিয়া। যে মেয়েগুলো আজকে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলছে, এরা প্রায় সবাই এসেছেন গ্রাম থেকে। তাদের অধিকাংশের পরিবারই দিন এনে দিন খাওয়া মানুষ। এই মেয়েগুলো একবার গ্রামে ফিরে গেলে যেকোন সময়ে বাল্যবিয়ের শিকার হতে পারেন এবং হয়েছেনও। ২০১৭ সালে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপে “হ্যাট্রিক কন্যার” খ্যাতি পেয়েছিলেন যে মেয়েটি, টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পদক নিয়েছিলেন যে মেয়েটি, সেই মেয়েটিও ফুটবল খেলা বাদ দিয়ে সংসার সামলাচ্ছেন। শুধু সে একা নয়, তার বিদ্যালয়ের ৭ জন কিশোরী ফুটবল খেলোয়াড়ও এখন বল না খেলে, সংসার করছেন। কারণ করোনাকালে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। কাজেই আজকের এই তারকারাও যে ঝরে যাবেন না, তা বলা যায় না। যে মেয়েদের নিয়ে আমরা আজ গর্বিত হচ্ছি, জানিনা এই সমাজ ব্যবস্থায় তারা কিভাবে টিকে থাকবেন? হয়তো ফতোয়ার শিকার হতে হবে, কটূক্তি শুনতে হবে। এর আগেও নারী খেলোয়াড়রা হামলার শিকার হয়েছেন, আহত হয়েছেন। এই সমাজ নারীকে চলাফেরা করার, পছন্দ মতো পোশাক পরার, নিজের ইচ্ছামতো জীবন চালনার জন্য কতটা জায়গা করে দেবে, তা ভাবার বিষয়। আর তাই নারীকেই এদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং তা এখুনি। তাইতো কিশোরী ফুটবলার যখন বলেন, ‘অতীতে ফুটবল খেলা নিয়ে অনেক কটূক্তির শিকার হয়েছি। এবার আহত করা হলো। হত্যার হুমকিও দেওয়া হলো। তবে আমি খেলা ছেড়ে দেব না। যতই বাধা আসুক, ফুটবলের সঙ্গে থাকব।’ তারা বলেছেন, সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো, তখন আমরাও যেন তাদের সঙ্গে হাত মেলাই। যারা খেলছেন তারা যে শুধু সামাজিক বাধা জয় করে এসেছেন, তা নয়, অনেকে পরিবারের একমাত্র আয়ের অবলম্বন হয়েছেন। খেলে যেটুকু টাকা পান, তাই দিয়ে সংসার চালিয়ে নেন। এরা প্রায় সবাই গ্রামের খেটে খাওয়া পরিবার থেকে এসেছেন। আদিবাসী পরিবার থেকে এসেছেন আরো বেশি। গারো, চাকমা সমাজ নারী প্রধান পরিবার বলে হয়তো নারীরা বের হয়ে আসতে পেরেছেন। অথচ শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে এখানে প্রতিনিধিত্ব করে না। কেন করে না, জানিনা। হয়তো উৎসাহবোধ করে না, হয়তো পরিবার মনেকরে এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। অথবা এই খেলা কষ্টকর ও পরিশ্রমের। ছেলেরা দেশের বিভিন্ন এলাকা ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে খেলতে এলেও মেয়েরা আসছে না। এই বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার। আরো অনেক মেয়ে ক্রিকেটার ও ফুটবলার তৈরির জন্য উদ্যোগ নেয়া দরকার। যাদের দিয়ে কোনো কিছু অর্জন সম্ভব, তাদের টেনে তুলতে হবেই। যে মেয়েরা ক্রিকেট/ফুটবল খেলছেন, তারা এই সমাজের অন্যায্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। শুধু প্রতিপক্ষের বিপক্ষে না, পাশাপাশি এই সমাজব্যবস্থার বিপক্ষেও। নারীবিদ্বেষী এই সমাজ বাধ্য হয়েছে নারীকে সম্মান জানাতে। এদের হাত ধরেই বাংলাদেশে আরো অনেক শিরোপা আসবে নিঃসন্দেহে, শুধু ওদের জন্য সুবিধাটুকু নিশ্চিত করতে হবে আমাদের। ছেলেদের মতো সমর্থন, সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে পেশাগতভাবে। আমাদের মেয়েরা ক্রিকেটে ২০১৮ সালে ছয়বারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছে। মাত্র দু’মাসের ব্যবধানে তিনটি টুর্নামেন্ট জিতেছে তারা। বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে গোল করে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফার তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছেন মনিকা চাকমা।

> সারাদেশ থেকেই কি নারী খেলোয়াড় ট্যালেন্ট হান্ট করা হয়? তাদের গড়ে তোলার জন্য জেলা উপজেলা পর্যায়ে যে ব্যবস্থা থাকা দরকার সেটা কি তৈরি হয়েছে? তাদের আর্থিক নিশ্চয়তাই বা কোথায়? আরো মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে এই পথে নিয়ে আসতে হবে। ওদের জন্য ভাল প্রশিক্ষণ, মাথাগোঁজার ঠাই, প্রতিদিনের সুষম খাবার, খেলার সরঞ্জাম পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করতেই পারি এইবার মেয়েদের খেলার বিষয়টি নিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অন্যভাবে ভাববে। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়া হোক। বিজয় উদযাপনের মাধ্যমে যেন মেয়েগুলোর আসল দাবি অর্থাৎ তাদের অবস্থা পরিবর্তনের দাবি যেন আমরা ভুলে না যাই। মেয়েগুলোর প্রাপ্য সম্মানের পাশাপাশি তাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিটা যেন বজায় থাকে। মেয়েরা তাদের সেরাটা দিয়েছেন, আমাদেরও উচিৎ তাদেরকে সেরা কিছু দেয়া। দেশের জন্য যারা সম্মান বয়ে এনেছেন, আমাদেরও উচিৎ তাদের যথাযথ সম্মান দেয়া। শুধু সরকারের কাছে অনুরোধ মেয়েগুলোর এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কতধরনের উন্নয়ন প্রকল্প হতে নেয়া হয়, এবারে মানব উন্নয়নের জন্য মাঠ থেকে উঠে আসা এই মেয়েগুলোকে সহায়তা দিন। জয়ীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা দেয়ার পাশাপাশি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর জুলুমের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। মেয়েরা আমরা তোমাদের জন্য কিছুই করিনি, কিন্তু তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠটা দেশকে দিয়েছো। তোমাদের সালাম

বাংলাদেশের প্রথম ফিফা নারী রেফারি হয়েছেন জয়া চাকমা। খেলোয়াড় মেয়েদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে এমন সহযোগিতা দিতে হবে, যাতে তাদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান হয়। বাংলাদেশের মেয়েদের অনেকেই বিয়ের পর পড়ার সুযোগ পান না, চাকরিও করতে পারেন না। সাংসারিক ও সামাজিক বাধা তাদের আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। সেখানে মাঠে খেলার সুযোগ পাওয়ারতো প্রশ্নই আসে না। ১৬ থেকে ২৩ বছর পর্যন্ত মেয়েরা যদি খেলতে চায়, তবে সে বিয়ে করতে পারবে না। আবার এই বয়সে বিয়ে করলে খেলতে পারবে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্বশুরবাড়ির লোকজন, এমনকি স্বামীও চাইবে না ঘরের বউ মাঠে গিয়ে খেলাধুলা করুক। তাছাড়া ব্যায়াম, সুষম খাদ্য, প্র্যাকটিস কোনোটাই পাওয়া সম্ভব হবে না। কাজেই যা অর্জন করার, তা বিয়ের আগেই অর্জন করার সুযোগ পেতে পারেন আমাদের খেলোয়াড় মেয়েরা। যেহেতু ফুটবল, ক্রিকেটসহ কোনো খেলাই নারীদের জন্য পেশা হিসেবে গড়ে ওঠেনি, তাই মেয়েরা সমাজ সংসার বাদ দিয়ে যে খেলাকে আশ্রয় করে যে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তাও হচ্ছে না। নারী খেলোয়াড়রা ছাদ খোলা বাসে চেপে শহরের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় সাধারণ মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তা অনন্য। আমাদের দেশের পুরুষ খেলোয়াড়রা যখন জয়ী হয়ে ফেরেন, তখন সরকারসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কারের বন্যা বয়ে যায়। নারীদের ক্ষেত্রে তা দেখছি না। নারীদের পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে উঠে আসার মতো অবকাঠামোই বাংলাদেশে নেই। তাই নারী খেলোয়াড়দের জন্য বাড়তি কিছু সাপোর্ট লাগবেই এই ঝরেপড়া ঠেকানোর জন্য। সারাদেশ থেকেই কি নারী খেলোয়াড় ট্যালেন্ট হান্ট করা হয়? তাদের গড়ে তোলার জন্য জেলা উপজেলা পর্যায়ে যে ব্যবস্থা থাকা দরকার সেটা কি তৈরি হয়েছে? তাদের আর্থিক নিশ্চয়তাই বা কোথায়? আরো মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করে এই পথে নিয়ে আসতে হবে। ওদের জন্য ভাল প্রশিক্ষণ, মাথাগোঁজার ঠাই, প্রতিদিনের সুষম খাবার, খেলার সরঞ্জাম পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। আমরা আশা করতেই পারি এইবার মেয়েদের খেলার বিষয়টি নিয়ে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অন্যভাবে ভাববে। তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বেতন-ভাতা বাড়িয়ে দেয়া হোক। বিজয় উদযাপনের মাধ্যমে যেন মেয়েগুলোর আসল দাবি অর্থাৎ তাদের অবস্থা পরিবর্তনের দাবি যেন আমরা ভুলে না যাই।

মেয়েগুলোর প্রাপ্য সম্মানের পাশাপাশি তাদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিটা যেন বজায় থাকে। মেয়েরা তাদের সেরাটা দিয়েছেন, আমাদেরও উচিৎ তাদেরকে সেরা কিছু দেয়া। দেশের জন্য যারা সম্মান বয়ে এনেছেন, আমাদেরও উচিৎ তাদের যথাযথ সম্মান দেয়া। শুধু সরকারের কাছে অনুরোধ মেয়েগুলোর এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কতধরনের উন্নয়ন প্রকল্প হতে নেয়া হয়, এবারে মানব উন্নয়নের জন্য মাঠ থেকে উঠে আসা এই মেয়েগুলোকে সহায়তা দিন। জয়ীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা দেয়ার পাশাপাশি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর জুলুমের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে। মেয়েরা আমরা তোমাদের জন্য কিছুই করিনি, কিন্তু তোমরা তোমাদের শ্রেষ্ঠটা দেশকে দিয়েছো। তোমাদের সালাম।

লেখক : যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও কলাম লেখক।

মুসলিম বিশ্বের ক্যান্সার

মো. ইমরুল ইউসুফ

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তা হলো বিভেদ। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো আজ রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে একে অপরের থেকে আলাদা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিভেদ শুধু মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে না বরং এটি এক ধরণের ক্যান্সারের মতো যা ধীরে ধীরে মুসলিম জাতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। মুসলিম জাতি ঐতিহাসিকভাবে একক, শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ছিলো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে একতা বজায় রেখে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু আজ এই ঐক্য বিভাজিত হয়ে পড়েছে। বিভেদের এই ক্যান্সার মুসলিম বিশ্বের ভিতর থেকে তাকে ক্ষয় করছে যা পুরো জাতির অগ্রগতি ও শক্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যার বড় উদাহরণ হলো গাজায় নৃশংস গণহত্যা চললেও তা বন্ধে মুসলিম বিশ্ব সম্মিলিতভাবে কোনো উদ্যোগ নিতে পারে নাই। রাজনৈতিক প্রয়োজনে পশ্চিমা বিশ্ব আজকে মুসলিম বিশ্বের মাঝে বিভক্তি নামক ক্যান্সারের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়েছে। যার চরম পরিণতি গাজাবাসী কে ভোগ করতে হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিভেদের কারণ হলো ধর্মীয় ও সম্প্রদায়ভিত্তক মতপার্থক্য। মুসলিম সমাজে শিয়া ও সুন্নি মতাবলম্বীদের মধ্যে যে বিভেদ বিদ্যমান তা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এই মতপার্থক্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে শিয়া-সুন্নি সংঘাতের কারণে বহু মানুষ মারা গেছেন এবং দেশগুলো ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এই বিভেদের ফলে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে নিজেদের অবস্থান হারাচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ অনেকটা অবর্ণনীয়। প্রায় প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং ক্ষমতার জন্য লড়াই চলছে। এই বিভাজন শুধু দেশগুলোর অভ্যন্তরে নয় বরং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কেও পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে অনেক মুসলিম দেশ একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম বিশ্বের কিছু দেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ, যেমন– সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু একই সঙ্গে অনেক দেশ দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল যেমন ইয়েমেন, সোমালিয়া, সুদান। এই বৈষম্য এবং অর্থনৈতিক বিভাজন মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি করছে। ধনী মুসলিম দেশগুলো প্রায়শই দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায় না এবং এর ফলে তারা পশ্চিমাদের ঋণের ফাঁদে পা দিয়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে পরাধীনতাকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে বিভেদ আরও গভীর হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজন। বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসরণ করে যা অনেক সময় একতাকে ক্ষুণ্ণ করে। মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমা অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোর সম্পর্কও অনেক ক্ষেত্রে নাজুক। তাছাড়া পশ্চিমা অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশও মুসলমানদের মাঝে সাংস্কৃতিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে। আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য বা দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কও দুর্বল। মুসলিম বিশ্বের বিভেদ শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয় এটি বহির্বিশ্বের কাছেও মুসলিম দেশগুলোকে দুর্বল করে তুলেছে। গৌরবগাথা মুসলিম শাসনের ঐতিহ্য বিলীনের পথে। আজ বিশ্ব রাজনীতিতে মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা অনেকটা কমে এসেছে। জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক হলেও তাদের মধ্যে ঐক্যহীনতা রয়েছে। ফলে তারা গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের এই বিভেদ আরও বড় সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করে। বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও মতপার্থক্য থাকে কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে তারা ক্রমাগতভাবে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব হারাবে এবং তাদের নিজস্ব জনগণের কল্যাণেও অবদান রাখতে পারবে না। বিভেদ একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি যা মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে এর থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এজন্য ধর্মীয় বিভেদ কমাতে আন্তঃধর্মীয় আলোচনা এবং সহনশীলতার শিক্ষা জোরদার করা প্রয়োজন। শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়কেই একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সহনশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। রাজনৈতিক বিভাজন কমানোর জন্য একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করা জরুরি বা যেগুলো আছে সেগুলোকে সক্রিয় করতে হবে।

মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) বা এ ধরনের সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নতি এবং শিক্ষা খাতেও এ ধরনের সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে ধনী মুসলিম দেশগুলোকে দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো সমাধানের পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এমন একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে যা সকল মুসলিম দেশের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে এবং বৈষম্য দূর করবে। ইসলামের মূল শিক্ষা হলো একতা এবং ভ্রাতৃত্ব। মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নের জন্য সেই একতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভাজন শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বকেই দুর্বল করবে। বিশ্বের অন্যান্য শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীর মতো মুসলিম বিশ্বও যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তবে তারা আবারও বিশ্বমঞ্চে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। পরিশেষে, বিভেদকে মুসলিম বিশ্বের ক্যান্সার বলা হলে তা একেবারে অত্যুক্তি করা হয় না। এই বিভেদ আজ মুসলিমদের জাতীয় উন্নয়নে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। তবে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা গেলে এই বিভেদ থেকে উত্তরণ সম্ভব। মুসলিম বিশ্বকে তাদের নিজস্ব স্বার্থে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এবং বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অবদান রাখার জন্য একতাবদ্ধ হতে হবে। ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে বিভেদ নামক এই ক্যান্সারকে নির্মূল করে মুসলিম বিশ্ব আবারও নিজের গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে।

কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

নাইমুর রহমান

আমার সোনার বাংলা যেন সবুজের স্বর্গ, যার মালী হচ্ছে কৃষক। কৃষক রোদ , বৃষ্টি বা ঝড়েও যেন অদম্য। আমরা কৃষকের কষ্টের ফলানো ফসল ভোগ করি আনন্দে। অন্যদিকে, কৃষক ভোগে অমর্যাদা ও অসচ্ছলতায়। দেশের উন্নয়ন হচ্ছে। তবে সমাজের বাস্তব চিত্র যদি আমরা দেখি, তাহলে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখতে পাব তা হচ্ছে অব্যবস্থাপনা ও নৈতিকতার অধঃপতন যেন সর্বস্তরে। বাংলাদেশের ৫৩ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বা পরাজয়ের গল্পটি মনে হয় বাংলাদেশের কৃষক ও বাজার ব্যবস্থা নিয়েই রচিত হয়েছে। নিত্যপণ্যের দাম যেমন বেড়েছে লাগামহীনভাবে, তেমনি কৃষকদের হতাশা বেড়েছে ন্যায্য মূল্যে ফসল বিক্রি করতে না পারায়।

প্রতিটি জায়গায় সিন্ডিকেট বেড়ে যাওয়ায় নানামুখী সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় নিম্ন আয়ের মানুষদের। বাংলার মানুষ দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে চায়। বাংলাদেশে আনুমানিক এক কোটি ৬৫ লাখ থেকে দুই কোটি কৃষক পরিবার তাদের সামাজিক মর্যাদা চায়। চায় রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালি কৃষকের অসহায় ও দরিদ্র জীবনের তেমন কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। বাংলার কৃষক আজও শিক্ষাহীন, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন জীবন-যাপন করছে। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে। কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। এ ছাড়াও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ- কোনো কিছুই মোকাবিলা করার কৌশল ও সামর্থ্য কৃষকের প্রায় নেই। তাই কৃষকের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হয় না। তবু কৃষকরা বহুকাল ধরে অবহেলিত। বিশেষ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা এখনো নিম্নমানের। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় কৃষকদের জীবনযাপন অনিশ্চিত ও স্থবির হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের দাম না পেয়ে কৃষকদের এখন পথে বসার উপক্রম। কৃষকের মধ্যে অনেকেই জড়িয়ে পড়েছেন ঋণের জালে। কেউবা জমি বর্গা নিয়ে জমি চাষ করেছেন। ফসল বিক্রি করে ঋণের কিস্তি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন ঋণ শোধ তো দূরের কথা, সংসার চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে এ দেশে জনসংখ্যা ছিল কম, জমি ছিল বেশি। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল হতো। তখন শতকরা ৮৫ জনই ছিল কৃষক। তাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা থাকত মাছে। তাদের জীবন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। তারপর এলো বর্গির অত্যাচার, ফিরিঙ্গি-পর্তুগিজ জলদস্যুদের নির্যাতন, ইংরেজদের খাজনা আদায়ের সূর্যাস্ত আইন, শোষণ ও নিপীড়ন। এলো মন্বন্তর, মহামারি। গ্রাম-বাংলা উজাড় হলো। কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেল। সম্পদশালী কৃষক পরিণত হলো ভূমিহীন চাষিতে। দারিদ্র্য তাকে কোণঠাসা করল। কৃষকের জীবন হয়ে উঠল বেদনাদায়ক।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হওয়ায় কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ দেশ ভরে ওঠে ফসলের সমারোহে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। বলতে গেলে, কৃষকই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমাদের জাতির প্রাণ। কবির ভাষায়, সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।

গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরুর যে ঐতিহাসিক মিথ কোনো কালপর্বেই তার নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। বরং চর্যাপদের ‘হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী’ কিংবা অন্নদামঙ্গলের ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’- এ আকুতিই শোনা যায় শতাব্দীর পর শতাব্দীতে। কিন্তু কৃষকের উৎপাদিত ফসলের উদ্বৃত্ত নিয়েই পাল, সেন, খিলজি, মোগলদের শানশওকত বেড়ে উঠেছিল। কৃষকের এ দুর্দশা স্থায়ী রূপ পেয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুদের হাতে চালু হওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এর ফলে, ব্রিটিশ শাসক ও বাংলার কৃষকদের মাঝে কয়েক স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রভু, জমিদার, জোতদার, নায়েব, বরকন্দাজ সবার ‘খাই’ মেটাতে উৎপাদক শ্রেণি কৃষক হয়ে পড়েছিল নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সবখানেই যেন কৃষকরা অবহেলিত থেকে গেছেন। জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধি নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর কৃষকদের জন্য আলাদা সংগঠন থাকলেও তাতে কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফলে, কৃষকের কণ্ঠস্বর কোথাও শোনা যায় না।

> কৃষি শুমারি অনুযায়ী, বেশিরভাগ কৃষকের নিজস্ব জমি নেই, তারা অন্যের জমিতে কাজ করেন। সাম্প্রতিক কৃষি শুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ৬০ শতাংশের বেশি কৃষক প্রান্তিক কৃষক বা ভূমিহীন। গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আয় তুলনামূলকভাবে কম। তারা প্রায়ই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন। দারিদ্র্যের হার কৃষকদের মাঝে বেশি, বিশেষ করে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে। বেশিরভাগ কৃষক পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মৌসুমের ওপর নির্ভরশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তারা প্রায়ই খাদ্যের ঘাটতির সম্মুখীন হন। কথার সারাংশ হলো, কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যেন কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের নায্য মূল্য পায়। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থায় বিদ্যমান সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য করতে হবে সহজলভ্য। এই দায়িত্ব সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকেই নিতে হবে

তরুণ কৃষক সিরাজুলের কাছে তার প্রত্যাশা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানালেন, লাভসহ নিজের উৎপাদিত ফসলের মূল্য চান (সহায়ক দাম)। প্রয়োজনের সময় কৃষি ব্যাংক থেকে চান ঋণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ইইঝ) কৃষি শুমারি অনুযায়ী, বেশিরভাগ কৃষকের নিজস্ব জমি নেই, তারা অন্যের জমিতে কাজ করেন। সাম্প্রতিক কৃষি শুমারিতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ৬০ শতাংশের বেশি কৃষক প্রান্তিক কৃষক বা ভূমিহীন। গ্রামীণ কৃষক পরিবারের আয় তুলনামূলকভাবে কম। তারা প্রায়ই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন। দারিদ্র্যের হার কৃষকদের মাঝে বেশি, বিশেষ করে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে। বেশিরভাগ কৃষক পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মৌসুমের ওপর নির্ভরশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তারা প্রায়ই খাদ্যের ঘাটতির সম্মুখীন হন।

কথার সারাংশ হলো, কৃষকদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যেন কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের নায্য মূল্য পায়। একই সঙ্গে বাজার ব্যবস্থায় বিদ্যমান সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য করতে হবে সহজলভ্য। এই দায়িত্ব সরকার সংশ্লিষ্ট সকলকেই নিতে হবে। নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সকল প্রকার বৈষম্য দূর করতে হবে। সর্বস্তরের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বেড নেই, কলকাতার হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে রোগীর মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আন্দোলন, বৈঠক, দাবি মেনে ব্যবস্থা বদলের প্রতিশ্রুতির পরেও পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থার রোগ সারছে না। কেন্দ্রীয় রেফারেল ব্যবস্থা চালু করার পরও রোগীর হয়রানি কমছে না। হাসপাতালে ঘুরতে ঘুরতে মারা গেলেন এক রোগী। তার আগে রোগীকে বাঁচাতে অসহায় পরিবার তাকে নিয়ে চলে গেল মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের অন্যতম দাবি রেফারেল ব্যবস্থা চালু করা, যাতে রোগীকে ভর্তি করার ক্ষেত্রে সমস্যা না হয়। কোনো হাসপাতাল অন্যত্র রেফার করলে রোগীকে ফিরিয়ে দেয়া না হয়, এমনটাই ছিল লক্ষ্য। রাজ্য সরকার আন্দোলনকারীদের অনেক দাবিকে মান্যতা দিলেও রেফারেল ব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়নি, তার প্রমাণ মিলল গত মঙ্গলবার। **রোগীর মৃত্যু** গত সোমবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন গড়িয়ার বাসিন্দা সুশীল হালদার। তার চোখ মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। রাতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এন আর এস হাসপাতালে। সেখানে বেড খালি না থাকায় তাকে এস এস কে এম হাসপাতালে পাঠানো হয় সুশীল কে। কিন্তু এই হাসপাতালে গিয়ে রোগীর পরিবার জানতে পারে, কোনো বেড ফাঁকা নেই। এস এস কে এম থেকে তাকে আবার পাঠানো হয় এন আর এস হাসপাতালে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুশীলের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। পরিবারের সদস্যরা তাকে এন আর এসে ফিরিয়ে আনলেও লাভ হয়নি। সেখানে বেড খালি ছিল না। পরিবারের দাবি, এই সময়ে কোনো চিকিৎসা পাননি সুশীল। রাতভর তাকে ভর্তি করা নিয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকে। দুবার করে শহরের দুই নামী সরকারি হাসপাতাল ঘোরা হয়ে গেলেও বেড পাওয়া যায়নি। রোগীর পরিজনেরা সিদ্ধান্ত নেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাড়ি গিয়ে দরবার করবেন। গত মঙ্গলবার ভোরে স্ট্রেচারে করে সুশীলকে নিয়ে যাওয়া হয় কালীঘাটে। সেখান থেকে চিঠি লিখে দেয়া হয় রোগীর পরিবারকে। সেই চিঠি নিয়ে আরো একবার এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রোগীকে।

সেখানে ইমার্জেন্সিতে চিকিৎসা শুরু হওয়ার সময়েই মারা যান সুশীল হালদার। **রেফারেল ব্যবস্থার সুবিধা** জুনিয়র চিকিৎসকরা যে ১০ দফা দাবি রাজ্যের কাছে রেখেছিলেন, তার অন্যতম কেন্দ্রীয় রেফারাল ব্যবস্থা চালু করা। গত পয়লা নভেম্বর থেকে কলকাতার পাঁচটি সরকারি কলেজে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আর জি কর, এন আর এস, এস এস কে এম, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়। তার কয়েক দিনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে রোগী কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন।

গাজায় থেমে নেই মৃত্যুর মিছিল, অব্যাহত ইসরায়েলি হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শেষ হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এরইমধ্যে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয় পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এসব প্রক্রিয়ার মধ্যেও গাজায় ইসরায়েলি হামলা থেমে নেই। অব্যাহত রয়েছে মৃত্যুর মিছিল। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবরুদ্ধ এলাকাটিতে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। পাশাপাশি লেবাননের রাজধানী বৈরুতেও অব্যাহত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাতভর ইসরায়েলি হামলায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৫৩ জন। জাতিসংঘের ইউম্যানিটারিয়ান প্রধান জয়েস মসুয়া সতর্ক করে জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনিদের সাধারণ মানুষদের অমানবিকভাবে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। বিশ্ব যখন এসব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তখন গাজাবাসী অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় ৪৩ হাজার ৩৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

৫৬ বছর বয়সে নাইজেরিয়ার সেনাপ্রধানের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নাইজেরিয়ার সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল তাওরিদ লাগবাজা ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। 'অসুস্থতায় ভুগে' তিনি মারা যান বলে প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু ঘোষণা করেছেন। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার রাতে লাগোসে তিনি মারা যান। তার অসুস্থতার সঠিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র বায়ো ওনানুগা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, জেনারেল লাগবাজার মৃত্যুতে তার পরিবারের প্রতি 'সমবেদনা' প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট টিনুবু। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্ট টিনুবু লেফটেন্যান্ট জেনারেল লাগাবাজার চির শান্তি কামনা করেন এবং জাতির জন্য তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে সম্মান জানান।' সেখানে আরো বলা হয়, সেনাপ্রধানের মৃত্যু নাইজেরিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হিসেবে সামনে এসেছে। কারণ দেশটিতে তিনি 'অনেক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন'। জেনারেল লাগবাজাকে ২০২৩ সালের জুনে এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তার কিছুদিন আগেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন টিনুবু। সেনাপ্রধান হওয়ার পরও তিনি প্রায়শই তার দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতেন। এ ছাড়া অসুস্থতার জন্য দেশের বাইরে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে জনসমক্ষেও দেখা যায়নি। এতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছিল দেশটিতে। তার স্বল্প মেয়াদে নাইজেরিয়ায় ইসলামপন্থী বোকো হারাম গ্রুপের যোদ্ধাদের আক্রমণ এবং অপহরণের ঘটনা, বিশেষ করে দেশের উত্তর ও মধ্য অংশে বেড়েছে। এ বছরের শুরুর দিকে কুড়িগায় ২৮০ জনেরও বেশি শিশুকে গণঅপহরণের ঘটনাও রয়েছে। নিরাপত্তা উদ্বেগের মুখেও জেনারেল লাগবাজা নিশ্চিত করেছিলেন, সেনাবাহিনী দেশের গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করবে না, বিশেষ করে বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী দেশ সামরিক অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হওয়ার পরেও। তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রের লোক এবং এটাকে ছেঁটে ফেলার কোনো ইচ্ছে নেই। এ ছাড়াও তিনি ২০০৩ সালে মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে (ডিআর কঙ্গো) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে নাইজেরিয়ান ডিফেন্স একাডেমিতে যোগদান করে তার সামরিক কর্মজীবন শুরু করেন।

হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় ইসরায়েলি সেনা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে লেবানন থেকে ছোঁড়া হিজবুল্লাহর রকেটের আঘাতে এক ইসরায়েলি সেনা নিহত ও আরও তিনজন আহত হয়েছেন। গত বুধবার ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত এলাকা আবিভিম লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহ প্রায় ৫০টি রকেট ছোড়ে বলে ইসরায়েলি বাহিনী জানিয়েছে। এসব রকেটের আঘাতে আবিভিমের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই রকেটগুলোর একটির আঘাতে সেখানে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়নের ২০ বছর বয়সী ওই সার্জেন্ট নিহত হন। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ে এই নিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ৬২ জন সেনা নিহত হল, জানিয়েছে টাইমস অব ইসরায়েল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে নজিরবিহীন প্রাণঘাতী হামলা চালানোর পর গাজা যুদ্ধের সূচনা হয়। ওই দিন থেকেই ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় নিজের অত্যাধুনিক অস্ত্রের বহর নিয়ে ভয়াবহ হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। এর প্রতিক্রিয়ায় ৮ অক্টোবরব থেকে ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে রকেট ও ড্রোন হামলা শুরু করে হামাসের মিত্র হিজবুল্লাহ। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে লেবাননে হিজবুল্লাহর অবস্থানগুলোতে বিধ্বংসী বিমান হামলা চালাতে শুরু করে ইসরায়েল।

ভারতের বিরুদ্ধে দেওয়া সব মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এবার উঠে যাবে?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের ফলে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন সম্পর্কে নতুন মাত্রা আসতে পারে বলে আশাবাদী ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেকে। গত চার বছরে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শাসনামলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক মসৃণ থাকলেও কয়েক দফায় বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংস্থা নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার বদল আসবে বলে মনে করছেন তারা। ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকা গতকাল বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানিয়েছে। গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দেশের মোট ৩৯৮ সংস্থা ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল বাইডেন সরকার। এর মধ্যে ছিল ১৯টি ভারতীয় সংস্থা ও দুজন ভারতীয় নাগরিক। সে দিনই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে এর বিরোধিতা করে বলা হয়েছিল, 'মিথ্যা অভিযোগে ভারতীয় সংস্থাগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।'

বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হতে যাচ্ছে ২০২৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ২০২৪ বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হবে বলে সতর্ক করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস (সি৩এস) জানিয়েছে, তাপমাত্রা রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণ বছর হতে যাচ্ছে এটি। উষ্ণতায় এই বছরটি ২০২৩ সালকে যে পিছনে ফেলে দেবে এ বিষয়ে 'কার্যত নিশ্চিত' তারা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। আজারবাইজানে আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের কপ-২৯ জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগে, এই তথ্য প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এই শীর্ষ সম্মেলনে দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়নে বিশাল বৃদ্ধি নিয়ে সম্মত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় আলোচনার এই প্রত্যাশার গুড়ে বালি দিয়েছে। ২০১৬ সালে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দেশটিতে পরিবেশ সুরক্ষাসংক্রান্ত নানা আইন বাতিল করেন ট্রাম্প। তখন প্রথম দেশ হিসেবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে যুক্তরাষ্ট্র। সি৩এস বলেছে, জানুয়ারী থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, এটি প্রায় নিশ্চি করেই বলা যায়, বছরের বাকি অংশে তাপমাত্রার বৈপরীত্য শূন্যের কাছাকাছি না এলে ২০২৪ সালই হবে বিশ্বের উষ্ণতম বছর। সি৩এস-এর পরিচালক কার্লো বুওনটেম্পো রয়টার্সকে বলেছেন, 'চলতি বছরের রেকর্ডের মৌলিক ও প্রধান কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন।' তিনি বলেন, 'সাধারণত জলবায়ু উষ্ণ হচ্ছে। এটি সব মহাদেশে, সব সাগর অববাহিকায় উষ্ণ হচ্ছে। তাই আমরা সেই রেকর্ডগুলো ভাঙতে দেখতে বাধ্য।' বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ২০২৪ই হবে প্রথম বছর যখন প্রাক-শিল্প যুগের (১৮৫০-১৯০০) তুলনায় বিশ্ব ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি উষ্ণ হবে। প্রাক-শিল্প যুগে মানুষ শিল্পখাতে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়াতে শুরু করেছিল। কয়লা, তেল ও গ্যাস পোড়ানোর ফলে নির্গমন হওয়া কার্বন ডাই অক্সাইড বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রধান কারণ। পাবলিক রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ইটিএইচ জুরিখের জলবায়ু বিজ্ঞানী সোনিয়া সেনেভিরত্নে বলেছেন, তিনি এই মাইলফলক দেখে বিস্মিত নন এবং কপ-২৯ এ দেশগুলোকে তাদের অর্থনীতিকে কার্বন নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে মুক্ত করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়ায় সম্মত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সোনিয়া বলেন, 'প্যারিস চুক্তিতে যে সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা বিশ্বজুড়ে জলবায়ু বিষয়ক কাজে খুব ধীর গতির কারণে তা ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধের চেষ্টা করতে সম্মত হয়েছিল। বিশ্ব সেই লক্ষ্যমাত্রায় এখনও পৌঁছায়নি। তবে সি৩এস বলছে, ২০৩০ সালের দিকেই বিশ্ব প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অতিক্রম করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অক্টোবরে বিপর্যয়কর আকস্মিক বন্যায় স্পেনে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়। পেরুতে রেকর্ড দাবানল ছড়িয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশে বন্যায় ১০ লাখ টনেরও বেশি চাল ধ্বংস হয়। এতে খাদ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। মানব সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন মিলটন আরও খারাপ প্রভাব ফেলেছিল।

বিনোদন

দু'ভাগে মুক্তি পাবে রণবীরের 'রামায়ণ'

বিনোদন ডেস্ক : ঘোষণা হয়েছে আগেই। ইতোমধ্যে সিনেমার কাজও শুরু হয়ে গেছে। ভারতের পৌরাণিক মহাকাব্য 'রামায়ণ' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে চলেছেন বলিউডের গুণী পরিচালক নিতেশ তিওয়ারি। নিতেশ তিওয়ারির রামায়ণে 'রাম' হচ্ছেন রণবীর কাপুর। সীতার ভূমিকায় দেখা যাবে দক্ষিণের সাই পল্লবীকে। রাবন হিসেবে দেখা যাবে 'কেজিএফ' তারকা যশকে। আরো থাকছেন জনপ্রিয় সব তারকা। এবার 'রামায়ণ' নিয়ে বড় ঘোষণা মিলল সিনেমাটির টিমের পক্ষ থেকে। প্রযোজক সংস্থা ও সিনেমাটির পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির পক্ষ থেকে প্রযোজক নমিত মলহোত্রা সামাজিক মাধ্যমে রামায়ণের পোস্টার শেয়ার করেছেন। পোস্টার শেয়ার করে জানানো হল, রামায়ণ মুক্তি পাবে দুই ভাগে। একটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের দীপাবলিতে আর দ্বিতীয়ভাগ মুক্তি পাবে ২০২৭ সালের দীপালিতে। অর্থাৎ পর পর দুই বছর দীপাবলি দখলে থাকবে রণবীর কাপুরের। যতদিন যাচ্ছে, রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ' নিয়ে ততই উৎসাহ বাড়ছে দর্শকদের। সামনে আসছে নানা খবরও। সূত্র বলছে, রণবীরের 'রামায়ণ' নাকি ভারতের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিনেমা হতে চলেছে। তথ্য অনুযায়ী, ৮৩৫ কোটি বাজেটেই নাকি তৈরি হবে 'রামায়ণ'। তবে এখানেই শেষ নয়। বাজেট নাকি আরও বাড়তেও পারে। এর আগে, শুটিং শুরু হতে না হতেই বিপাকে পড়েছিল রণবীর কাপুরের 'রামায়ণ'। শোনা গিয়েছিল অর্থের কারণে প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল এই সিনেমার শুটিং। সেই সমস্য়া কাটিয়ে অবশ্য সম্প্রতি 'রামায়ণ'-এর শুটিং শুরু করেছেন পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি। এমনকী, কয়েকদিন আগে শুটিং ফ্লোর থেকে ফাঁসও হয়েছে রণবীরের 'রাম' অবতারের ছবি। তবে শোনা যাচ্ছে, রামায়ণের স্বত্ত্ব নিয়ে এবার দুই প্রযোজনা সংস্থার অশান্তি। আর তার কারণেই নাকি আটকেও যেতে পারে রামায়ণের শুটিং। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই সিনেমার অন্যতম প্রযোজনা সংস্থা মধু মন্টেনার সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সমস্যা নিয়ে বচসা শুরু হয় প্রাইম ফোকাস টেকনোলজিসের। সূত্র বলছে, প্রাইম ফোকাস টেকনোলজিস অনেক আগেই প্রজেক্ট রামায়ণ নামে স্বত্ত্ব কিনে রেখেছিল। তা মন্টেনা প্রযোজনা সংস্থাকে বিক্রির সময় যে অর্থের কথা হয়, তা পায়নি। অন্যদিকে, মন্টেনা প্রযোজনা সংস্থার কথায়, প্রজেক্ট রামায়ণ একেবারেই তাদের। এই বিতর্কের মাঝে পড়েছেন এই সিনেমার সহ প্রযোজক এবং দক্ষিণী তারকা যশ। তিনি জানিয়েছেন, "এই সিনেমাটি একেবারেই স্বপ্নের মতো। ইতিমধ্যেই ভিএফএক্সের কাজ শুরু হয়েছে।" যশের বক্তব্য ও সদ্য দেয়া নীতেশ তিওয়ারির ঘোষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে রামায়ণের সব বাধা আপাতত কেটেছে। পুরোদমে চলছে সিনেমার কাজ। আর রাম রুপে রণবীর কাপুরকে পর্দায় দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন তার অনুরাগীরাও। সব ঠিক থাকলে আগামী বছর দীপাবলি হতে যাচ্ছে বলিউডের জন্য বিশেষ উৎসব। আর সেই উৎসবের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন সিনেমাপ্রেমীরা।

শিল্পকলায় গাইবেন র‍্যাপার হান্নান

বিনোদন ডেস্ক : ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বেশ বড় ভূমিকা রেখেছিলেন দেশের সংগীতশিল্পীরা। তাদের মধ্যে শীর্ষে আছেন হান্নান হোসাইন শিমুল ওরফে র‍্যাপার হান্নান। জুলাই-আগস্টে ছাত্রদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে 'আওয়াজ উডা' নামের একটি গান বেঁধে আলোচনায় আসেন তিনি, গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। এই র‍্যাপার এবার গাইবেন শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। গণ-অভ্যুত্থানের গান নিয়ে এবার 'আওয়াজ উডা' নামে একটি কনসার্টের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টায় নন্দন মঞ্চে এই আয়োজনে গাইবেন র?্যাপার হান্নান। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এই আয়োজনে নিজেদের ভাষায় গান করবেন লুম্বিনী চাকমা, ধর্মচন্দ্রা তঞ্চঙ্গ্যা, ডিউক মুরমু ও সমাপন স্মাল। আরও থাকছে নারীদের ব্যান্ড এফ মাইনর, ডিমোক্রেজি ক্লাউনস, সংগীতশিল্পী আহমেদ হাসান সানি। এদিন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন মোহাম্মদ আশরাফুল (বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি); বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন সামসি আরা জামান (বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত তাহির জামান প্রিয়র মা)।

মামলা প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক : চলতি বছরের গত ২৪ আগস্ট চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন প্রযোজক সিমি ইসলাম কলি। মামলার আরো দুই আসামি হলেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলম ও জাহিদুল ইসলাম আপন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, তার (সিমি) ইউটিউব চ্যানেলটি হ্যাক করেছেন অপু বিশ্বাস ও জাহিদুল ইসলাম আপন। বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই সাধারণ ডায়েরি ও প্রযোজক সমিতির মাধ্যমে সুরাহা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো সমাধান না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। পাশাপাশি মামলায় আরো অভিযোগ করেন, হিরো আলমের মাধ্যমে সমাধানের নাম করে তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছেন অপু বিশ্বাস। এবার মামলা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অপু। বিষয়টি নিয়ে দেশের এক গণমাধ্যমে তিনি বলেন, 'আর পারি না এই মহিলাকে (সিমি ইসলাম কলি) নিয়ে। উনার তো সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার মামলা কিসের! আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। এসব তো ফাজলামো।' চিত্রনায়িকা বলেন, 'এখানে হিরো আলম এলো কোথা থেকে! এটা সিমিই ভালো বলতে পারবেন। আমি তাকে ঠিকঠাকভাবে চিনিও না। আমি কী উত্তর দিতে পারি বলেন। সে টাকা কোথায় দিয়েছে কেন দিয়েছে-আমি কিছুই জানি না। এখন এসব মনগড়া কথা বলছে কেন!' অপু আরো বলেন, 'অফিশিয়ালি ইউটিউব চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন আমার অ্যাডমিন। হয়তো নাম আমার। মালিকানা আমার। কিন্তু আমি এসব নিয়ন্ত্রণ করি না। অন্য সংস্থা দিয়ে চালাই। যদি আমার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হতো তাহলে আমি বলতে পারতাম।' অভিনেত্রী বলেন, 'আমি যতটুকু জানি তিনি (সিমি) বুদ্ধিমান। তার মাথায় এসব কে ঢোকাচ্ছে, কেন ঢোকাচ্ছে জানি না। তিনি যদি চলচ্চিত্রেই কাজ করতে চান তাহলে এসব নিয়ে কেন বিতর্ক সৃষ্টি করছেন। আর তিনি টাকা কোথায় দিয়েছেন না দিয়েছেন কী সব বানোয়াট কথা ছড়াচ্ছেন।' বিষয়টি নিয়ে অপু কোনো আইনি পদক্ষেপ নিতে চান কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তারপর জানাব।' অন্যদিকে মামলা প্রসঙ্গে গণমাধ্যমে সিমি বলেন, 'ইউটিউব চ্যানেলটি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বহুদিন অপুর কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আমার হয়ে প্রযোজক নেতা খোরশেদ আলম খসরু ভাইও অপুর সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু তার কথাও সে রাখেনি।' তিনি আরো বলেন, 'একদিন হিরো আলম আমাকে ফোন করে বলে, আমি রাজি হলে অপুর সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধান করে দেবেন। আমার মনে হয়, অপুই তাকে ফোন দিতে বলেছেন আমাকে। এরপর টাকার বিনিময়ে চ্যানেলটি ফিরে পেলেও ভিডিওগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়। বিষয়টি হিরো আলমকে জানালে তিনি বলেন, দেখছি কী করা যায়। এরপর আর কোনো খবর নেই।' উল্লেখ্য, গত বছর আগস্টে ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক করার অভিযোগে অপু বিশ্বাস ও জাহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন সিমি।

'টুয়েলভথ ফেল'র বিক্রান্তকে হত্যার হুমকি

বিনোদন ডেস্ক : ইদানীং বলিউডের তারকাদের বিভিন্ন হুমকি-ধমকি নিয়েই চলতে হয়। ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা মাফিয়ার কালো থাবা, কখনো বা বিতর্কিত সিনেমার জন্য টার্গেটে পড়ে যাওয়া। প্রায়ই উঠে আসে একের পর এক হুমকির ঘটনা। সম্প্রতি একের পর এক হুমকিতে রীতিমতো দিশাহারা বলিউড মেগাস্টার সালমান খান। প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে অভিনেতাকে। এরইমধ্যে অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসিকেও দেওয়া হলো হত্যার ?হুমকি। পিঙ্কভিলার প্রতিবেদন অনুসারে, সম্প্রতি বিক্রান্ত ম্যাসি জানিয়েছেন যে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আর এই হুমকি শিল্পী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিক্রান্ত ম্যাসি বর্তমানে তার আসন্ন সিনেমা 'দ্য সবরমতি রিপোর্ট'-এর প্রচারে ব্যস্ত। ইতিমধ্যেই সিনেমাটির ট্রেলার দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং এটি একটি সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। গুজরাটের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত এই সিনেমাটি আসন্ন মুক্তির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি হুমকির বিষয়ে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিক্রান্ত বলেন, 'আমি ক্রমাগত হুমকি পাচ্ছি। আমার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরমে অনেক হুমকিমূলক বার্তা আসছে। আমি আগে কখনো এই বিষয়টি প্রকাশ করতে চাইনি, কারণ কেউ আমাকে সরাসরি কিছু বলেনি। তবে আমি বলতে চাই, আমরা শিল্পী এবং আমরা গল্প বলি। আমি কিভাবে এবং কী বলে সেদিকে মনোযোগ দিই না।' তিনি আরো জানান, 'দ্য সবরমতি রিপোর্ট' সিনেমাটি সম্পূর্ণ সত্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। এটি ৩ মে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং অন্যান্য কারণে এটি স্থগিত করা হয়। বর্তমানে এটি ১৫ নভেম্বর মুক্তির জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বিক্রান্ত ম্যাসির সঙ্গে এই সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন রাশি খান্না এবং ঋদ্ধি ডোগরা। এটি পরিচালনা করেছেন রঞ্জন চন্দেল এবং প্রযোজনা করেছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা একতা কাপুর। এদিকে বিক্রান্ত ম্যাসির হুমকি পাওয়ার ঘটনা শুধু তার জন্যই নয়, বরং পুরো বলিউডের জন্য একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারকারা যখন একের পর এক হুমকির শিকার হচ্ছেন, তখন এ ধরনের পরিস্থিতির প্রতি সবার নজর পড়ছে। প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও সালমান খানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুর পর থেকে রীতিমতো আতঙ্কেই দিন কাটাচ্ছেন বলিউডের অভিনয়শিল্পীরা। ভক্তরাও প্রত্যাশা করছেন, এমন ঘটনা যেন তাদের প্রিয় তারকাদের সঙ্গে না ঘটে।

আসছে 'ভুলভুলাইয়া ৪', থাকছেন অক্ষয়

বিনোদন ডেস্ক : শতকোটির ক্লাব ছুঁয়েছে ইতোমধ্যে 'ভুলভুলাইয়া ৩'। মুক্তির কয়েকদিনে ছবিটি আয় করেছে ১২৫ কোটিরও বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, ব্যবসার গ্রাফ এরকম থাকলে খুব শীঘ্রই ২০০ কোটি পার করবে এই ছবি। এবার খবর, ছবির এমন সাফল্য নিয়েই ইতিমধ্যেই 'ভুলভুলাইয়া ৪' ছবির প্রস্তুতি শুরু করে ফেলেছেন আনিস বাজমি। বলিউড সূত্র বলছে, ইতিমধ্যেই নাকি চিত্রনাট্য তৈরি করে ফেলেছেন নির্মাতা। 'ভুলভুলাইয়া ৩'র মতোই, এই ছবির চতুর্থ পর্বতেও থাকবে প্রচুর চমক। শোনা যাচ্ছে, 'ভুলভুলাইয়া ৩' ছবিতে যেমন 'মঞ্জুলিকা' হয়ে ফিরেছেন বিদ্যা বালান। চতুর্থ পর্বেও থাকছেন তিনি। শুধু তাই নয়, খবর 'ভুলভুলাইয়া ৪'-এ নাকি দেখা যেতে পারে অক্ষয় কুমার ও কিয়ারা আদবাণীকেও। তবে এখনই এই ছবি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ ছবির টিম। প্রসঙ্গত, ঠিক ১৭ বছর আগে মুক্তি পায় 'ভুলভুলাইয়া'। যা কিনা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের ঘরানাকে মেনেই তৈরি করেছিলেন পরিচালক প্রিয়দর্শন। হঠাৎ করেই ২ বছর আগে পরিচালক আনিস বাজমি 'ভুলভুলাইয়া'কে করে তুললেন হরর-কমেডি।

হইচইয়ে পরী মনির 'রঙিলা কিতাব'

বিনোদন ডেস্ক : স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে মুক্তি পায় অনম বিশ্বাসের ওয়েব সিরিজ 'রঙিলা কিতাব'। যেখানে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পরী মণি। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন মোস্তাফিজ নূর ইমরান। কিঙ্কর আহসানের একই নামের একটি উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে এটি। উপন্যাসটি থেকে সিরিজ নির্মাণের নেপথ্যের কারণ জানিয়ে অনম বলেন, ?"মূল কারণ উপন্যাসটির উপাদানগুলো। গ্যাংস্টার থ্রিলার কনটেন্ট দেখতে আমার ভালো লাগে। সেই জায়গা থেকেই মনে হতো, ঠিকঠাক গল্প পেলে আমিও এমন কনটেন্ট বানাব। রঙিলা কিতাব'র কয়েকটা চ্যাপ্টার পড়ার পরই মনে হয়েছিল, গল্পটা পর্দায় আনতে পারলে দারুণ হবে। পরে কিঙ্কর আহসানের সঙ্গে আলাপ হয় এবং চিত্রনাট্যের কাজ গুছিয়ে ধাপে ধাপে কাজটা সম্পন্ন করি।" কাহিনিতে দেখা যাবে, বরিশালের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুপ্তি ও প্রদীপের সুখের সংসার। কিন্তু তাদের এই সুখ খুব বেশি দিন স্থায়ী হয় না। প্রদীপের অতীত ইতিহাসের কারণে একদিকে তার গ্যাংয়ের লোকজন, আবার অন্যদিকে পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়ায়। গর্ভবতী সুপ্তিও ছুটতে থাকে স্বামীর সঙ্গে। এর আগে গত ২৯ অক্টোবর রঙিলা কিতাব'র ট্রেলার প্রকাশিত হয়। সেখানে সুপ্তি চরিত্রে পরী মণিকে দেখে অবাক হয়েছেন অনেকে। এমন চরিত্রে, পরিণত অভিনয়ে এর আগে তাঁকে দেখা যায়নি। মা হওয়ার পর এটাই ছিল পরীর প্রথম কাজ। রঙিলা কিতাব-এ কাজ করা প্রসঙ্গে পরীমনি বলেন, 'আমি আমার দিক থেকে সবাইকে বলব অনেক বেশি পছন্দ করবেন রঙিলা কিতাব। রঙিলা কিতাবের সুপ্তিকে অনুভব করতে হলে হৃদয় দিয়ে রঙিলা কিতাব সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। তাই সবাইকে আমি অনুরোধ করব সুপ্তি চরিত্রকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ওয়েব সিরিজটি উপভোগ করার জন্য। এটা সত্যি এই ওয়েব সিরিজ নিয়ে যখন আমার সঙ্গে কথা হয় তখন আসলে কোনো কাজ নিয়ে ভাবনার জায়গায় ছিলাম না আমি।

জালে দেশি জাতের বেশ কিছু মাছ আটকেছে, তা বের করছেন এই শৌখিন মাছশিকারি।

টাঙ্গাইলে মোগল স্থাপত্য মসজিদ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : মসজিদে দান করলেই পূরণ হয় মনের বাসনা এবং পাশের পুকুরে গিয়ে বলে এলেই ভেসে ওঠে পিতলের থালা-বাসন। এ ছাড়াও রাতের আঁধারে এতে নামাজ পড়তে আসে জ্বীনরা! এমন সব আলোচিত ধারণা প্রচলিত আছে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ ইউনিয়নের তেবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত প্রায় ৪০০ শত বছরের পুরাতন মসজিদ ঘিরে। মোঘল আমলে নির্মিত এই মসজিদ ঘিরে রয়েছে নানা রহস্য যা যমুনা নদীর ভাঙ্গনে পুরো এলাকা বিলীন হলেও অক্ষত রয়েছে এই অলৌকিক আল্লাহর ঘর। নদীর স্রোত আর ঢেউয়ের প্রখরতায় মসজিদটি দোলতে থাকে কিন্তু ভেঙে যায় না বলে দাবি স্থানীয়দের। মসজিদটির নির্মাণ লগ্ন থেকে একটি দৃষ্টি নন্দন বড় গম্বুজ সহ চার পাশে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১২ টি মিনার ও উত্তর-দক্ষিন দিকে দুইটি দৃষ্টি নন্দন ঘর রয়েছে। যেখানে বিশ্বাসী জনসাধারণ দাঁড়িয়ে মানত করেন হাঁস-মুরগী এবং গরু-ছাগল থেকে শুরু করে স্বর্ণ সহ নগদ টাকার বিনিময়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ তেবাড়িয়া জামে মসজিদ প্রবাহমান যমুনা নদীর কোলঘেষে আনুমানিক ১৬০১ খ্রীস্ট পূর্বে ২৫৩ শতাংশ জায়গা নিয়ে মৃধা বংশোদ্ভূত আবদুল মালেক খাঁ মৃধা এই মসজিদ নির্মাণ করেন। যখন এটি নির্মিত হয় তখন মূল ভবনের পাশে একটি বিশাল আকারের জাম গাছে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পণ্যবাহী নৌযান বেধে রাখা হত। তৎকালীন নদী থেকে মসজিদ একটু উঁচু স্থানে নির্মাণ করা হয়ে ছিলো, যেখানে সিঁড়ি চড়ে মসজিদে প্রবেশ করা হতো। মসজিদটি নির্মাণ করার পর আবদুল মালেক খাঁ (মৃধা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে উপস্তিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে অছিয়ত করে বলেন, ওনার মৃত্যু যে স্থানে হবে তাকে যেন ওইখানে কবর দেওয়া হয় পরবর্তীতে উনি মিম্বার থেকে নেমে যাওয়ার পর-পরই তিনি ইন্তেকাল করেন। পরবর্তীতে মৃধা বংশোদ্ভূত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আতিকুর রহমান তালুকদার মসজিদের পশ্চিম দিকের এলাকা থেকে মোট ৩৭ শতাংশ জমি নিজস্ব অর্থায়নে এবং অত্র এলাকার মৃত মোহাম্মদ আতোয়ার খান ১০ শতাংশ ও মৃত আকাজত খাঁর ৬ কন্যাদ্বয় ৬ বিঘা জমি মসজিদের নামে দান করেন। ওই জমির উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে অর্জিত অর্থ কোষাগারে জমা করা হয়। আরও দেড় বিঘা জমি মোসলেম তালুকদার মসজিদের নামে দান করে ছিলেন, যা বিগত কয়েক বছর আগে যমুনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কথিত আছে, তৎকালীন সময়ে মসজিদের ভিতরে একজন নেককার পরহেজগার ব্যক্তি অবস্থান করতেন উনাকে সবাই পাগল ভাবতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উনি একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন। মসজিদটি যখন প্রবাহমান যমুনা নদীর গ্রাসে বিলীন হতে ছিল তখন ওই ব্যক্তি নদীর উপর দিয়ে হেটে মসজিদের পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যান পরবর্তীতে উনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে যমুনা নদী মসজিদ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত পশ্চিম দিকে সরে যায়। পরবর্তীতে মসজিদটিতে পর্যায়ক্রমে মুসুল্লিদের নামাজের জন্য সনুখ ভাগে দুইটি ছাঁদ নির্মাণ করা হয়। নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া পূর্বের মিনারটি বর্তমানে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম পাশে প্রায় ১০০ ফিট উঁচু করে নির্মাণাধীন আছে। বর্তমানে মসজিদটিতে প্রায় ২,২০০ জন মুসল্লী এক সাথে নামাজ আদায় করতে পারেন। মসজিদ নির্মাণের পর থেকে মৃধা বংশোদ্ভূত সদস্যরা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন।

বর্তমানে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্বে আছেন মৃধা বংশোদ্ভূত বীর মুক্তিযোদ্ধা আ. হাফিজ খান তালুকদার এবং সভাপতি হিসেবে আছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আতিকুর রহমান তালুকদার। টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার সলিমাবাদ ইউনিয়নের সন্তান (সাবেক কমান্ডার) বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সুজায়েত হোসেন জানান, টাঙ্গাইল শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে মোগল স্থাপত্যে নির্মিত মসজিদটি ওয়াকফো বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত। সঠিক ব্যবস্থাপনায় মুসুল্লিদের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিকায়ন সময়ের দাবি। এ দিকে তেবাড়িয়া জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য মো. শরিফ খান তালুকদার বলেন, বর্তমানে মসজিদের আরো বেশ কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যাহা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

বুধহাটায় কলেঃ স্কুলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক অনুষ্ঠান

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বুধহাটা বিবিএম কলোজিয়েট স্কুলে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে। গত বুধবার স্কুল চত্বরে ও বাজারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রতিষ্ঠান বাউন্ডারীর মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের অংশ গ্রহনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া বর্জ্য অপসারন করা, চিত্রাঙ্কন, বর্জ্য থেকে খেলনা তৈরী, আলোচনা সভা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ের উপর জারীগান পরিবেশন করা হয়। কলেজিয়েটের অধ্যক্ষ দেবব্রত কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমীক সুপার ভাইজার হাসানুজ্জামান। সহকারী শিক্ষক খান সালামত হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম, আলহাজ্ব কবির আহম্মেদ ঢালী, শিক্ষার্থী তনুশ্রী ফৌজদার। জারীগান পরিবেশন করেন, দাউদ বয়াতী।

টাঙ্গাইলের শীতকালীন সবজী চাষে ব্যস্ত কৃষকরা

(**টাঙ্গাইল প্রতিনিধি :** চলতি বছরের বন্যা ও অতি বৃষ্টির কারণে টাঙ্গাইল জেলার সবজী চাষীরা ব্যপক ক্ষতিগ্রস্থ হন। সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ১২টি উপজেলার কৃষকরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন শীতকালীন সবজী আবাদে। এসব সবজী বাজরে উঠার পরই কমে যাবে সবজীর দাম। একই সাথে বাজারে সবজীর সংকটও কেটে যাবে। অন্যান্য ফসলের চেয়ে শীতকালীন সবজী আবাদ করে বেশী লাভবান হওয়া যায়। একারণে এ অঞ্চলে প্রতিবছরই বাড়ছে শীতকালীন সবজীর জমির পরিমান। সব ধরনের সবজী উৎপাদনের উর্বর জমি রয়েছে টাঙ্গাইল জেলায়। প্রতিবছরই এ জেলার পাহ-াড়িঞ্চল, চরাঞ্চল ও সমতল ভুমিতে প্রচুর পরিমানে শীতকালীন সবজীর উৎপাদন হয়ে থাকে। চলতি বছর বন্যা ও অতি বৃষ্টির কারণে সবজী আবাদে বিঘ্ন ঘটে। নষ্ট হয়ে যায় বীজ ও চারা। এর বিরুপ প্রভাব পরে বাজারগুলোতে। বাজরে বিভিন্ন প্রকারের সবজীর দাম বেড়ে যায়। বর্ষা মৌসুম কেটে যাওয়ায় কৃষকরা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শুরু করেছেন শীতকালীন সবজী চাষ। চাষকৃত সবজীর মধ্যে রয়েছে ফুল কপি, পাতা কপি, মুলা, টমেটো, শিম, লাউ, পালং শাক, লাল শাকসহ হরেক রকমের সবজী। সরেজমিনে দেখা যাচ্ছে, কৃষকদের মধ্যে কেউ জমি তৈরী করছেন, কেউ জমিতে বীজ বা চারা রোপণ করছেন। কেউ আবার জমিতে গজিয়ে ওঠা সবজীর গাছের পরিচর্যা করছেন। সব মিলিয়ে কৃষকরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। কৃষকরা বলছেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাদের উৎপাদিত সবজী বাজারে চলে যাবে। শীতকালীন সবজী বিক্রী করে অধিক লাভবান হওয়ার আশা করছেন। টাঙ্গাইল জেলায় সবধরনের সবজী চাষের জন্য বিখ্যাত। প্রতিবছর জেলায় বিপুল পরিমাণ সবজীর চাষ হয়। জেলার চাহিদা মিটিয়ে এসব সবজী রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় যায় বিক্রীর জন্য। সবধরনের সবজীর দাম ভাল পাওয়ায় এবছর কৃষকরা বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে শীতকালীন সবজী আবাদে। জেলা কৃষি বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, এবছর জেলার ১১ হাজার হেক্টর জমিতে শীতকলীন সবজীর আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। কৃষি বিভাগের পক্ষ হতে সবজীর ভালো ফলনের জন্য কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করা হচ্ছে। আবহাওয়া অনুকুলে থাকলে এবারও টাঙ্গাইলে সবজীর বাম্পার ফলন হবে। এরফলে বাজারে সবজীর সংকট কেটে যাবে, একই সাথে দামও ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে চলে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ঠরা।

সন্তান ফেরত পেলেও দত্তকের টাকা পায়নি দ্বিতীয় পক্ষ

দুর্গাপুর, নেত্রকোনা প্রতিনিধি : সাত মাস বয়সের শিশু সন্তানকে দত্তক দিয়েছিলো বাবা-মা। বিনিময়ে নেয় ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু এক মাস কয়েকদিন পড়েই সেই সন্তানকে ফিরে পেতে থানায় অভিযোগ দায়ের করে তারা। অভিযোগ পেয়ে থানা পুলিশ ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে। এমনি ঘটনা ঘটেছে নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায়। দত্তক দেওয়া দম্পতির দাবী সাদা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করেছেন তারা টাকার বিষয়েও জানতেন না, তাদের ব্যাগে টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ষড়যন্ত্র করে। জানা গেছে,দুর্গাপুর উপজেলার কাকৈরগড়া ইউনিয়নের কেট্টা গ্রামের রকিবুল হাসান রাব্বি ও মোসলিমা আক্তার দম্পতির এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু অভাবের তাড়নায় সেই সন্তানকে লালন পালন করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে সেই শিশু সন্তান কে দত্তক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। পরবর্তীতে একই উপজেলার গাঁওকান্দিয়া ইউনিয়নের জাকিরপাড়া গ্রামের আমিনুল ইসলাম ও স্ত্রী মালেকা খাতুন নিঃসন্তান দম্পতি চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর স্ট্যাম্পের মাধ্যমে চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে দত্তক নেন। কিন্তু ১ মাস ৭ দিন পার হতেই গত বুধবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রকিবুল হাসান রাব্বি ও মোসলিমা আক্তার দম্পতি। অভিযোগ পেয়ে থানা পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে দুই পক্ষের আলোচনার মধ্যে দিয়ে দত্তক দেওয়া প্রকৃত বাবা-মায়ের কাছেই শিশুটিকে ফেরত দেয় পুলিশ। নিজের বাচ্চাকে ফেরত পেয়ে রকিবুল হাসান রাব্বি বলেন,ভুল করেছি এখন বাচ্চা পাইছি। ৩৫ হাজার টাকা ব্যাগে ডুকিয়ে দিছিলো,ফেরত চাইলে তো দিতেই হবে,দ্বিতীয় পক্ষ অভিযোগ করে বলেন ঐ টাকা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়নি । দত্তক নেওয়া নিঃসন্তান আমিনুল ইসলাম বলেন ১৪ বছর ধরে আমার বাচ্চা নাই তাই একটা ছেলে বাচ্চা দত্তক নিছিলাম এবং তাদের ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম কিন্তু গতকাল পুলিশ গিয়ে বাচ্চাসহ আমাকে থানায় নিয়ে আসে এবং বাচ্চা তাদের দিয়ে দেয়। আমার টাকাও ফেরত দেয়নি বাচ্চাও। আমার স্ত্রী অসুস্থ এখন তাকেই বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়েছে। নিঃসন্তান দম্পতির স্বজন আব্দুল আজিজ বলেন,পুলিশ বাচ্চা তাদের দিতে বলেছে আমরা দিয়ে দিছি। আমাদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা তারা ফেরত দেয়নি। তিনি আরও বলেন,ভাতিজা আমিনুল ইসলাম ও বউ মালেকা খাতুনর বিয়ের পর একটি বাচ্চা হয় কিন্তু আড়াই বছর বয়সে পানিতে ডুবে মারা যায়। পরবর্তীতে সময়ে আর বাচ্চা হয়নি প্রায় ১৪ বছর। এমন অবস্থায় মালেকা বাচ্চার জন্য কান্নাকাটি করে। অবশেষে একটা বাচ্চা লালান পালন করতে পারেনা তাই পালক (দত্তক) দিবো খোঁজ পাওয়া গেলে পরে চারজনে সাক্ষী ও জন্মদাতা বাচ্চার বাবা-মায়ের স্ট্যাম্পে সই স্বাক্ষরে বাচ্চা নিয়ে আসি এ ব্যাপারে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া বলেন,বাবা-মা ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাদের বাচ্চাকে দত্তক দিয়েছিল কিন্তু এখন বাচ্চা ছাড়া থাকতে পারে না আবার যারা নিয়েছে তারাও বাচ্চাকে দেখতে দেয়না,যেনো দেখতে না পরে বিভিন্ন জায়গায় রাখতো পরে গতকাল রাতে কান্নাকাটি করে থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করে পরে পুলিশ পাঠিয়ে বাচ্চাকে উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। আজকে উভয়পক্ষকে নিয়ে বসেছিলাম ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সামনেই প্রকৃত বাবা-মায়ের কাছে বাচ্চাটিকে দেওয়া হয়েছে। টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে এরিয়েগিয়ে তিনি বলেন,ওরা নিজেরা নিজেরা আত্মীয় হয় তারাই ফয়সালা করবেন।

রাজিবপুরে বর্ডার হাট চালু করতে মানববন্ধন

চররাজিবপুর, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : গতকাল বৃহস্পতিবার বালিয়ামারী বর্ডার হাট পুনরায় চালুর দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বেলা ১১টায় রাজিবপুর উপজেলা পরিষদের সামনে রেল-নৌ যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণকমিটি শাখার উদ্যোগে মানববন্ধন হয়। অপর দিকে বিশিষ্ট জনের মতে, আপাতত বর্ডার হাট চালু না করাই ভালো। তাদের মতে আওয়ামী লীগ সরকার পতন হয়েছে। দেশের বিভিন্ন দপ্তরে সংস্কার হয়েছে। বর্ডার হাটের ক্রেতা -বিক্রেতা পরিবর্তন বা সংস্কার প্রয়োজন। তা ছাড়া বিক্রেতাদের আইডি কার্ডের মেয়াদ গত ৩০জুন উত্তীর্ণ হয়েছে। তাছাড়া ওই বর্ডার হাটের এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশের মাত্রা বেড়ে গেছে। গত ৩ দিনের ব্যবধানে ১০জন বাংলাদেশী অনু প্রবেশ কারীকে আটক করে জেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। সীমান্ত গড়িয়ে আসছে মাদক ও গরু। এর জন্য সীমান্ত বাসী উদ্বিগ্ন। এদিকে মানববন্ধন শেষ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি হস্তান্তর করা হয়। মানববন্ধনে হাটকেন্দ্রীক কর্মহীন হয়ে পরা শতাধিক জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধনে রাজিবপুর উপজেলা রেল-নৌ যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণকমিটির আহ্বায়ক রবিউল ইসলামের সঞ্চলনায় বক্তব্য রাখেন, রেল-নৌ যোগাযোগ ও পরিবেশ উন্নয়ন গণকমিটির সদস্য সচিব, শিপন মাহমুদ, রাজিবপুর উপজেলা রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের আহ্বায়ক আবু সাইদ, সদস্য সচিব সুমন মাহমুদ, ভূমিহীন সমিতির সভাপতি আবদুর রশিদ, ফরিদ উদ্দিন ডিলার প্রমূখ। তারা জানান সরকার পতনের পর ৭ আগস্ট থেকে বর্ডার হাট টি বন্ধ রয়েছে জামাত নেতা মাওলানা মফিজুল ইসলাম জানান,দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে বাংলাদেশ জামায়াতি ইসলামি রাজিব পুর শাখার উদ্যোগে বর্ডার হাট বন্ধ রাখতে গত ২৫ জুন জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম কে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিরলে আলু বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে কর্মসূচির উদ্বোধন

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিরলে জাতীয় পুরষ্কার প্রাপ্ত কৃষক মতিউর রহমান এর জমিতে বিএডিসি'র আলু বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে আগাম আলু রোপন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে বিরলের পুরিয়া গ্রামে বীজ রোপন কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কৃষি বীজ হিমাগার (আলু বীজ), নশিপুর, দিনাজপুর এর উপপরিচালক কৃষিবিদ আবু জাফর মোহাম্মদ নেয়ামতউল্লাহ। বীজ রোপনকালে কৃষিবিদ আবু জাফর মোহাম্মদ নেয়ামতউল্লাহ জানান, আমাদের এই মাঠে আগে ব্রী ধান-৭৫ ছিল। আমরা ব্রী ধান-৭৫ কেটে আজকে আলু বীজ রোপন করতে পেরেছি শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের আমন ধান রোপনের কারণে। আমরা বিএডিসি'র আলু-১ (সানশাইন) রোপন এর কার্যক্রম চলছে। এখানে ১৫ একর জমিতে বীজ উৎপাদনের কর্মসূচি রয়েছে। এবার দিনাজপুরে আমার হিমাগারের আওতায় প্রায় ৯০০ একর জমিতে আলু বীজ রোপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এবার আমরা এত দ্রুত এখানে আলু বীজ রোপন করতে পারছি শুধুমাত্র স্বল্প সময়ের আমন ধান রোপনের কারণে। আমার বিশ্বাস আমরা দ্রুত আলু উৎপাদন করে ইরি-বোরোধান আবাদ করতে পারবো। দো-ফসলী জমিগুলোকে আমরা এভাবে তিন ফসলী জমিতে পরিণত করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস আমরা যদি এভাবে স্বল্প সময়ের আমন ধান চাষাবাদ করি, আবার আলু উৎপাদন করি এবং ইরি-বোরো চাষাবাদ করতে পারি তাহলে দেশের উৎপাদন বেড়ে যাবে, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। কৃষক মতিউর রহমান জানান, বিএডিসি থেকে বীজ সংগ্রহ করেছি আবার বিএডিসি আমাদের নিকট হতে এটা কিনে নিবে। এবছর শ্রমিক, দ্রব্যমূল্য, অন্যান্য উপাদানের মূল্য প্রায় ৩০ ভাগ বেশি ব্যয় হচ্ছে। গতবছরের চেয়ে এবার উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আলুর দাম যেন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় এই আহ্বান জানাচ্ছি। আমি ব্রী ধান -৭৫ আবাদ করেছিলাম। ১১০ দিনে এই ধান কাটা যায়। তাই অন্যান্য জাতের ১৩৫-১৪০ দিনের ধান আবাদ না করে এই ব্রী ধান-৭৫ আবাদ করলে আমরা সহজেই তিনটি ফসল আবাদ করতে পারি। এ ধান কাটার পর আবার সুন্দরভাবে আলু আবাদ করতে পারবো। আলুটা রোপনের ৭৫ দিন পর পাতা তুলে রাখি আর ১০ দিন পর আলু তুলে বীজের জন্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

বড়দল ইউপি'র উদ্যোক্তা দেবব্রতকে অব্যহতি প্রদান

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার বড়দল ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটার সেন্টার এর উদ্যোক্তা দেবব্রত মন্ডলকে স্বপদ থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে এক পত্রে তাকে অব্যহতি প্রদান করা হয়। দেবব্রত কুমার মন্ডল উপজেলার বাইনতলা গ্রামের বিল্লাল গাজীর ছেলে মোঃ শামীম গাজীর জন্ম নিবন্ধন সনদে ২৮/১১/২০০৪ জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে হ্যাকারের মাধ্যমে ২৮/০১/২০০২ জন্ম তারিখ সংশোধন করেন। এব্যাপারে ইউএনও বরাবর অভিযোগ করা হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে শুনানী হলে অভিযুক্ত দেবব্রত অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। অভিযুক্ত দেবব্রতকে উদ্যোক্তা পদ থেকে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে।

পীরগাছায় গাঁজাসহ দুই ব্যক্তি আটক

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগাছায় তিস্তা নদী পাড়ি দিয়ে গাঁজা বহনের সময় ৮ কেজি গাঁজাসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয় লোকজন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় উপজেলার পাওটানাহাট মুক্তিযোদ্ধা চত্তর থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক সিয়াম (২৫) ও সাগর (৩২) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের দফাদার রেজাউল করিম এর নেতৃত্বে স্থানীয় লোকজন স্থানীয় পাওটানাহাট মুক্তিযোদ্ধা চত্তরে অবস্থান নেন। এ সময় কুড়িগ্রামের উলিপুর থেকে তিস্তা নদী পাড়ি দিয়ে মোটর সাইকেল যোগে সিয়াম ও সাগর পাশ্ববর্তী সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা হয়ে যাওয়ার সময় পাওটানাহাট মুক্তিযোদ্ধা চত্তরে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের নিকট থাকা ব্যাগ তল্লাসী করে ৮ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। পরে থানা পুলিশ খবর পেয়ে মোটর সাইকেলসহ আটক দু'জনকে থানায় নিয়ে যান। এ বিষয়ে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন, আটক দু'জনের নামে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের পর আদালতে প্রেরণ করা হবে। আর মোটর সাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে।

নড়াইলে ইসলামি চক্ষু হাসপাতালের উদ্বোধন

নড়াইল প্রতিনিধি : নড়াইলে ইসলামি চক্ষু হাসপাতালের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে শহরের রুপগঞ্জ এলাকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও রোগী দেখা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান বাচ্চু। প্রধান অতিথি ছিলেন-বাংলাদেশ আই হসপিটালের চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও ফ্যাকো সার্জন ডাক্তার সোহেল মাহমুদ। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন-নড়াইল সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান মাওলানা ওবায়দুল্লাহ কায়সার, ইসলামি চক্ষু হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরোয়ার হোসেন, নড়াইল প্রেসক্লাবের সাবেক সহ-সভাপতি সুলতান মাহমুদ, হাসপাতালের চেয়ারম্যান আবু কাওসার, ডাক্তার আরাফাত হোসেন।

ক্ষেতলাল পুলিশ পরিচয়ে সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি

ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে পুলিশ পরিচয়ে দিন দুপুরে সংখ্যালঘুর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের হিন্দু পাড়া নকুল বর্মনের ছেলে মথুর বর্মনের বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা সুত্রে জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় দুটি মোটরসাইকেল যোগে চারজন ব্যক্তি ওই গ্রামে প্রবেশ করে। পথিমধ্যে মথুরের বড় ভাই সয়নকে দেখতে পেয়ে পুলিশ পরিচয় দিয়ে মথুরের বাড়ির ঠিকানা জানতে চায়। সয়ন ভয়ে মথুরের বাড়ি দেখিয়ে না দিয়ে চলে যায়। পুলিশ পরিচয়ে ডাকাত দল ওই গ্রামের একটি শিশুকে সাথে নিয়ে মথুরের বাড়িতে নিয়ে যায়। মথুর একজন গরু ব্যবসায়ী সে সকালে গরুর হাটে যায়। ওই সময় মথুরের স্ত্রী তার ছোট ছেলেকে নিয়ে মন্দিরে উপানুষ্ঠানিক স্কুলে যায়। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে ওই ডাকাত দলের তিনজন সদস্য বাড়ির মূল দরজার তালা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকে বাক্সের ভিতর থেকে নগদ ৩০ হাজার টাকা, চার আনা সোনার দুল ও তিন ভড়ি রুপার অলংকার লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায়। মথুরের ভাই সয়ন বলেন, পুলিশ পরিচয়ে ওই ডাকাত দল মথুরের বাড়িতে গিয়ে যখন ঘরের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে তখন আমি মথুরের বাড়িতে যাই। তাদের একজন আমাকে বাহিরে আটকে রাখে। আমি গ্রামের লোকজনকে ডাকতে চাইলে ভয় দেখায় "তুই কিন্তু ঝামেলায় পরবিচ এই বলে আমাকে কথা বলতে দেয়নি। ওই ডাকাত দলের হাতে কি ছিল জানতে চাইলে সয়ন বলেন, ওরা চার জন ছিল একজনের কোমরে হ্যানকাপ ও ওয়ারলেসের মতো একটা কিছু ছিল। ক্ষেতলাল থানার অফিসার ইনর্চাজ ওসি তার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বিকেল ৩ টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তিনি যুগান্তরকে বলেন, এখানে গ্রামের লোকজন বলছে ডিবি পরিচয় দিয়ে এক হিন্দু বাড়িতে দিনের বেলায় কিছু টাকা পয়সা চুরি করেছে।

চৌগাছায় দুস্থদের মাঝে ভ্যান-ছাগল বিতরণ

চৌগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের চৌগাছায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি চৌগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে অস্বচ্ছল, দুস্থ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে ভ্যান, ছাগল ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলা জামায়াতের অস্থায়ী অফিসে এসব বিতরণ করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা গোলাম মোরশেদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন যশোর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান। উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা নুরুজ্জামান আল-মামুনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির শুরা সদস্য ও চৌগাছা-ঝিকরগাছা যশোর-২ আসনে জাতীয় নির্বাচনের জামায়াতে মনোনীত প্রার্থী অধ্যপক আরশাদুল আলম, যশোর জেলা সমাজ কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন ও অধ্যাপক হাসানুজ্জামান। উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের অর্থ সম্পাদক মাস্টার ইমদাদুল হক, সহ-সেক্রেটারি মাস্টার কামাল আহমেদ, মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, প্রেসক্লাব চৌগাছার সাধারণ সম্পাদক এম এ রহিম, সুকপুকুরিয়া ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর আবদুল আলীম, ধুলিয়ানী ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর রোকনুজ্জামান, পাতিবিলা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওলানা মিজানুর রহমান, স্বরুপদহ ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মাওলানা আবু বক্কর সিদ্দিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে বিনামূল্যে ১২ টি ছাগল, ৩ টি ভ্যান ও ১২ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে নগদ ৫ হাজার টাকা করে মোট ৩ লাখ ৯৫ হাজার টাকার সহায়তা বিতরণ করা হয়। এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ১০ টি কওমি মাদ্রাসায় নগদ ৫০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতিবাদে বলেশ্বর নদে বিক্ষোভ

পাথরঘাটা, বরগুনা প্রতিনিধি : জীবাশ্ম গ্যাস পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর,জীবাশ্ম গ্যাস মানুষের জন্য বিষাক্ত, জীবাশ্ম গ্যাস একটি ব্যয়বহুল জ্বালানি,গ্যাসের বিকল্প আছে নানা শ্লোগান নিয়ে বরগুনার পাথরঘাটায় জলবায়ু ন্যায্যতা, টেকসই উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতিবাদে বলেশ্বর নদে ব্যতিক্রমধর্মী অর্ধশত নৌকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বাংলাদেশে গ্যাস সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এশিয়া ডে অফ অ্যাকশন্ন উপলক্ষে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক সংগঠন ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা),ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশর সহযোগিতায় ও পাথরঘাটা উপকূল সুরক্ষা আন্দোলনের বাস্ত বায়নে গতকাল বৃহস্পতিবার সুন্দরবন সংলগ্ন বলেশ্বর নদের পদ্মা এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করেন দুই শতাধিক মৎস্যজীবী ও স্থানীয়রা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. নয়ন, সমাজকর্মী ইসলাম রেজা, মেহেদী শিকদার, মাইনুল যুব ফোরামের সভাপতি সিফাত খান, সোহেল মল্লিক, জেলে জামাল হোসেন, আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ। বক্তারা বলেন,বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পরিবেশের ক্ষতি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, যেগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্য অতি ঝুঁকিপূর্ণ, ইতোমধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়া এবং জীববৈচিত্র ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশকে একটি ন্যায্য, টেকসই, এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভিত্তিতে উন্নতির দিকে ধাবিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা। উপকূল অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও গবেষক শফিকুল ইসলাম খোকন বলেন, যে কোন কাজ করতে আগে মানসিক ঠিক করতে হবে, করে স্থানীয়দের সম্পৃক্ত করতে হবে। মানুষের মাঝে আন্তরিকতা আর সচেতনতা না হলে কখনোই কাজ সফল সম্ভব নয়। পরিবেশ, স্বাস্থ্য, জলবায়ু এবং অর্থনীতির ওপর গ্যাস ও এলএনজির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, অংশীজনদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রচার- প্রচারণা বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটি সময় ছিলো জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ জানতো না, পর্যায়ক্রমে উপকূলের মানুষ এখন জানছে। আজ দেখুন অন্তত শতাধিক ট্রলারে কয়েকশ মৎস্যজীবী ও স্থানীয়রা উপকূল রক্ষার আন্দোলনে সোচ্চার হয়েছে। এ দাবিগুলো এখন সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দেখার সময় এসেছে।

চাটমোহরে অবৈধ সোঁতিবাঁধে মৎস্য নিধনের উৎসব

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহরে বিভিন্ন নদীর মাঝখানে,ক্যানেলে ও বিলের মুখে পানি প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা অবৈধ সোঁতিবাঁধ স্থাপন করে মৎস্য নিধনে মেতে উঠেছে। চাটমোহরসহ চলনবিল অঞ্চলে সোঁতিবাঁধে মৎস্য নিধনের যেন উৎসব শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তিকে ম্যানেজ করেই এই সোঁতিবাঁধ স্থাপন করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় প্রশাসন মাঝে মধ্যে অভিযান চালিয়ে নামকাওয়াস্তে দু'একটি সোঁতিবাঁধ অপসারণ করলেও অধিকাংশ সোঁতিবাঁধ অপসারণে কোন পদক্ষেপ নেই। এমনকি একটি সোঁতিবাঁধের পাশ দিয়ে গিয়ে অন্যটি উচ্ছেদ করা হয়েছে। উপজেলার চিকনাই নদীর বিভিন্ন স্থানে অন্ততঃ ৫টি স্থানে সোঁতিবাঁধ বসানো হয়েছে। এসব সোঁতিবাঁধের ফলে আশপাশের বিলের পানি নিষ্কাশনে চরম বাধার সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া খলিশাগাড়ি বিলের পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে কিনু সরকারের জোলায় অবৈধ সোঁতিবাঁধ বসিয়েছে প্রভাবশালীরা। সোঁতিবাঁধ স্থাপনকারীরা কৃষির ক্ষতি করে মাছ নিধনের মহোৎসবে মেতে উঠেছে। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্থানে ম্যানেজ করে এই অবৈধ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তর লোক দেখানো অভিযান চালিয়ে দু'একটি সোঁতিবাঁধ উচ্ছেদ করলেও অধিকাংশ সোঁতিবাঁধ নির্বিঘ্নে চালানো হচ্ছে। সোঁতিবাঁধ স্থাপনের ফলে বিভিন্ন বিলের পানি নিষ্কাশনর চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এর ফলে আসন্ন রবিশস্য আবাদ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত বুধবার কিনু সরকারের জোলায় স্থাপন করা একটি সোঁতিবাঁধ অপসারণ করে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর। একই বাঁধটি গত সোমবার অপসারণ করা হয়েছিল। অথচ এই জোলাতেই আরো দু'টি সোঁতিবাঁধ রয়েছে।

ঘোড়াঘাটে তুচ্ছ ঘটনায় সড়ক অবরোধ

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে তুচ্ছ ঘটনায় ঘন্টাব্যাপি সড়ক অবরোধ করার কারণে ঘোড়াঘাট-দিনাজপুর ভায়া গোবিন্দগঞ্জ সড়কে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে,ফলে যাত্রীসাধারনের চরম কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়। বেলা ১১টায় ঘোড়াঘাট বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন ঘোড়াঘাট দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্ররা ব্যানার নিয়ে ঘোড়াঘাট-দিনাজপুর সড়ক অবরোধ করে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে।

কাহারোলে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ

এফএনএস (কাহারোল, দিনাজপুর) : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি সম্প্রসারন এর আয়োজনে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের কৃষি প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় রবি মৌসুমে সরিষা, গম, ভুট্টা, শীতকালীন পিয়াজ, অড়হড় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মল্লিকা রানী সেহানবীশ। প্রধান অতিথি ছিলেন, কাহারোল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা মোঃ খুরশিদ হাসান, সমবায় কর্মকর্তা মোঃ সারওয়ার মুর্শেদ। কৃষি কর্মকর্তা জানায়, উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে ১৭ শত কৃষককে ১ কেজি করে সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয়। মোট উপজেলায় প্রনোদনা পাবেন ৩ হাজার ১ শত ৩০ জন।

বাঁশ দিয়ে তৈরি কুলা, ঝুড়ি, চালনি বিক্রি করতে বেরিয়েছেন সুমিত্রা ঋষি। জাবুসা, রূপসা, খুলনা,

সাফজয়ী মেয়েদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা আসছে, জানালেন তাবিথ

স্পোর্টস ডেস্ক : নির্বাচনের পর আজ প্রথম বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে এসছিলেন নব নির্বাচিত সভাপতি তাবিথ আউয়াল। সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। কথা বলেছেন সাফজয়ী নারী দলের সঙ্গেও। খুব শিগগিরই তাদের পুরস্কৃত করা হবে সাবিনাদের, সে কথাও জানিয়েছেন বাফুফে প্রধান। আগামী ৯ নভেম্বর বাফুফের নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সভায় সাফজয়ী দলের জন্য পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তাবিথ। এআর আগে যেদিন সাফ জিতে নারী ফুটবল দল দেশে ফেরে, তখনই পুরস্কারের কথা জানিয়েছিলেন বাফুফের সি-নয়র সহ সভাপতি ইমরুল হাসান। তিনিও বলেছিলেন, ৯ নভেম্বর নির্বাহী কমিটির সভায় সাফজয়ী দলের জন্য বড় পুরস্কারের ঘোষণা আসবে। আজ বাফুফে ভবনে নতুন সভাপতির আগমন উপলক্ষে নির্বাহী কমিটির অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ভবনের সব স্টাফদের সঙ্গে দেখা করেন নতুন সভাপতি। এরপর সাফজয়ী দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। সৌজন্য সাক্ষাতের পর গণমাধ্যমে কথা বলেন তাবিথ আউয়াল। তিনি বলেন, 'আমর এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করিনি। আগামী ৯ তারিখ আমাদের প্রথম নির্বাহী কমিটির সভা রয়েছে। সেখান থেকে আমরা আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করবো আগামী চার বছরের জন্য। 'আজ আমরা যে ফেডারেশনে এসেছি সকল স্টাফদের সঙ্গে একদম শীর্ষ কর্মকর্তাদের থেকে শুরু করে ক্লিনার পর্যন্ত সকলের সঙ্গে আমরা বসে পরিচিতি সভা করেছি। এছাড়া ছোট একটা মতবিনিময় সভা করেছি। এরপরই আমরা আমাদের চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছি এবং আগামী দিনের প্ল্যানিং নিয়ে কিছু কথা বলেছি। শিগগিরই আমরা আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে সিরিয়াসলি বসবো, আমাদের নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে এবং আমাদের সাব কমিটির পক্ষ থেকে। আজকে জাস্ট একটা সোশ্যাল গেদারিং বলতে পারেন আমাদের পক্ষ থেকে। 'আজকে আমরা কোনো সিরিয়াস আলোচনা করিনি। কারও সঙ্গেই না। স্টাফদের সঙ্গেও না। নারী ফুটবলারদের সঙ্গেও না। ৯ তারিখে নির্বাহী কমিটির সভার পরপরই আমরা সিরিয়াস ডিসকাশনে যাবো। আজকে আমরা শুধুই দেখা করতে চেয়েছি। এটা ফুটবল, এটা একটা

উৎসবের জায়গা। এখানে এত সিরিয়াস হওয়ার কিছু নেই। খেলোয়াড়সুলভ মনমানসিকতা নিয়েই আমরা আগামী চার বছর পার করতে চাই। সেই বার্তা দিতেই আমরা এখানে এসেছিলাম,' যোগ করেন তিনি। নির্বাহী কমিটির সভার পরই সাফজয়ী ফুটবলারদের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা আসবে বলে জানিয়েনে তাবিথ। তিনি বলেন, ?'সারপ্রাইজ আমি বলতে চাই না। কারণ আমরা নির্বাহী কমিটির সবাই মনে করি, নারী ফুটবল দল যা অর্জন করেছে এরপর তারা একটা পুরস্কার ডিজার্ভ করে। ৯ তারিখের নির্বাহী কমিটির সভায় আমরা সেই সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে এরপর সবাইকে বলবো। ''বিএফএফএর পক্ষ থেকে ৯ তারিখে একটা ঘোষণা আসবে। অনেক ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান নারী ফুটবলারদের সংবর্ধনা এবং পুরস্কার দিতে চায়। সেই আলোচনা এখনো চলমান রয়েছে। তাদের কাছ থেকে আমরা ফাইনাল কোনো সিদ্ধান্ত পাইনি। তবে বাফুফে থেকে একটা ঘোষণা আসছে এটা নিশ্চিত। আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নির্বাহী কমিটির সভাতেই সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হলে ঘোষণা দেওয়া হবে,' যোগ করেন তিনি। নতুন কমিটি নিয়ে নতুনভাবে এগিয়ে যেতে চান তাবিথ আউয়াল। চার বছর আগে বাফুফে নির্বাচনে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন তৎকালীন সহসভাপতি। চার বছর পর বাফুফে প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেছেন তিনি। এ নিয়ে তাবিথ বলেন, 'চার বছর আগে অক্টোবর মাসেই আমি ফেডারেশন থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে বিগত কমিটির অনেকেই নতুনভাবে বিজয়ী হয়ে এসেছে, তাদের অভিনন্দন। তার সঙ্গে কিছু নতুন চেহারাও এবার প্রথমবারের মতো ফেডারেশনে এসেছে। এছাড়া তৃতীয় গ্রুপ আছে আমার মতো যারা বাইরে ছিলেন এক-দুই টার্ম, তারাও আবার ব্যাক করেছেন। এরকম তিন রকমের এক্সপেরিয়েন্স আমরা কাজে লাগাতে যাচ্ছি। এটা নিশ্চয়ই আমাদের সফলতা এনে দেবে সামনে। ''বাফুফেতে এসে আমার খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আমি আমার বাসায় ফিরেছি। বাসায় ফিরে আমি একটা চ্যাম্পিয়ন দলের কাছে ফিরে এসেছি। এটাও ভিন্ন মাত্রা যোগ করছে। এরকম একটা স্ট্যান্ডার্ডে আমরা নতুন কমিটি জয়েন করেছি। আমরা আশা করবো চার বছর পরে এর চেয়ে আর বেশি স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের খেলোয়াড়রাও খেলবে এবং আমাদের শিরোপাও থাকবে,' শেষ করেন তিনি।

বেলগ্রেডকে উড়িয়ে দিল বার্সেলোনা

স্পোর্টস ডেস্ক : হান্সি ফ্লিকের অধীনে ছুটছে বার্সেলোনা। গত ম্যাচেই তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি। এরই ধারাবাহিকতায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রেড স্টার বেলগ্রেডের ওপর ছড়ি ঘোরাল তারা। একের পর এক আক্রমণে করল গোল উৎসব। তুলে নিল টানা তৃতীয় জয়। গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সার্বিয়ান ক্লাব রেড স্টার বেলগ্রেডকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। দলটির হয়ে জোড়া গোর করেন রবের্ত লেভানদোভস্কি। একটি করে গোল করেন ইনিগো মার্তিনেস, রাফিনিয়া ও ফের্মিন লোপেস। বেলগ্রেডের হয়ে দুটি গোল করেন সিলাস ও মিলসন। ঘরের মাঠে অবশ্য শুরুতেই এগিয়ে যেতে পারত বেলগ্রেড। চতুর্থ মিনিটে বার্সার জালে বল পাঠায় তারা। কিন্তু ফ্লিকের অফসাইডের ফাঁদের কারণে সেটি বাতিল হয়। ত্রয়োদশ মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। রাফিনিয়ার ফ্রি কিক থেকে জাল খুঁজে নেন ইনিগো। ২৭তম মিনিটে সমতায় ফেরে বেলগ্রেড। সতীর্থের পাস ধরে বক্স থেকে লক্ষ্যভেদ করেন সিলাস। কিন্তু এই সমতা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি বেলগ্রেড। ৪৩তম মিনিটে বার্সাকে ফের এগিয়ে নেন লেভানদোভস্কি। রাফিনিয়ার বুলেট গতির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বল কাছ থেকে জালে পাঠান পোলিশ স্ট্রাইকার। বিরতির পর আক্রমণ বাড়াতে থাকে বার্সা। সুফলও পায় তারা। ডান দিক থেকে আক্রমণে গিয়ে জুল কুন্দে খুঁজে নেন লেভানদোভস্কিকে। কাছ থেকে বল সহজেই জালে পাঠান পোলিশ এই স্ট্রাইকার। দুই মিনিট পর গোলের দেখা পান রাফিনিয়া। কুন্দের পাস ধরে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে জাল খুঁজে নেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ৭৬তম মিনিটে স্কোরলাইন ৫-১ করে ফের্মিন লোপেস। এই গোলেও অ্যাসিস্ট করে জুল কুন্দে। ৮৪তম মিনিটে ব্যবধান কিছুটা কমান বেলগ্রেডের মিলসন। কিন্তু দলের হার ঠেকাতে পারেননি তিনি। চার ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে উঠেছে বার্সেলোনা। সব ম্যাচ হেরে ৩৬ দলের মধ্যে ৩৫ নম্বরে আছে বেলগ্রেড।

হ্যামস্ট্রিং চোটে অন্তত ১ মাসের জন্য ছিটকে গেলেন নেইমার

স্পোর্টস ডেস্ক : দীর্ঘ এক বছর পর চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন নেইমার জুনিয়র। কিন্তু এই ফেরার স্থায়িত্ব হয়নি বেশিদিন। ফের ইনজুরিতে পড়েছেন তিনি। ধারণা করা হয়েছিল গুরুতর নয়। কিন্তু জানা গেল কমপক্ষে এক মাসের জন্য থাকতে হবে মাঠের বাইরে। এক বছর পর মাঠে ফেরেন নেইমার। কিন্তু গত সোমবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইরানের ক্লাব এস্তেগলালের বিপক্ষে মাঠে নেমে ২৯ মিনিটের বেশি মাঠে থাকতে পারেননি তিনি। পায়ে টান লেগে ছাড়তে হয় মাঠ। পরে পরীক্ষা করানো হলে জানা যায় হ্যামস্ট্রিংয়ে চিড় ধরা পড়েছে তারা। এক বিবৃতিতে তার ক্লাব আল হিলাল জানায়, 'তিনি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবেন, তাতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগতে পারে। 'এর আগে ব্রাজিলের হয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে গত বছরের অক্টোবরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে এসিএল চোটে পড়েন নেইমার। পরে অস্ত্রোপচার করাতে হয় তার। পিএসজি থেকে ২০২৩ সালের অগাস্টে আল হিলালে যোগ দিয়ে দলটির হয়ে এখন পর্যন্ত তিনি খেলতে পেরেছেন কেবল সাতটি ম্যাচ।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬ উইকেট নিয়ে যা বললেন গাজানফার

স্পোর্টস ডেস্ক : সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৯২ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। শারজাতে অল্প পুঁজি নিয়েও বোলারদের দক্ষতায় বড় জয় পেয়েছে তারা। যেখানে সবচেয়ে বড় অবদান আল্লাহ মোহাম্মদ গাজানফারের। গত মার্চে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছেন গাজানফার। এই ম্যাচের আগে আফগানিস্তানের জার্সিতে মাত্র ৪টি ওয়ানডে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল তার। সবমিলিয়ে তার ঝুলিতে ছিল ৫ উইকেট। এবার এক ইনিংসেই পেলেন ৬ উইকেট। প্রথমবার ইনিংসে ৫ বা এর চেয়ে বেশি উইকেট পেলেন। ম্যাচ শেষে গাজানফার বলেন, 'প্রথম স্পেলে যখন বোলিং করতে আসি, ছন্দ ভালোই ছিল। ১টি উইকেট পাই। কিন্তু ওই উইকেট পাওয়ার পর ভালো বোলিং করতে পারি-নি। এরপর দ্বিতীয় স্পেলে শক্তিশালী হয়ে ফেরার কথা চিন্তা করেছি এবং আমি তা পেরেছি।' 'চেষ্টা করেছি, দলের জয় আনতে পেরেছি। দলের হয়ে ৫-৬ উইকেট নেওয়া যেকোনো বোলারের স্বপ্ন।

সাকিবের অভাব কেউ পূরণ করতে পারবে না, বললেন নাসুম

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম ওয়ানডে দিয়ে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। তবে এখনও স্কোয়াডে সব ক্রিকেটার দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেননি। দুই ক্রিকেটারকে ছাড়াই সিরিজ শুরু করতে হয়েছে নাজমুল হোসেন শান্তর দলকে। পেসার নাহিদ রানা এবং স্পিনার নাসুম আহমেদ ভিসা জটিলতার কারণে দলের সঙ্গে আরব আমিরাতে যেতে পারেননি। অবশেষে ভিসা জটিলতা কাটিয়েছেন এই দুই ক্রিকেটার। আরব আমিরাতের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন তারা। দেশ ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে সাকিব আল হাসানের প্রসঙ্গ আসলে গণমাধ্যমকে নাসুম বলেন, 'ওনাকে তো সবসময় মিস করা হয়, ওনার অভাব তো আর কেউ পূরণ করতে পারবে না।

বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণা করল আয়ারল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : সাদা বলের দুই ফরম্যাটে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসছে আয়ারল্যান্ড নারী দল। চলতি মাসের শেষের দিকেই শুরু হবে সিরিজটি। আসন্ন এই সফরের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আইরিশরা। আগামী ২৭ নভেম্বর সিরিজের প্রথম ওয়ানডে মাঠে গড়াবে। সিরিজের বাকি দুই ওয়ানডে যথাক্রমে ৩০ নভেম্বর ও ২ ডিসেম্বর। ওয়ানডে সিরিজের সবগুলো ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে মিরপুরে। এই ম্যাচ তিনটি আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। এরপর দুই দল পাড়ি জমাবে সিলেটে। সেখানে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ মাঠে গড়াবে ৫ ডিসেম্বর। আর বাকি দুই টি-টোয়েন্টি ৭ ও ৯ ডিসেম্বর। সিরিজ শেষে ১০ ডিসেম্বর আয়ারল্যান্ড দলের বাংলাদেশ ছাড়ার কথা রয়েছে। আয়ারল্যান্ড নারী স্কোয়াড- গ্যাবি লুইস, আভা কানিং, ক্রিশ্চিনা কোল্টার রেইলি, লরা ডিলানি, সারাহ ফোরবেস, অ্যামি হান্টার, আরলিন কেলি, অ্যাইমি মাগুইরে, জেন মাগুইরে, কারা মুরায়, লেয়াহ পল, ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট, উনা রেমন্ড-হোয়, ফ্রেয়া সারগেন্ট এবং অ্যালিস টেক্টর।

স্বাস্থ্য

রাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণ কী?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : রাতে বার বার ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগের এ রোগের নাম নকটারিয়া একদিন এক বন্ধুর বাবা-মা বলছিলেন যে, তারা রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারেন না। তার কারণ হিসেবে তারা বলছিলেন, তাদের বয়স হয়ে গেছে, হয়তো সে কারণেই রাতে অনেকবার উঠে টয়লেট যেতে হয়। ফল স্বরূপ, রোজ সকালে বেশ ক্লান্তি অনুভব করেন তারা। বিশ্বের সব দেশেই এ অভিযোগ কমবেশি শোনা যায়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে লজ্জা আর কুণ্ঠার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ দূরে থাক, আপনজনদের কাছেও মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না বেশিরভাগ মানুষ। অথচ চিকিৎসকের পরামর্শ আর জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব। চিকিৎসকের ভাষায় এটি একটি শারীরিক সমস্যা, আর এ সমস্যার একটা আনুষ্ঠানিক নামও আছে। একে বলা হয় নকটারিয়া বা রাতের বেলা বার বার ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগ করতে শৌচাগার বা টয়লেট ব্যবহার করা। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল কন্টিনেন্স সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, নকটারিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, রাতে ঘুম ভেঙে অন্তত দুই বার প্রস্রাব করার জন্য যদি কাউকে উঠতে হয়, তাহলে তিনি এ রোগে আক্রান্ত।

এই সমস্যার কারণে ঘুম এবং জীবনযাপন-দুটোতেই বিঘ্ন তৈরি হয়। বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। এক হিসাব অনুযায়ী, ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই এই সমস্যায় ভোগেন। এছাড়া আবহাওয়া এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে গর্ভবতী নারীরাও এই সমস্যায় পড়েন অনেক সময়ই। তবে কম বয়সীরাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন। নারী-পুরুষ যে কেউই এ সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন। নকটারিয়ার কারণ কী? দুটি কারণে নকটারিয়া দেখা দিতে পারে। একটি হচ্ছে মূত্রথলির ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মূত্র উৎপাদন বেড়ে যাওয়া। এই অবস্থাকে পলিইউরিয়া বলা হয়। প্রথম কারণটির ক্ষেত্রে একটি অঙ্গের ধারণক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে, যা সাধারণত ৩০০-৬০০ মিলিলিটার হয়ে থাকে। দুটি কারণে এই ধারণক্ষমতা কমতে পারে। এগুলো হচ্ছে- প্রথমত, শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন। পুরুষের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত হয়ে থাকে বেনাইন প্রোস্টেটিক হারপারট্রফি নামে এক ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে। এই সমস্যায় পুরুষের প্রোস্টেট বড় হয়ে যায়। নারীদের ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের মতো সমস্যায় এই রোগ দেখা দিতে পারে। পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের ক্ষেত্রে জরায়ু, মূত্রথলি বা মলদ্বার দুর্বল হয়ে পড়ে বা ঢিলা হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্যা যেমন ওভারঅ্যাকটিভ ব্ল্যাডার সিনড্রোম, সংক্রমণ, সিস্টাইটিস ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলেও নকটারিয়া হতে পারে। পলিইউরিয়ার মতোই নকটারিয়া বা রাতে মূত্র উৎপাদনের হার অ্যান্টি-ডিউরেটিক হরমোনের প্রভাবে কমে যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের দেহে এই হরমোনের নিঃসরণ রাতে বেলা কমে যায়। অন্যান্য অনেক রোগের কারণে নকটারিয়া দেখা দিলেও এটিই এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া ডায়াবেটিস, এডেমাটোস স্টেটস বা টিস্যুতে অত্যধিক তরল আটকে থাকার কারণে ফোলা ভাব, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, সন্ধ্যায় বেশি পরিমাণে তরল গ্রহণ, অতিমাত্রায় ক্যাফেইন, অ্যালকোহল বা তামাক গ্রহণের কারণেও এটি হতে পারে। এছাড়া কিছুকিছু রোগের ওষুধ গ্রহণের কারণেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মূত্র উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূত্রথলির কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ওষুধ হচ্ছে: ডায়রেটিকস- তরল ধারণ ক্ষমতার চিকিৎসা এবং উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিকলোনারজিকস- ওভারঅ্যাকটিভ ব্ল্যাডার সিনড্রোমের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ সেসব স্নায়ুর সংকেতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে যেগুলো এই অঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কারণে ঘন ঘন প্রস্রাবের চাপ আসতে পারে। দেখা দিতে পারে নকটারিয়া। উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ খেলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা প্রতিরোধে ওষুধ সেবনেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এগুলো অনেক সময় অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোনের কাজ কমিয়ে দেয়। বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত লিথিয়াম ওষুধ সেবনেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে, যারা এসব রোগের চিকিৎসায় এ ধরনের ওষুধ সেবন করছেন তারা সবাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এ ধরণের উপসর্গে পড়বেন বা নকটারিয়াতে আক্রান্ত হবেন। যদি কেউ মনে করেন যে তার মধ্যে এ ধরণের প্রভাব বা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং তিনি যদি এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। এতে করে তারা ওই ওষুধ পরিবর্তন করে বা বিকল্প কোন উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন। নকটারিয়া কীভাবে বন্ধ করা যায়? নকটারিয়া আক্রান্ত প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসা আলাদাভাবে করতে হবে। কারণ একেকজনের আক্রান্ত হওয়ার পেছনে আলাদা আলাদা হাজারো কারণ থাকতে পারে। তারপরেও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে মৌলিক কয়েকটি টিপসের কথা উল্লেখ করা হলো, যা সাধারণভাবে সব বয়সের নকটারিয়া আক্রান্ত রোগীর কাজে আসতে পারে - নকটারিয়া বন্ধে অ্যালকোহল, কফি এবং তামাক অবশ্যই পরিহার করতে হবে। জীবনযাত্রায় পরিবর্তন: ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত চার থেকে ছয় ঘণ্টা আগে তরল খাবার খাওয়া কমিয়ে আনুন। রাতের বেলা অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন গ্রহণ পরিহার করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করুন। ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে ফেলুন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে মূত্রত্যাগ করুন।

হার্ট অ্যাটাক ও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী সম্পূর্ণ আলাদা?

স্বাস্থ্য ডেস্ক : হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া- বাংলায় এটাই বলা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু হার্টের সমস্যাকে ইংরেজিতে বলতে গেলে সাধারণত দু'টি কথা বলে সবাই। এর একটি হলো 'হার্ট অ্যাটাক' এবং অন্যটি 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট'। দু'টি প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। কাকে বলে হার্ট অ্যাটাক আর কাকে বলে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট? হার্ট অ্যাটাক : যখন করোনারি আর্টারি কোনো কারণে ব্লক হয়ে যায়, আর এর কারণে যদি হার্টের পেশিতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, তাহলে তাকে বলে হার্ট অ্যাটাক। হৃদযন্ত্রে দু'টি আর্টারি থাকে। বাম এবং ডান। কোনো কারণে এগুলো ব্লক হয়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটি একেবারেই আলাদা। কোনো কারণে হার্টের পাম্পিং পদ্ধতি বা স্পন্দনের ক্ষেত্রে সমস্যা হলে এটি হয়। এটি হার্টের ইলেকট্রিক্যাল সমস্যা থেকেই হতে পারে। এর সাথে ব্লকের সম্পর্ক খুব একটা নেই। দু'টির মধ্যে সম্পর্ক চিকিৎসকরা বলছেন, হার্ট অ্যাটাক হয় হৃদযন্ত্রে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে। কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলো হৃদযন্ত্রের একটি কর্মপদ্ধতিগত সমস্যা। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ফলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় না। দু'টির কারণও আলাদা হার্ট অ্যাটাক : এর সাথে সম্পর্ক আছে জীবনযাপনের। ধূমপান, কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস, পরিবারের হার্টের অসুখের ইতিহাসের মতো কারণ থাকতে পারে এর পেছনে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট : এটির সাথে জীবনযাপনের সম্পর্ক কম।

মারাত্মক পরিমাণে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথির কারণে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে। কম বয়সীদের মধ্যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের অন্যতম কারণ এটি।

শিশুদের হার্টে ছিদ্র হওয়ার কারণ জেনে নিন

স্বাস্থ্য ডেস্ক : মানুষে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র থাকা মূলত একটি জন্মগত ত্রুটি। সাধারণত গর্ভাবস্থায় শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশজনিত সমস্যা কারণে এই ছিদ্র দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশ হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গিয়ে, দেশটিতে প্রতি ১ হাজার শিশুর মধ্যে আট থেকে নয়জন এই হৃদপিণ্ডের ছিদ্রজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। তবে প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি বলে ধারণা করছেন বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক। যদি শুরুতেই সমস্যাটি ধরা পড়ে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। তবে যদি দেরি হয়, জটিলতা ততো বাড়ে। এর চিকিৎসা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে ছিদ্রটি হার্টের কোথায় আছে এবং ছিদ্রটি কত বড় সেটার ওপর। হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এনএইচএস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে। হৃদপিণ্ডে ছিদ্র

মানুষের হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। ওপরের দুটি হল অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়া ও নিচের দুটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল। ওপরের দুটি অ্যাট্রিয়া ইন্টারএট্রায়াল সেপ্টাম নামক পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে এবং নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল আলাদা করে রাখে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম নামে আরেকটি পর্দা। শিশুরা হার্টের বিভিন্ন অংশে ছিদ্র নিয়ে জন্মাতে পারে। ওপরের প্রকোষ্ঠের পর্দায় কোন ছিদ্র থাকলে তাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট (এএসডি) বলা হয়। নিচের পর্দার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকলে তাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (ভিএসডি) বলে। এই ছিদ্রের কারণে হার্ট ও ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মানবদেহের ফুসফুস রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। আর সেই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে পরিবহনের কাজ করে হৃদপিণ্ড। শরীরের দূষিত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে তার পর ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এই নিলয় থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়। ফুসফুস ওই দূষিত রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। এরপর ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এরপর বাম নিলয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের বাম নিলয়ে আসা এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত মহা-ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়। হার্টে ছিদ্র থাকলে অর্থাৎ এএসডি বা ভিএসডি থাকলে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ ছিদ্রটি রক্তের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেয়। বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, এএসডি এর কারণে কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে চলে যায়। এতে বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায় এবং ফুসফুসের দিকে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আবার ভিএসডি থাকলে বাম নিলয়ের কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ছিদ্র দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এতে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত একসাথে মিশে যায়। এই রক্তই আবার ফুসফুসে ফিরিয়ে আনে। ছিদ্র বড় হলে বা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে হার্ট এবং ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডকে তখন রক্ত পাম্প করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে হার্টের ভালভের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ফুসফুসের ধমনীতে উচ্চ রক্তচাপ বা পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে। যা স্থায়ীভাবে ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুস অক্সিজেন সরবরাহে ব্যর্থ হয়। যা শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। শিশুর হার্টে ছিদ্র কেন হয় শুরুতেই বলা হয়েছে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র হওয়া একটি জন্মগত ত্রুটি। অর্থাৎ শিশু হার্টে ছিদ্র নিয়েই জন্মায়। বাহ্যিক কোনো কারণে হার্টে ছিদ্র হওয়ার নজির নেই। মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপিণ্ড একটি নল থেকে বিকশিত হয়, এরপর সেটি চারটি প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়। সেই প্রকোষ্ঠের দুটি অংশ আলাদা করতে পর্দা গড়ে ওঠে।

জেনেটিক সমস্যা: ডাউন সিনড্রোম থাকলে শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে।